CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 July 2021 ■ আগরতলা ১৫ জুলাই, ২০২১ ইং ■ ৩০ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যের নতুন রাজ্যপাল সত্যদেব নারায়ণ আর্য্যকে শপথ বাক্য পাঠ করান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এ এ কুরেশী । ছবি নিজস্ব।

বিচার বিভাগের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও আয়ুষ প্রকল্প চালু রাখা সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত

মহার্ঘ ভাতা ও ডিয়ারনেস রিলিফ বৃদ্ধিতে অনুমোদন

নয়াদিল্লী, ১৪ জুলাই।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা চলতি বছরের পয়লা এপ্রিল থেকে ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত পরবর্তী ৫ বছর বিচার বিভাগের পরিকাঠামোগত সুবিধা উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্প (সিএসএস) চালিয়ে যাওয়ার অনুমোদন দিয়েছে। এরজন্য খরচ হবে ৯ হাজার কোটি টাকা।

এরমধ্যে গ্রাম ন্যায়ালয় প্রকল্পের জন্য ৫০ কোটি টাকা সহ কেন্দ্র ৫ হাজার ৩৫৭ কোটি টাকা দেবে। এই গ্রাম ন্যায়ালয় প্রকল্পটি আইনী সংস্কারের জন্য জাতীয় মিশনের মাধ্যমে মিশন মোডে কার্যকর করা হবে।

এখনও বেশ কয়েকটি আদালত ভাড়া করা অপর্যাপ্ত জায়গায় এবং জরাজীর্ণ অবস্থার মধ্যে প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের আবাসিক স্থানের অভাবে কার্যক্ষেত্রেও ব্যাঘাত ঘটছে। বর্তমান সরকার সকলের কাছে সহজে এবং সময়মতো বিচার ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে বিচার বিভাগীয় পরিকাঠামো সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তাই বিচার বিভাগীয় পরিকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।

এই প্রস্তাবের আওতায় জেলা এবং নিম্ন আদালতের বিচার বিভাগীয় আধিকারকদের জন্য ৪ হাজারটি আবাসিক কেন্দ্র, ৩ হাজার ৮০০টি আদালত কক্ষ, ১ হাজার ৪০০টি আইনজীবীদের বসার সুবিধার্থে ঘর, ১ হাজার ৪৫০টি শৌচালয় এবং ৩ হাজার ৮০০টি ডিজিটাল কম্পিউটার রুম গড়ে তোলা হবে। এতে দেশের বিচার বিভাগের কার্যকারিতা ক্ষেত্রে উন্নয়নে সাহায্য করবে এবং এক নতুন ভারতের জন্য আরও ভালো আদালত গঠনের দিকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ বছরের মধ্যে গ্রাম ন্যায়ালয় গঠনের সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে।এর জন্য রাজ্যগুলিকে অর্থ মঞ্জুর করা হবে। গ্রাম ন্যায়ালয় প্রকল্পটি সফলতা অর্জন করেছে কি না তা এক বছর পরে পর্যালোচনা করে দেখা হবে। চলতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে দিল্লী গেলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। রথ দেখা কলা বেচা! এই প্রাচীন প্রবাদ বাক্যটি রাজনীতিতে অহরহ ব্যবহৃত হয়। এমনই কাকতালীয়ভাবে নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের পাশাপাশি রাজ্য মন্ত্রিসভায় রদবদল নিয়েও চর্চায় ন্যূনতম দুইদিনের দিল্লি সফরে গেলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ সকালেই দিল্লি গেছেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ডা: মানিক সাহা। অন্যদিকে গুয়াহাটি থেকে আজ দিল্লি পাড়ি দিয়েছেন দলের সহ-সভাপতি তথা বিধায়ক রামপ্রসাদ পালও। ফলে রাজনীতির অলিন্দে কান পাতলে শুনা যাচ্ছে, তিন বছর পূর্ণ হওয়ার পর মন্ত্রিসভায় বহু প্রতিক্ষিত রদবদল হতে চলেছে। তবে, কারোর বাদ যাওয়ার তেমন সম্ভাবনা নেই। খালি জায়গায় কয়েকজনকে স্থান দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী দফতর সুত্রে খবর, নতুন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করবেন বিপ্লব কুমার দেব। তাঁদের সাথে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত চর্চা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রথমত, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর সাথে কোভিড পরিস্থিতির বিস্তারিত বর্ণনা দেবেন তিনি। সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সহায়তা সম্পর্কে অবগত করবেন তিনি। একইভাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীকেও ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ২৫ বছরের বাম জমানায় শিক্ষার বেহাল দশা কাটিয়ে তুলতে সাংঘাতিক পরিশ্রম করতে হচ্ছে, সবিস্তারে তুলে ধরে তিনি কোভিড পরবর্তী সহায়তা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

এদিকে, রাজ্য মন্ত্রিসভায় রদবদল ত্রিপুরায় দীর্ঘদিন ধরে জল্পনা তুঙ্গে রয়েছে। হয়তো সেই মহেন্দ্রক্ষণ আসতে চলেছে। ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভায় ৪টি স্থান শূন্য পরে রয়েছে। সেক্ষেত্রে অন্তত দুইটি আসন পূর্ণ করার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় অধ্যক্ষ বদল হচ্ছেন। নয়া অধ্যক্ষ হিসেবে বিধায়ক রতন চক্রবর্তীকে দায়ত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু, তিনি ওই দায়িত্ব নিতে চাইছেন না, এমনটাই সূত্রের খবর। এদিকে, বিধায়ক রামপ্রসাদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিলেন সত্যদেব নারায়ণ আর্য্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। ত্রিপুরায় নয়া রাজ্যপাল আজ শপথ নিলেন সত্যদেব নারায়ণ আর্য্য। ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এ এ কুরেশী তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ মন্ত্রিসভার সদস্যগণ এবং প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার ১৯তম রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব সত্যদেব নারায়ন আর্য্য। তিনি রাজ্যপাল রমেশ বৈস-র স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। রমেশ বৈস ২০১৯ সালের ২৯ জুলাই থেকে ত্রিপুরার রাজ্যপালের দায়িত্ব সামলেছেন।

ইতিপূর্বে হরিয়ানার ১৬তম রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন সত্যদেব নারায়ন আর্য্য। ১৯৩৭ সালের ১ জুলাই বিহারের নালন্দা জেলায় রাজগির গান্ধী তুলা এলাকায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের কর্মকর্তা থেকে বিজেপি কর্মী হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল। ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত মাঝে ৫ বছর বাদ দিলে তিনি টানা বিহার বিধানসভায় সদস্য ছিলেন। ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত তিনি বিহার মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। রাজ্যের খনি ও ভূতত্ত্ব মন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশে সমস্ত ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট বদলে ল্যান্ড পোর্ট নামাকরণে আইনত বাধা নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। দেশে সমস্ত ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট নাম বদলে ল্যান্ড পোর্ট করা যাবে। তাতে আইনত কোন বাধা নেই। আগরতলা সফররত ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (এলপিএআই) চেয়ারম্যান আদিত্য মিশ্র আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ-কথা জানিয়েছেন। ফলে, এখন থেকে আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট নাম বদলে আগরতলা ল্যান্ড পোর্ট করা যাবে। এদিকে, সাব্রুমে ল্যান্ড পোর্ট স্থাপনে প্রস্তুত ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। জমি মিললেই কাজ শুরু করে দেবে স্থলবন্দর সংস্থা, জানিয়েছেন তিনি।

আজ আদিত্য মিশ্র বলেন, ২০১২ সালে ল্যান্ড পোর্ট-র আইন তৈরী হয়েছে। ফলে, ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট এবং ল্যান্ড পোর্ট দুটি সমার্থক। তবে, সারা দেশেই স্থলবন্দরগুলি ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট নামে পরিচিত, এ-বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছুই বলেননি তিনি। তাঁর সাফ কথা, আইন হয়ে গেছে, এখনি ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্টের বদলে ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া সাইনবোর্ড ব্যবহারে কোন আপত্তি নেই।

এদিন তিনি বলেন, শ্রীমন্তপুরে স্থলবন্দর চালু হয়ে গেছে। সাব্রুমে স্থলবন্দর চালু করার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। কেবল জমি পাওয়া যায়নি, তাই কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। তাঁর মতে, নিশ্চিন্তপুরে স্থলবন্দর শুরু করতে অনেকটা সময় লাগবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে কোভিড টিকাকরণে নাম নথিভুক্তের জন্য হেল্পলাইন নম্বর চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। কোভিড টিকাকরণে কো-উইন অ্যাপে নাম নথিভুক্ত করার জন্য হেল্প লাইন নম্বর চালু করল ত্রিপুরা সরকার। ফলে, এখন থেকে ইন্টারনেট সুবিধা না থাকলেও টিকাকরণে নাম নথিভুক্ত করা সহজ হবে।

এ-বিষয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানান, কোভিড টিকাকরণের জন্য কো-উইন অ্যাপে নাম নথিভুক্ত করতে হয়। কিন্তু যাঁদের কাছে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ নেই, বিশেষত ৪৫ উর্ধদের জন্য বিকল্প পদ্ধতি চালু করল রাজ্য সরকার।

তাঁর কথায়, টিকাকরণের জন্য রাজ্যের আট জেলায় চালু করা হয়েছে আটটি হেল্পলাইন নম্বর। যাঁরা এখনও ভ্যাকসিন নেননি ওই নম্বরে ফোন করে তাঁরা তাঁদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদী সরকার ভারতকে দুর্বল করে দিয়েছে, তোপ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (হি.স.)।। নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে ফের তোপ দাগলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। টিকাকরণের পর এবার বিদেশ ও প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ করেছেন সোনিয়া-পুত্র। রাহুলের মতে, আমাদের দেশকে দুর্বল করে দিয়েছে মোদী সরকার। বুধবার রাহুল গান্ধী টুইট করে লিখেছেন, 'বিদেশ ও প্রতিরক্ষা নীতিকে ঘরোয়া রাজনৈতিক সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহার করে আমাদের দেশকে দুর্বল করে দিয়েছে মোদী সরকার। ভারত এতটা অসুরক্ষিত আগে কখনওই ছিল না।'

এর আগে, এদিন সকালেই বিভিন্ন রাজ্যে টিকার ঘাটতি নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন রাহুল গান্ধী। বুধবার সকালে টুইট করে রাহুল গান্ধী লেখেন, 'শুধুই জুমলা (ভাষণ), ভ্যাকসিন নেই!' এদিন একটি মিডিয়া রিপোর্ট নিজের টুইটারে হ্যান্ডেলে আপলোড করেছেন রাহুল গান্ধী। ওই মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, দিল্লি-সহ বেশ কিছু রাজ্যে ভ্যাকসিনের ঘাটতি রয়েছে, কিন্তু কেন্দ্র তা অস্বীকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাইপ লাইন লিক করে জ্বালানি চুরি, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৪ জুলাই।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে ইন্ডিয়ান অয়েলের পাইপ লাইন লিকেজ করে জ্বালানি তেল চুরির সাথে জড়িত একজনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এছাড়া গত দুদনে দুটি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ জ্বালানি তেল উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ধর্মনগরে একের পর এক অবৈধ জ্বালানী তেলের বিরুদ্ধে অভিযানে সাফল্য পুলিশের। ধর্মনগর দুর্গাপুরের অবৈধ জ্বালানী তেলের ঠেকে অভিযানে চালিয়ে পুলিশ প্রচুর পরিমাণ অবৈধ কেরোসিন, ডিজেল এবং পেট্রোল উদ্ধার করছে। পুলিশ ১ অভিযুক্তকেও গ্রেফতার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইটি অ্যাক্ট ২০০০ এর ৬৬এ ধারায় আর মামলা নেয়া যাবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাক্ট ২০০০ এর অধিন সেকশন ৬৬এ -তে কোন মামলা পুলিশ যাতে নথিভুক্ত না করে। সেইসাথে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের সরকারকে অনুরোধ করেছে যদি উল্লেখিত ধারায় কোন মামলা নেয়া হয়ে থাকে তাহলে অবিলম্বে সেই মামলা প্রত্যাহার করে নিতে। ২৪.০৩.২০১৫ তারিখে সুপ্রিম কোর্টে শ্রেয়া সিংহল বনাম কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে একটি আইনী লড়াইয়ে এই রায় ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাক্ট ২০০০ নিয়ে।

পুণর্বিন্যাসের মাধ্যমে রাজ্যে ৪০৮টি নতুন নায্যমূল্যের দোকান খোলা হবে ঃ খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। করোনা অতিমারীর প্রথম ঢেউয়ের সময় প্রায় ৮ মাস আমাদের রাজ্যের ৫ লক্ষ ৭৯ হাজার পরিবারকে প্রতি মাসে বিনামূল্যে রেশন দোকানের মাধ্যমে মাথাপিছু ৫ কেজি করে চাল দেওয়া হয়েছে। এই পরিবারগুলিকে প্রতি মাসে ১ কেজি করে মুসুর ডাল অথবা আস্ত চানা সরবরাহ করা হয়েছে। শুধু আমাদের রাজ্যের জন্যই এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার ভর্তুকী দিয়েছে ৩৭৯ কোটি টাকা। আজ মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান খাদ্য জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। এই পরিকল্পনা রূপায়ণে ৯৫ হাজার ২৫ মেট্রিক টন চাল এবং ৪,৪১৬ মেট্রিক টন ডাল ও আস্ত চানা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের জন্য সরবরাহ করেছিল। সাথে তিনি যোগ করেন ত্রিপুরায় পুণর্বিন্যাসের মাধ্যমে ৪০৮টি নতুন নায্যমূল্যের দোকান খোলা হবে।

খাদ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, রাজ্যের ৩৭ লক্ষ জনগণের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার গণবন্টন ব্যবস্থার অধীনে ১,৮৯২টি নায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে অতি সুলভ মূল্যে খাদ্য শস্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য যেমন ডাল, আটা, চিনি, লবন ইত্যাদি সরবরাহ করছে। কেন্দ্রীয় সরকার করোনা অতিমারি মোকাবিলায় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থা সচল রাখার স্বার্থে বিভিন্ন ধরণের রিলিফ প্যাকেজ, ইনসেনটিভ, আর্থিক প্যাকেজ, সরকারি গ্যারান্টিযুক্ত ঋণ ইত্যাদি চালু করেছে। এই সমস্ত প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা বা পিএমজিকেএওয়াই। যার আওতায় দেশের খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় থাকা ৮৪ কোটি জনগণের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য শস্য প্রদানের মাধ্যমে তাদের ন্যূনতম খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, করোনা অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ চলাকালীন সাম্প্রতিক সময়েও কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষের খাদ্য সুরক্ষা অক্ষুন্ন রাখতে বদ্ধপরিকর। যার ফলশ্রুতি হিসাবে পিএমজিকেএওয়াই প্রকল্পটি দ্বিতীয় পর্যায়ে গত মে মাস থেকে আবার সারা দেশে চালু করা হয়েছে, যা আগামী নভেম্বর মাস পর্যন্ত চলবে। আমাদের রাজ্যে ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার পরিবার যথারীতি মে, ২০২১ থেকেই বিনামূল্যে খাদ্য শস্য সংগ্রহ করছেন। হিসেব অনুযায়ী দ্বিতীয় পর্যায়ে মোট ৮৬ হাজার ৮০০ মেট্রিক টন চাল বিনামূল্যে রেশন দোকানের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে এবং এর জন্য কেন্দ্রীয় ভর্তুকী বাবদ ব্যয় হবে ৩৬৫ কোটি টাকা। খাদ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে রাজ্যের তুলনামূলক ভাবে অধিক রেশনকার্ড সম্বলিত নায্যমূল্যের দোকানগুলিকে সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে আরও ৪০৮ টি নতুন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৬৫ ▫ ১৫ জুলাই ২০২১ ইং ▫ ৩০ আষাঢ় ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

পণপ্রথা সামাজিক ব্যাধি

পণপ্রথা ভয়ঙ্কর সামাজিক অভিশাপ। যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এই ভয়ংকর পণপ্রথা চলিয়া আসিতেছে। পণ প্রথার বিরুদ্ধে নানা সময়ে নানাভাবে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত পণপ্রথা সমাজ ব্যবস্থা থেকে পুরোপুরি মুছিয়া ফেলা সম্ভব হয় নাই। পণপ্রথার ভয়ঙ্কর অভিশাপে বহু নারীর জীবন অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে। এই সামাজিক ব্যাধির মূলোচ্ছেদ করিতে না পারিলে সমাজকে পণপ্রথার অভিশাপ হইতে কোন দিনেই মুক্তি করা যাইবে না। বর্তমান তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থাতেও পণপ্রথা বহাল তবিয়তে চলিতেছে। এই পণপ্রথার জন্য শুধুমাত্র যে ছেলেরাই দায়ী তাহা নহে। পণপ্রথার জন্য বহুলাংশে দায়ী মেয়েরাও। এইতার নারীসমাজ কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিবে না। নারীরা কিভাবে দায়ী তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। কেননা মেয়েরাই মা-বাবার কাছ হইতে বিভিন্ন জিনিস আদায় করিবার কৌশল গ্রহণ করিয়া থাকে। মেয়েরাও অনেক ক্ষেত্রেই আত্মকেন্দ্রিক। ছোটবেলা থেকে ছেলেমেয়েদের লালন পালন করিয়া, শিক্ষা-দীক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া মা-বাবা সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করিয়া থাকেন। তাহাদের একটাই উদ্দেশ্য, অন্তত পার্থক্য কালে ছেলেমেয়েরা তাহাদের পাশে দাঁড়াইবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা এই প্রত্যাশা পূরণ করেন তাহা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ঘটনা রীতিমতো দুঃখজনক। যে সন্তানকে জীবন যৌবন উজাড় করিয়া মানুষ করিয়া থাকেন সেই সন্তান বৃদ্ধ মা বাবার প্রতি ন্যূনতম কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চায় না। উপরন্ত মা-বাবার কাছ থেকে চাহিদামত জিনিসপত্র কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না মেয়েরাও। সেক্ষেত্রে পণপ্রথার জন্য মেয়েরা তাই নয় কি? অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে, পণপ্রথার জন্য পাত্রপক্ষ বহুলাংশে দায়ী। কেননা আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এখনো পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া সোনা গয়না নগদ টাকা পয়সা দৃষ্টিনন্দন আসবাবপত্র সহ নানা জিনিসপত্র আদায় করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। পুত্র বধূ বরণ করেছে যাওয়া বাবা-মায়েরা যেন রীতিমতো সওদাগরের ভূমিকা পালন করে থাকেন। পুত্রবধূ ঘরে নিয় আসিবার সময় গাড়ি বোঝাই করা জিনিসপত্র পাত্র পক্ষের বাড়িতে নিয়া আসা হয়। এই চিত্র নিত্যদিনের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পণপ্রথার বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু সেই আইন প্রণয়নের সুযোগ বহু ক্ষেত্রেই নাই বলিলেই চলে। কেননা অন নেওয়া দেওয়ার বিষয়টি পাত্রপক্ষ প্রার্থী পক্ষ গোপন করিয়া যাবতীয় কার্য সিদ্ধি করিয়া থাকেন। আইনের ফাঁক গলে এইসব ঘটনা আদি অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর পণপ্রথা সমাজ থেকে বিলুপ্ত করিতে হইলে সমাজ পরিবর্তন খুবই জরুরী। এজন্য দরকার সামাজিক আন্দোলন। শুধু আমাদের রাজ্যে নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পণপ্রথা ভয়ঙ্কর আকার ধারন করিয়াছে। সাম্প্রতিককালে কেরল রাজ্যে এই পণপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার হইতে শুরু করিয়াছে। কেরালার রাজ্যপাল স্বয়ং পণপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনমুখী হইয়া অনশনে বসিয়াছেন। এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে অনশনে বসিয়াছেন স্বয়ং কেরলের রাজ্যপাল।দেশ যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হোক না কেন এখনও ভারতে পণপ্রথার মতো কলঙ্ক দেশবাসীকে দগ্ধ করিতেছে। বিয়ের নামে পাত্রী পক্ষের কাছ হইতে অগণিত জিনিস, নগদ টাকা নেওয়া এবং তাহা দিতে না পারিলে নববধূর ওপর নির্মম অত্যাচার, এমনকী পণপ্রথার কারণে আত্মহত্যা, বধূ হত্যা বহু বছর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই প্রথার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বাড়াইবার লক্ষ্যে পণপ্রথার বিরুদ্ধে সরব হইলেন কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান। তিনি বুধবার সকাল ৮টা থেকে নিজের বাসভবনে পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ অনশনে বসিয়াছেন। এই প্রথম এ ধরনের প্রথার বিরুদ্ধে এরকম প্রতিবাদ দেখা গেল।বলিতে গেলে বিরল দৃশ্য। এই অনশনের আয়োজন করিয়াছিল একাধিক গান্ধী সংস্থা, যাহার সূচনা হয় কেরলের গান্ধী ভবন দিয়া এবং পণ দেওয়া ও গ্রহণের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রতিবাদ। মহিলাদেরকে পণপ্রথার জন্য হেনস্থা হইতে হয় এবং তাহার ফলে অনেকেই আত্মহত্যার পথ বাছিয়া নিতে বাধ্য হন। রাজ্যপাল জানাইয়াছেন পণপ্রথা সমাজের অশুভ শক্তি এবং এর বিরুদ্ধে কড়া আইনও রহিয়াছে। শুধুমাত্র এর বিরুদ্ধে সাধারণ ও সামাজিক সচেতনতার প্রয়োজন।শুধু কেরালাতেই নয়, গোটা দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সহ প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থানে থাকিয়া পণপ্রথার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস নিতে হইবে। একমাত্র সার্বিক প্রচেষ্টাতেই আমাদের সমাজ ব্যবস্থা হইতে এই ভয়ংকর পণপ্রথা দূর করা সম্ভব হইবে। কেরালার রাজ্যপাল পণপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়া যে পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে আমাদের পথ প্রদর্শক।

”অখিল গগৈ মুসলিম নন, তবু আমরা তাঁকে সমর্থন করেছি, তাঁর ”সাম্প্রদায়িক” মন্তব্য অপ্রত্যাশিত”

গুয়াহাটি, ১৪ জুলাই (হি.স.) : বিধায়ক অখিল গগৈ এআইইউডিএফ-কে ‘সাম্প্রদায়িক’ আখ্যা দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (এআইইউডিএফ)-এর নেতা বিধায়ক আমিনুল ইসলাম।

চলতি বাজেট অধিবেশনের তৃতীয় দিন আজ বুধবার সংবাদ মাধ্যমের কাছে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বিধায়ক আমিনুল বলেন, বিধানসভার প্রথম দিন থেকেই গগৈ ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করছেন। ‘বিরোধী দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েও আমরা অখিল গগৈয়ের সমর্থনে সোচ্চার হয়েছি। কিন্তু তিনি আমাদের এআইইউডিএফ দলকে বার বার ‘সাম্প্রদায়িক’ তকমা দিচ্ছেন, যা তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত, বলেন আমিনুল ইসলাম।

তিনি বলেন, রাইজর দল-এর একমাত্র বিধায়ক অখিল গগৈ বার বার বলেন, বিজেপি এবং এআইইউডিএফ উভয়ই দলই সাম্প্রদায়িক এবং তারা শুধু তাদের সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের কল্যাণে কাজ করছে। এআইইউডিএফ বিধায়কের মতে, গগৈ আরও বলন, বিজেপি এবং এআইইউডিএফ উভয় দলই আগামী দিনে অসমের জন্য হুমকি। অখিল গগৈয়ের এ ধরনের বক্তব্যে বিস্ময় প্রকাশ করে আমিনুল ইসলাম পাল্টা প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘অখিল গগৈ কীভাবে এআইইউডিএফ এবং বিজেপিকে একই লাইনে দাঁড় করাতে পারলেন?’ ক্ষুব্ধ আমিনুল আরও বলেন, ‘গগৈ বলেছেন আমরা সাম্প্রদায়িক এবং আমরা কেবলমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের কল্যাণে কাজ করি। অখিল গগৈ কি মুসলিম? তিনি তো মুসলিম নন, তবুও আমরা তাঁকে সমর্থন করেছি।’

অখিল গগৈ বিধানসভায় যখন বার বার তিরস্কৃত হয়েছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী যখন তাঁকে নিয়ে উপহাস করেছিলেন তখনও আমি তাঁকে সমর্থন করেছি, বলেন আমিনুল। তিনি বলেন, বিধানসভায় যাতে অখিল গগৈকে নিয়ে শাসক দলের নেতারা তিরস্কার ও ঠাট্টা করার সুযোগ না পান, সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমি তাঁর (অখিল) সাথে বসে ব্যক্তিগতভাবে বিধানসভার বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু এত সবের পরও আমাদের উপর ‘সাম্প্রদায়িক’ তকমা সেঁটে দিয়ে তিনি বলছেন আমরা নাকি শুধুমাত্র মুসলিমদের কল্যাণে চিন্তা করি। অন্য কোনও জাতি ধর্মের মানুষের কল্যাণ নিয়ে ভাবি না। অখিল গগৈয়ের এ ধরনের মন্তব্য অনভিপ্রেত ও হতাশাব্যঞ্জক বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন আমিনুল ইসলাম।

বিধায়ক আমিনুল বলেন, ‘বিধানসভার চলতি অধিবেশনে অন্য কোনও বিধায়কের সমর্থন না পেয়ে কার্যত একাকী হয়ে পড়েছেন অখিল গগৈ। তাঁকে শুধুমাত্র আমরা সমর্থন করছি। অখিল নিজেও এ কথা অস্বীকার করতে পারবেন না। তবুও হাস্যকরভাবে তিনি আমাদেরকে সাম্প্রদায়িক বলেছেন। অখিল গগৈয়ের এমন আচরণ বাস্তবিক অর্থেই অত্যন্ত হতাশাজনক।’ এভাবেই অখিলের বিরুদ্ধে চরম ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম।

তৃতীয় ঢেউয়ের আগে চাই ভ্যাকসিন

পার্থময় চ্যাটার্জি

করোনার তৃতীয় ঢেউ আসছে এই খবর ও সতর্কবার্তা সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা ও আমাদের দেশ কি প্রস্তুত এই তৃতীয় ঢেউকে সামলাতে? এই পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসন কতটা প্রস্তুত? কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে? আমরা কদিন আগেও দেখেছি অক্সিজেনের অভাবে কত মানুষ মারা গেল। তৃতীয় বিশ্বের আমরা উন্নত একটি দেশ। অথচ আমাদের না আছে পর্যাপ্ত হাসপাতাল, না আছে পর্যাপ্ত ডক্টর, নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মী। না আছে অক্সিজেনের যথাযথ প্রাপ্যতা। সারা পৃথিবীর প্রতিটা উন্নতশীল দেশ ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে টিকাকরণ প্রায় ৬০ থেকে শুরু করে ১০০ শতাংশ হয়ে গেছে অথচ আমাদের দেশে ২০ কি ২২ শতাংশ হয়েছে কিনা সন্দেহ আছে। কিন্তু কেন? আমরা নাকি তৃতীয় বিশ্বের সেবা দেশ। সামনে তৃতীয় ঢেউ আসছে আর শোনা যাচ্ছে এটা নাকি বাচ্চাদের মধ্যে বেশি আছড়ে পড়বে। ভাবুনতো অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা বা বাচ্চারা যদি এই রোগের শিকার হয় তবে দেশের ভবিষ্যত কী হবে। আমাদের প্রশাসন সব জেনেও কেন টিকাকরণ ১৮ থেকে উপরের বয়সে আটকে আছেথ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যদি বাচ্চাদের এই ভ্যাকসিন দেওয়া চালু হয়ে থাকে তবে আমরা এই পদক্ষেপ নিচ্ছি না কেন? ছোটো ছোটো বাচ্চাদের ভবিষ্যত কী দাঁড়াবে?

এই অবস্থায় আমাদের দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী পরবির্তন হলো, তবে কি আগের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করেননি? ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়েছে আজ প্রায় পাঁচ মাস হয়ে গেছে, মাত্র কুড়ি বাইশ শতাংশ ভ্যাকসিন পেয়েছে দেশবাসী, তার মধ্যে কুড়ি পঁচিশ শতাংশ টাকা দিয়েই ভ্যাকসিন নিয়েছে। এই গতিতে টিকাকরণ চললে ২০২১ সালের শেষে পঞ্চাশ শতাংশ পৌঁছানো যাবে না। ব্রিটেনের মানুষের মধ্যে ৬৮ শতাংশ টিকাকরণ হয়ে গেছে গত সপ্তাহেই। আমরা ওই দেশের ভ্যাকসিন অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা ভারতে ‘কোভিশিল্ড’ নাম দিয়ে ব্যবহার করছি। ব্রিটেন সরকার তাদের দেশের লকডাউন তুলে দিয়ে তাদের পর্যটন শিল্পকে জাগানোর জন্য সম্প্রতি তাদের দেশে পর্যটক প্রবেশ আবাদ করলেও এখনও ভারতীয় নাগরকিদের তাদের দেশে ঢুকবার অনুমতি দেয়নি, এটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ব্যাপার। আমাদের দেশের দু’ ধরনের ভ্যাকসিন দেওয়া চলছে তার মধ্যে যুক্তরাজ্যে। উদ্ভাবিত অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা ভারতে যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘কোভিশিল্ড’। আর দ্বিতীয়টি হলো কোভ্যাক্সিন -যা সম্পূর্ণ দেশীয় ফর্মুলায় তৈরি। ভারত-বায়োটেক নামে একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি তৈরি করেছে। এই ক্ষেত্রে ব্রিটেন তাদের দেওয়া ভ্যাকসিন কোভিশিল্ড ভ্যাকসিনটিকে কোনও স্বীকৃতি দিচ্ছে না জানি না। টিকা তৈরির ক্ষেত্রে বিশ্বের একটি প্রথম সারির দেশ হলো ভারতবর্ষ। আমাদের ছ’টি বড় আকারের টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থা পৃথিবীর ৬০ শতাংশ টিকা উৎপাদন করে নাকি তবুও আমাদের দেশের নাগরিকরা ইউরোপের অনেক দেশেই প্রবেশ করতে পারছে না। তার একটাই কারণ আমার মনে হয় যে মাত্র ২০ শতাংশ টিকাকরণ। কেন আমরা এত পিছিয়ে আছি? জার্মানি ওখানকার প্রশাসন সেখানকার নাগরিকদের টিকাকরণ

বাধ্যতামূলক করেছে। সেদেশের নাগরিকদের টিকাকরণ বাধ্যতামূলক করেছে। সেদেশের নাগরিকদের টিকা না নিলে কোনও সরকারি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। তার মানে ওদেশের সরকারের হাতে পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন আছে, ওদেশের সরকারের জনসাধারণের জীবনের প্রতি সচেতনতা আছে। হ্যাঁ মানছি জার্মান আর ভারতের জনসংখ্যার মধ্যে অনেক ফারাক আছে। দায়িত্বশীল সরকার তার দেশের জনসংখ্যা বেশি বলেসেই জনসংখ্যার দায়িত্ব নেওয়া যাবে না এটা ভাবতে পারে না। আমরা সংখ্যায় বেশি বলে আমাদের পরিকাঠামো সেই ভাবেই করতে হবে, তাই নয়কি? তৃতীয় ঢেউ সামলাতে সরকার ২৩ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ করেছে। তবে এর আগে দেশের সকল নাগরিকদের টিকাকরণ খাতে সরকার যে একটা ভড় অঙ্কের ফান্ড গড়েছিল তাঁর কি খবর? এই তেইশ হাজদার কোটি টাকার ফান্ড কোথা থেকে এল? এই ফান্ড দিয়ে সরকার কীভাবে এই তৃতীয় ঢেউ মোকাবিলা করবে তা জানতে ইচ্ছে হয়। আমাদের রাজ্য সরকার বাচ্চাদের এই সংক্রমণের থেকে রক্ষা করতে বিভিন্ন হাসপাতালে পরিকাঠামো তৈরি করছে। খুব ভালো উদ্যোগ কিন্তু তাদের এটাও মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের রাজ্যে সরকারি হাসপাতালের শয্যার সংখ্যা ৭৮ হাজার ৫৬৬টি। আর সেখানে নানা ধরনের রোগী আছে তাই এই অল্পসংখ্যক শয্যা বাড়াতে হবে অন্য পদ্ধতিতে। সেন্ট্রাল ব্যুরো অব হেল্‌থ ইন্টেলিজেন্সের তথ্য অনুযায়ী সরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবায় রোগীর শয্যা ব্যবস্থার হিসেবে গোটা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সবার ওপরে। সারা দেশে সব মিলিয়ে সরকারি হাসাপাতালে শয্যার সংখ্যা ছয় লক্ষ চৌত্রিশ হাজার আটশো আশি। গোটা দেশে ১৪ হাজার ৩৭৯টি সরকারি হাসপাতাল আছে।

এই রাজ্যে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকের সংখ্যা ৮ হাজার ৮২৯ জন। ডেন্টাল সার্জেন রয়েছেন ৬৪৭। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক রয়েছেন। ৭২১ জন। গোটা দেশে সরকারি হাসপাতালে মোট ১১ লক্ষ ৩ হাজার ৩২৮ জন চিকিৎসক রয়েছেন। দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গ। বর্তমান সরকার এই দশ বছরে ৩৪টি মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে বিভিন্ন জেলায় চালু করেছে ও করবার উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে সরকারি হাসপাতালে বেডের সংখ্যা ১২ হাজারের মতো বৃদ্ধি পেয়েছে। এমবিবিএস ও ডেন্টালএ আসন সংখ্যা ১৩০৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এখন ২৭৫০ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এখন যেটা করা উচিত তা হলো এই তৃতীয় ডেউয়ের জন্য শুধু হাসপাতালের বেডের উপর নির্ভর না করে বিভিন্ন স্কুল কলেজগুলোতে আক্রান্তদের থাকার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এটা এমন কিছু ভয়ঙ্কর কঠিন ব্যাপার নয়। সরকারি হাসপাতালে যা শয্যাসংখ্যা তা বেশিরভাগটাই ভর্তি আছে করোনা ছাড়া অন্যান্য রোগীদের দ্বারা। তাই এখন যদি তৃতীয় ঢেউ ভয়ঙ্কর রূপ নেয় তবে এই সরকারি হাসপাতালে জায়গা দেওয়া কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। এই কারণে স্কুল কলেজগুলোকে নিভৃতবাস বানানো প্রয়োজন। এই রোগের চিকিৎসা বলে কিছু নেই, রাখতে হবে অক্সিজেন, মেডিসিন আর স্বাস্থ্যকর্মী যে বা যারা স্যালাইন চালাতে পারে, অক্সিজেন দিতে পারে এমন স্বাস্থ্যকর্মী প্রয়োজন, আর দিনে একজন ডাক্তার একবার এসে পেশেন্টদের দেখে যাওয়া। যে সব রোগীর গুরুতর অবস্থা হবে তাদেরই একমাত্র সরকারি হাসাপাতালে জায়গা দেওয়া যেতে পারে। এই পরিকল্পা অবিলম্বে নেওয়া উচিত রাজ্য সরকারগুলিকে। কেন্দ্রকে অবিলম্বে ভ্যাকসিন আরও বেশি বেশি মানুষের দেহে ঢুকাতে হবে। এই মন্থর গতি টিকাকারণ চলবে না এটা অবিলম্বে বাড়াতে হবে। না হলে তৃতীয় ঢেউ সামাল দেওয়া মুশকিল হবে। তবে যতদিন যাচ্ছে দেখছি এই ভ্যাকসিনেশন নিয়ে কিছু অসাধু ব্যাপার স্যাপার ঘটছে। করোনা নিয়ে উকে কেউ ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। যেমন মাস্ক ও স্যানিটাইজার এখন প্রত্যেকের কমন খরচ হয়ে গেছে। আগামী দিনে ভ্যাকসিনেশন ব্যাপারটাও আর সরকার হয়ত বিনে পয়সায় দেবে না। এখন কোথাও ঘুরতে গেলে বা এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যেতে গেলে কোভিড পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করে দেবার চেষ্টা চলছে, সেগুলো কিন্তু ফ্রিতে হবে না। সম্প্রতি বীরভূম জেলা কর্তৃরক্ষ এক বিজ্ঞপ্তিতে জারি করেঠে যে শান্তিনিকেতন কঙ্কালীতলা আর তারাপীঠ যেতে গেলে কোভিড পরীক্ষা দিয়ে ঢুকতে হবে আর যদি শহরের এই জীবাণু থাকে তবে তাকে নিভৃতবাসে থাকতে হবে। একই রাজ্যের মধ্যে এইরূপ বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। অর্থাৎ বাংলায় এখনও করোনা বাঁধন ছাড়া। এই ব্যবস্থা সারা দেশেই আরোপ করা উচিত নয়ত তুলে দেওয়া উচিত। সারা দেশের মধ্যে শুধু বীরভূমে এখন আইন কেন থাকব? কেন এখনকার পর্যটন শিল্প শুধু মার খাবে? (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শতবর্ষে ভি বালসারা

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

কিশোরের নাম ভিস্তাপ। শিক্ষক পরিবারের ছেলে। মা, বাবা, দিদিমা, সবাই শিক্ষকতায় নিযুক্ত। মা সুকণ্ঠী। ভালো এস্রাজ বাজাতে পারতেন। বাবা গানের গ ও জানতেন না। মাই ছেলেকে আগ্রহ নিয়ে গান শেখাতেন। আর একজন ছিলেন ভিস্তাপের ব্যায়াম। শিক্ষক। উনি প্রায়ই ওকে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কেডর্ক এনে দিতেন আর হারমোনিয়ামে তুলে নিতে বলতেন। ভিস্তাপও ওইগুলিকে অনায়াসে পা হারমোনিয়ামে তুলে নিয়ে বাজাতো পিরামিডস, মাস ড্রিল ইত্যাদির সাথে। ভিস্তাপ বালসারাকে কলকাতা জানলো ভি বালাসারা নামে। ব্যায়াম শিখতে গিয়েছিল ভিস্তাপ। হয়ে গেলেন শিল্পী ভি বালসারা। অক্রুর দত্ত লেনের বাড়িতে বসে স্মৃতির পাতা খুঁজে অনেক কথাই শুনিয়েছিলেন সেদিন অতীতের কিংবদন্তিতুল্য শিল্পী ভি বালসারা। জন্ম বোম্বেতে। অদুনা মুম্বাই। ১৯২২ সালের ২২ জুন। স্কুল কলেজ জীবন কেটেছে ওখানেই। পরিবারে গানের পরিবেশ ছিল না। তবে মার কণ্ঠ আর এস্রাজের হাত ছিল খুব ভালো। প্রথম তালিম নিতে শুরু করি মায়ের কাছে। তালিম আর পড়াশোনা চলত একই সঙ্গে। সঙ্গীতের প্রতি টান বা উৎসাহ তখন ততটা ছিল না। খেলার ছলে মা যা শেখাতেন, তাই শিখতাম। তখন কী আর বুঝতাম যে, সঙ্গীতকে জড়িয়ে ধরেই আমাকে চলতে হবে সারা জীবন।

ছ’বছর বয়সে আমি প্রথম পাবলিক ফাংশন করি। বোম্বেতে বাবার স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান। সেখানে আমার গান গাইবার কথা। মঞ্চে বসে শ্রোতাদের সামনে জীবনের প্রথম গান গাওয়া। এতটুকু নার্ভাস হইনি। হারমোনিয়াম নিজেই বাজিয়ে মার শেখানো গান অনায়াসে গেছে দিলাম। তারপর?

তারপর আবার কি! সবাই বলতে লাগলেন কতবড় প্রতিভাবান শিল্পী লুকিয়ে আছে আমার ভিতরে। সুরেলা কণ্ঠ নিয়ে আমার জন্ম---এরকম কত কথা। কণ্ঠ সংগীত দিয়েই আমার হাতেখড়ি। মা-ই আমার প্রথম শুরু। সঙ্গীতের পাঠ নিয়েছি পার্সি গুরমি ফ্রামজ শ্রুফ-এর কাছে। বরোদার উস্তাদ বাচ্চু মিঞার কাছে নিয়েই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিক্ষা। তারপর একটু বেশি বয়সে প্রফেসর মুনেস্বর দয়ালের কাছে শিখেছি হারমোনিয়াম বাদন।

লেখাপড়ায় খুব মন কোনওদিনই দিতেন না বালসারা। পড়াশুনার সময় কোথায়। স্কুল জীবন থেকেই তো মাথায় এত পোকা কিলবিল করতে যে হারমোনিয়ামে কত রকম কায়দা বার করা যায় সে টেষ্টাতেই কেটে যেত। ১৯৩৬ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন তিনি। পাশও করে যান চৌদ্দ বছর বয়সে। কিন্তু কলেজেরদ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে বালসারা কলেজ ছাড়লেন। গানের জন্য পড়াশোনা ছাড়ায় বাড়িতে ভীষণ অশান্তি হয়েছিল। স্মৃতিচারণায় বলেছেন, কলেজ ছেড়েই আমি সঙ্গীতকে আঁকড়ে ধরলাম। ১৬ বছর বয়সে ফিল্ম লাইনে ঢুকলাম। পিয়ানো বাজিয়ে হিসেবে। সুযোগ করে দিদেন বাদন ছবির সঙ্গীত পরিচালক মুস্তাক হুসেন খাঁ সাহেব। প্রথম দিনে আমার বাজনা শুনেই তাঁর সহকারী করে নিলেন।

বোম্বেতে কাজ করার সময় প্রায় সব সঙ্গীত পচিচালকের সঙ্গেই বাজিয়েছি। সহকারী হিসেবে কাজ করেছি, কে দত্ত, মদন মোহন, খেম চান্দ প্রকাশ, গোলাম হায়দারের সঙ্গে। কাজ করেছি অনিল বিশ্বাস, বসন্ত দেশাই, সি রামচন্দ্রে সঙ্গে। নৌস্যদ আর শঙ্কর জয়কিশেন এর সব ছবিতেই বাজিয়েছিল।

বম্বেবাসী হয়ে ছোটোবেলা থেকে বালসারা কলকাতার শিল্পীদের গাওয়া বাংলা গানের সুরগুলো বেশি বাজাতেন। নিউ থিয়েটার্স এর বিভিন্ন ছবির গান ছাড়াও বাংলা গানের প্রতিতাঁর আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। ৫৪ সালে তিনি পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে আসেন। ওঠেন জ্ঞান প্রকাশ ঘোষের বাড়িতে। বোম্বে থেকে কলকাতা পৌঁছেই তিনি সোজা চলে যান রেডিও স্টেশনে জ্ঞান দাদার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি তখন রিহার্সাল রুমে ন্যাশনাল অর্কেস্ট্রা নিয়ে মহড়া দিচ্ছেন। ওকে দেখেই তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন অনুপম ঘটকের কাছে। অনুপম বাবুর হাতে ছিল অগ্নিপরীক্ষা ছবির কাজ। সেদিন দুপুরেই অবাক ব্যাপার। অগ্নিপরীক্ষায় বাজাতে হল বালসারাকে। জ্ঞান বাবু চান্স করে দিলেন আকাশবাণীর রম্যগীতি অনুষ্ঠানের সঙ্গীত পরিচালনার। এইচ এম ভি তে পবিত্র মিত্র ছিলেন। উনিও সুযোগ করে দিলেন নানান ভাবে।

আলাপকালে বলেন, এমনি করতে করতে একদিন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর নচিকেতা ঘোষের সঙ্গে সহকারী হিসেবে কাজে লেগে গেলাম। একসময় বম্বের মায়া কেটে গেল। ভি বালাসারা তখন বেশ উঁচু দরের শিল্পী। সারা ভারতবর্ষে সবাই এক ডাকে চেনে। কলকাতা তো কথাই নেই। ব্যায়ামবীর বা মেরিন ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে সঙ্গীতের সুপ্ত প্রতিভার অধিকারী মানুষটি যে সঠিক পথকেই বেছে নিতে পেরেছিলেন, আজ জন্মের শতবর্ষের সূচনায়ও তা প্রমাণিত। আলাপচারিতায় বলেছেন, কলকাতা মানেই সঙ্গীত আর সঙ্গীতের সমঝদার শ্রোতা। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠান করেছিল। ইরাক, ইরান, মিশর, মস্কো, তাস খন্দ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, হেলসিংকি, আমেরিকা, ইংল্যান্ড জার্মান প্রভৃতি দেশে বিদগ্ধজনের প্রশংসা কুড়িয়েছিল অনেক। কিন্তু কলকাতায় অনুষ্ঠান করে যে আনন্দ পাই, তার তুলনা নেই। এমন প্রাণবন্ত শ্রোতা সারা ভারতে কেন, দুনিয়ার কোথাও পাইনি। ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ওইসব দেশের সঙ্গীত ধারায় কোনও মিল খুঁজ পাননি শ্রী বালসারা। বরং কিছু মিল রয়েছে তুর্কি, উজবেকিস্তানও ইরানের সঙ্গীতের সঙ্গে। আমরা যেমন ধুতি, পাঞ্জাবি ছেড়ে প্যান্ট, শার্টসে এসেছি, তেমনি ভারতীয় সহগীতের নিজস্বতার মাঝে বিদেশি সরকে এডপ্ট করেছি। অন্যান্য বিদেশি সুরের হুববু অনুকরণ করে সস্তায় বাজিমাত করার পক্ষপাতী নন শিল্পী। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথ বিদেশি সুরকে তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সেই গান শুনে কখনই রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। রবীন্দ্রসঙ্গীত বারবারই ভি বালসারাকে আকর্ষণ করে। রবীন্দ্র কবিতাও। বিশেষ করে তার বাণীর গভীরতা ও ছন্দবদ্ধতায় মুগ্ধ তিনি। রবীন্দ্র রচনাবলী পড়তে পড়তেই বাংলা ভাষাটাকে নিজের আয়ত্তে এনেছিল শিল্পী। যন্ত্রসঙ্গীতে এতে যে রবীন্দ্রনসঙ্গীতের সুর আমাদের উপহার দিয়েছেন তা ওই অন্তর থেকে রবীন্দ্র প্রীতির ফলেই। কথায় কথায় জেনেছিলাম, একসময় আশি জন যন্ত্রীদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের দেবতার গ্রাস কবিতার সুরারোপ করে তিনি মঞ্চস্থ করেছিলেন। কিন্তু হাজারো চেষ্টায় তাঁর ওই সৃষ্টিকর্ম কোনও রেকর্ড কোম্পানি রেকর্ড করতে চাননি। অবশেষ নিজের টাকা খরচ করে তিনি সেটা রেকর্ড বন্দি করেছিলেন। একরাশ অভিমানে সেদিন কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলেন। শিল্পী। বাদ্যযন্ত্রে ঠাসা ঘরের দেওয়ালে টাঙানো সঙ্গীত ও সিনেমা জগতের দিকপালদের ছবি। দেওয়ার মাঝে তাঁর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে দেখতে পেলাম একটা নিষ্পাপ বালকের হাসিমুখের ছবি। বালসারাজির প্রয়াত পুত্র।

শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের সুখ দুঃখের অনুবূতিকে তিনি সঙ্গীত জীবনে প্রবেশ করতে দেননি। তাঁর ছোটো ছেলে মাত্র চৌজ্জ বছর বয়সে মারা গিয়েছেন কলকাতায়। তাঁর শেষ কাজ সেরে সেদিনই একটা বিয়েবাড়িতে বাজাতে গিয়েছেন। মন যন্ত্রণায় বিদ্ধ। সেখানে আনন্দের পরিবেশ। নিমন্ত্রিতরা বসে আছেন বালসারাজির বাজনার অপেক্ষায়। ভাবছেন বাজাতে পারবেন তো! মুহূর্তে ঠিক করলেন মনে তাঁর যত দুঃখ থাক শ্রোতাদের তিনি বঞ্চিত করবেন না। তাঁর অন্তর কাঁদছিল। তবুও তিনি সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আনন্দকে বরণ করে নিয়েছিলেন। মৃত্যু তাড়া করেছে বালসারাজির জীবনে বারবার। ক্যান্সারে ভুগছিলেন ওর মাসতুতো বোন। সেই বোন ছিল ওর সর্বকালের সঙ্গী। নোটেশন নেওয়া, গান লেখা, সুর করা, বিদেশি কনস্যুলেটে গিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুবাদ সংগ্রহ করা---ঘরে বাইরের এমন হাজারো কাজ সে করত। আশা ছিল সে ভালো হয়ে উঠবে। তারপর ক্যানসার হাসপাতালের জন্য একটি শো করে টাকা তুলে দেবে। কিন্তু তা আর হল না। মারণ ঘাতক ছিনিয়ে নিল তাকে। কিন্তু এবারেও বাজনা থামেনি। বালসারার। এ প্রসঙ্গে তাঁর দার্শনিক মন্তব্য, শ্রোতাদের চেয়ে বড় আমার কাছে কেউ না।

উনিভক্স, একর্ডইয়ান, মেলোডিকা এবং পিয়ানোর বাজানো উচ্চাঙ্গা ও লঘু সঙ্গীতের প্রকাশিত রেকর্ডের সংখ্যা পঞ্চাশের ওপর। চলচ্চিত্রের নেপথ্য সঙ্গীতই শুধু নয়, সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে বাংলা ছবি পরিচালনা করেছেন একশোর উপরে। বম্বেতে আত্মপ্রকাশ করলেও সঠিক অর্থে তিনি জনপ্রিয় হলেন তালাদ মানুষদের যেথা রামধনু ওঠে ভেসে এবং তুমি সুন্দর যদি নাহি। হও গান দুটিতে। কিন্তু তাঁর সুরারোপিত মুকেশের গাওয়া মন্দ বলে লোকে গানটি শ্রোতাদের হৃদয়ে যে আলোড়ড় সৃষ্টি করল, তা সেদিনের জনপ্রিয়তার এক নান্দনিক দৃষ্টান্ত। কলকাতায় একসময় পপ সঙ্গীত নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছিল। পপ সঙ্গীতকে অপসংস্কৃতির কমা দিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। বালসারাজি ‘পুসি বল এ সুর সৃষ্টি করে সেই বিতর্কে জল ঢেলে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে কথায় লিখেছেন, ছায়াছবির জগতে আমরা রেডর্কিংকে বলি টেক। সারারাত ধরে সকাল পাঁচট অবধি টেক চলেছিল। বাদল ছবির জন্য মোট ছটা গান রেকর্ড করা হয়েছিল। আমি পেয়েছিলাম বারো টাকা। পুরো কাজেরজন্য ১৯৩৮ সালে কত ভালো পারিশ্রমিক। এটাই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং পেশাদারি মিউজিসিয়ানদের সঙ্গে কাজ করা। জাতে পার্সি হয়েও বালসারা সাহেব ছিলেন আদ্যপান্ত একজন বাঙালি। বাংলা বলতে পারতেন তিনি ছিলেন একটি ঝর্ণার মতো। সমুদ্র বা নদীর মতো চঞ্চলতা, নেই, অথচ প্রতিটা অঙ্গে প্রবাহের নিজস্ব ছন্দ। ভি বালসারার সুরের ভুবনে পাই বৈচিত্র্যতার এক অনাবিল ধারাণা যা একই সঙ্গে লঘু ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মতো হাল্কা এবং ওজনদার। তাঁর বন্ধুমহলে একদিকে যেমন অগ্রজরা ছিলেন, আরেক দিকে নতুনদের প্রতিও তিনি ছিলেন প্রবল বন্ধুভাবআপন্ন। দেশিকোত্তম আর সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কার সম্মানিত বালসারাজির সঙ্গীত জীবনের কোনও পদ্ম সম্মান না জোটায় তাঁর কোনও অভিমান ছিল না। কিন্তু তাঁর অগণিত ভক্তগণ স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। মেনে নিতে পারেননি এই অবিচার। সময় তার মতো আপন গতিতে এগিয়ে চলে। দেখতে দেখতে ভি বালসারার শতবর্ষের সূচনা হলএই বছরের বাইশে জুন। ভি বালসারা বলতে যে শিল্পীটিকে আজ দেশ বিদেশের মানুষ চেনেন, জানেন তাঁকে শতবর্ষের সম্মান জানাতে সমস্যায় জর্জরিত বাঙালি যেন বিস্মৃত না হন। এটাই প্রার্থনা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার সিপিআইএম সদর জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন নেতৃবৃন্দরা। ছবি ঃ নিজস্ব

অসমে সংঘটিত প্রত্যেকটি এনকাউন্টারের বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি বিধায়ক অখিলের

গুয়াহাটি, ১৪ জুলাই (হি.স.) : অসমে সাম্প্রতিককালে সংঘটিত সব কয়টি এনকাউন্টারের বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি তুলেছেন বিধায়ক অখিল গগৈ। আজ বুধবার বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের তৃতীয় দিন সদনে প্রবেশের আগে উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে এই দাবি তুলে বামপন্থী অখিল বলেন, 'অসমে একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। হিমন্তবিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসার পর থেকে অদ্ভুত ধরনের কার্যকলাপ সংগঠিত হচ্ছে। কোনও অপরাধে অভিযুক্ত বলে ধৃত ব্যক্তিদের এনকাউন্টারের নামে গুলি করে মেরে ফেলা হচ্ছে, নয়-তো গুলিবিদ্ধ করে গুরুতরভাবে ঘায়েল করা হচ্ছে।' তাঁর বক্তব্য, 'এই ব্যক্তি বিধায়ক, বিধায়কের পর মুখ্যমন্ত্রী এবং এখন বিচারপতিও হতে চাইছেন। এ এক সাংঘাতিক মানসিকতা।' আরও বলেন, 'যে সকল ব্যক্তিকে আটক করা হচ্ছে, তারা বিচারাধীন। অথচ বিচারের আগেই নিরপরাধ ব্যক্তিদের এনকাউন্টারের নামে গুলি করা হচ্ছে। এ কেমন কথা?' প্রশ্ন তুলেন রাইজর দল-এর একমাত্র বিধায়ক অখিল গগৈ।

উল্লেখ্য, গত রবিবার (১১ জুলাই) নগাঁও জেলার অন্তর্গত ধিঙে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে কুখ্যাত অপরাধী জয়নাল আবেদিন।

বহু ডাকাতি, খুন, চুরি, ড্রাগস কারবার, অর্থ দাবি ছাড়াও পুলিশের অস্ত্র লুণ্ঠন, থানায় অগ্নিসংযোগ, পুলিশ অফিসারের ওপর প্রাণঘাতী হামলা ইত্যাদি গুরুতর বহু অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল শালকাটি গ্রামের বাসিন্দা জয়নাল আবেদিন। ওইদিন ভোরে তাকে গ্রেফতার করতে গেলে সে অভিযানকারী পুলিশ দলের ওপর পিস্তল থেকে গুলি বর্ষণ করে হামলা করে। তখন পুলিশও পালটা গুলি চালায়। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করে জয়নাল। পুলিশের মোস্ট ওয়ান্টেড এ ধরনের কুখ্যাত অপরাধী জয়নালকে কী করে নিরপরাধী বলে দাবি করছেন অখিল গগৈ এবং এআইইউডিএফ-এর নেতা বিধায়করা?

প্রাসঙ্গিক এই প্রশ্নের জবাবে অখিল বলেন, 'আমি অপরাধ বা অপরাধীর পক্ষে নই। আমি সব সময় সারদা, লুইস বার্জার, উত্তর কাছাড়ে সংগঠিত কেলেংকারির বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকি।' তিনি বলেন, 'তাঁর নির্বাচনি ক্ষেত্র শিবসাগরেও অভিযুক্ত ভূপেন বরুয়াকেও এনকাউন্টারের নামে গুলিবিদ্ধ করে জখম করেছে পুলিশ। কেবল তা-ই নয়, শিবসাগরের জনৈক সাংবাদিককেও গুলি করবেন বলে জনৈক পুলিশ অফিসার হুমকি দিয়েছেন। এ ধরনের ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। তাই আমি প্রত্যেকটি এনকাউন্টারের বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি করছি। যে সকল পুলিশকর্মী ভুয়ো এনকাউন্টার করছেন তাঁদের বিরুদ্ধে বিচার হওয়া দরকার, প্রয়োজনে গ্রেফতার করতে হবে।'

উগ্রপন্থী সংগঠন আলফা স্বাধীনের সেনাধ্যক্ষ পরেশ বরুয়াকে আলোচনার টেবিলে বসার আহ্বানও আজ জানিয়েছেন অখিল গগৈ। আলফা-প্রধানের উদ্দেশ্য তাঁর বার্তা, 'পরেশ-দা আপনি সরকারের সঙ্গে আলোচনায় আসুন। অসমে শান্তি ফিরে আসা দরকার।'

এদিকে তাঁর বিরুদ্ধে এনআইএ-র উচ্চ আদালতে আবেদন সম্পর্কেও প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন অখিল গগৈ। বিধায়ক গগৈ বলেন, 'হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং অমিত শাহ চেয়েছিলেন আমি যেন কোনও দিন কারাগার থেকে মুক্ত না হই। আমার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চক্রান্ত শুরু হয়েছে। আবার আমাকে গ্রেফতার করতে অভিসন্ধি করছে এনআইএ।'

বাজারে নিজের শেয়ার ছাড়ল জোম্যাটো লক্ষ্য ৯,৩৭৫ কোটি টাকা সংগ্রহ

মুম্বই, ১৪ জুলাই(হি.স.) : শেয়ার ছাড়ার মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করার জন্য বুধবার থেকে ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং (আইপিও) চালু করল ফুড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম জোম্যাটো। শুক্রবার পর্যন্ত চলবে আইপিও। এর মাধ্যমে ৯,৩৭৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে জোম্যাটোর। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ৪,১৯৬ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়ে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এদিন সকাল ১০টা থেকে আইপিও চালু করেছে জোম্যাটো। প্রতিটি শেয়ারের দাম রাখা হয়েছে ৭২ থেকে ৭৬ টাকার মধ্যে। ফেস ভ্যালু এক টাকা করে।

জোম্যাটোর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৯,০০০ কোটি টাকার ইক্যুইটি শেয়ার ছাড়া হচ্ছে বাজারে। এছাড়া নকরি ডট কম যে সংস্থার অধীনস্থ, সেই ইনভেস্টর ইনফো এজ (ইন্ডিয়া)-র ৩৭৫ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করা হবে। জোম্যাটোর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আজ আইপিও চালু করার আগে গতকাল থেকেই অ্যাঙ্কর ইনভেস্টরদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ শুরু করা হয়। তার মাধ্যমে ৪,১৯৬ কোটি টাকা সংগ্রহ করে জোম্যাটো। ১৮৬ জন অ্যাঙ্কর ইনভেস্টর ৭৬ টাকা করে মোট ৫৫,২১,৭৩,৫০৫টি শেয়ার কেনেন।

ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুযায়ী, আজ দুপুর ১.১৫-র মধ্যে জোম্যাটোর ৩৬ শতাংশ শেয়ার বিক্রি হয়ে গিয়েছে। রিটেল বিনিয়োগকারীদের মধ্যে জোম্যাটোর শেয়ারের বেশ ভাল চাহিদা দেখা যাচ্ছে। জোম্যাটো ৭১.৯২ কোটি শেয়ার বিক্রি করার কথা জানিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২৫.৮৩ কোটি শেয়ার বিক্রি হয়েছে।

অসম : বঙাইগাঁওয়ে সড়ক দুর্ঘটনা, হতাহত দুই

বঙাইগাঁও (অসম), ১৪ জুলাই (হি.স.) : নিম্ন অসমের বঙাইগাঁও শহর সংলগ্ন পুরনো বঙাইগাঁওয়ে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ওই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই জনৈক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুর পাশাপাশি আরেকজন গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন। ঘটনা সোমবার রাত প্রায় সোয়া দশটা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গেছে। নিহত যুবককে বছর ২৫-এর রাজীব পোদ্দার এবং আহতকে বছর ২৩-এর পোনাকন রায় বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গতকাল রাতে এএস ১৯ ডি ৪০০৭ নম্বরের দুরন্ত একটি ইন্ডিকা ওই দুই যুবককে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিলে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। রাজীব পোদ্দার এবং পোনাকন রায় পুরনো বঙাইগাঁওয়ের বুনিয়াদী চকের কাছে তাঁদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় প্রতিদিন গল্পগুজব করেন। গতকাল রাতেও দুই বন্ধু গল্পে মশগুল ছিলেন। তবে রাজীব তাঁর মোটর বাইকে এবং পোনাকন তার বাই-সাইকেলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। রাত প্রায় সোয়া দশটা, উত্তর শালমারার দিক থেকে বঙাইগাঁও শহরগামী দুরন্ত একটি ইন্ডিকা কার আচমকা মূল সড়ক থেকে নেমে রাজীব ও পোনাকনকে সজোরে ধাক্কায় মারে। ফলে দুজনেই গাড়ির ধাক্কায় মাটিতে ছিটকে পড়েন। বিকট শব্দ শুনে রাজীবের বাড়ি থেকে লোকজন এসে ঘটনা দেখে চেঁচামেচি শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে এলাকার মানুষ জমায়েত হয়ে আহত দুজনকে উদ্ধার করে বঙাইগাঁও শহরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার রাজীবকে মৃত বলে ঘোষণা করে আহত পোনাকনকে চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালেই ভরতি করেন।

এদিকে স্থানীয় উত্তেজিত একাংশ মানুষ ঘাতক ইন্ডিকার চালককে উত্তম-মাধ্যম দিতে থাকেন। ইত্যবসরে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। বঙাইগাঁও জেলার অন্তর্গত অভয়পুরি থানা এলাকার কসাইপট্টির বাসিন্দা চালক আসাদ আলিকে পুলিশ আটক করে। এর সঙ্গে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ইন্ডিকাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

জানা গেছে, নিহত রাজীব পোদ্দারের পত্নী, একটি শিশুসন্তান, বাবা, মা, ভাই, বোন সহ বহু আত্মীয়স্বজন রয়েছেন। এভাবে হঠাৎ সংঘটিত দুর্ঘটনায় রাজীবের অকালমৃত্যুতে পুরনো বঙাইগাঁও অঞ্চলের পাশাপাশি তাঁর পরিচিত মহলে শোকের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে।

ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের বেনজির তাণ্ডবেই মারণ ভাইরাসের নতুন হটস্পট ইন্দোনেশিয়া

জাকার্তা, ১৪ জুলাই (হি. স.) : করোনাভাইরাসের ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড ইন্দোনেশিয়া। গত দু'দিন ধরে দৈনিক সংক্রমণের নিরিখে বিশ্বে শীর্ষে রয়েছে দেশটি। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, 'ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের বেনজির তাণ্ডবেই মারণ ভাইরাসের নতুন হটস্পট হয়ে উঠেছে ইন্দোনেশিয়া।'

দেশটিতে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ৪৭ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। আর গত সাতদিনে মারণ ভাইরাসের ছোবলে গড়ে দৈনিক মৃত্যু নয়শোর গণ্ডি অতিক্রম করেছে। হাসপাতালগুলিতে ভিড় যেভাবে উপচে পড়ছে, তাতে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম অর্থনীতির দেশটিতে এক মাস আগেও দৈনিক সংক্রমণ ১০ হাজারের গণ্ডির নিচে ছিল। দৈনিক মৃত্যুও একশোর আশেপাশে ছিল। অথচ সময় যত গড়িয়েছে ততই পাল্লা দিয়ে বেড়েছে সংক্রমণ। দৈনিক সংক্রমণ বাড়তে বাড়তে ৫০ হাজারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। কঠোর লকডাউন জারি করেও মারণ ভাইরাসের সংক্রমণকে কোনও মতেই রোখা যাচ্ছে না। অতি সংক্রামক ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট ইন্দোনেশিয়ার প্রধান শহর জাভা'র বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে হাসপাতালগুলোতে রোগীর চাপ বাড়ছে এবং অক্সিজেন সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বেশ কিছু শহরে অক্সিজেন সঙ্কট চরম আকার ধারণ করেছে। করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য যাতে অক্সিজেনের ঘাটতি না হয়, তার জন্য অক্সিজেন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে আগে হাসপাতালগুলোতে অক্সিজেন সরবরাহের নির্দেশ দিয়েছে ইন্দোনেশিয়া সরকার।

গত মঙ্গলবার দেশটিতে একদিনে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৪০ হাজার ৪২৭ জন আর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন ৮৯১ জন। বুধবার দৈনিক সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৭ হাজার ৮৯৯ জনে। প্রাণ হারিয়েছেন ৮৬৪ জন। সংক্রমণের হার পৌঁছেছে ২৭ শতাংশে। করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আগামী ২০ জুলাই পর্যন্ত কঠোর লকডাউন জারি করা হয়েছে।

মোদী সকাশে বিজয়ন, প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাসে খুশি কেরলের মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ির সঙ্গেও দেখা করেছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী। সমস্ত বিষয়ে পিনারাই বিজয়নকে পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নীতিন গড়কড়ির সঙ্গে কেরলের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে কথা বলেছেন পিনারাই বিজয়ন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর পিনারাই বিজয়ন জানিয়েছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। কেরলের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বিষয়ে ফলপ্রসূ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আলোচনা হয়েছে। পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাসের জন্য আমরা প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। ভারত সরকারের সঙ্গে কাজ করার জন্য মুখিয়ে রয়েছে কেরল সরকার।' এদিন নীতিন গড়কড়ির সঙ্গে কেরলের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে কথা বলেছেন পিনারাই বিজয়ন।

পাকিস্তানে গিরিখাতে পড়ে গেল বাস, ৯ চিনা-সহ মৃত ১৩ জন

ইসলামাবাদ, ১৪ জুলাই (হি.স.): উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের প্রত্যন্ত আপার কোহিস্তান জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গিরিখাতে পড়ে গেল একটি বাস। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন মোট ১৩ জন, তাঁদের মধ্যে ৯ জন চিনা নাগরিক ও দু''জন পাকিস্তানের সৈনিক। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে গ্যাস লিকেজের জেরে বিস্ফোরণ হয়, এরপর বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গিরিখাতে পড়ে যায়। বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনা না-কি হামলা, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। একটি (দাসু হাইড্রোপাওয়ার প্লান্ট) প্রকল্পের কাজের জন্য বাসে চেপে বুধবার সকালে গন্তব্যের দিকে যাচ্ছিলেন চিনা ইঞ্জিনিয়ার, শ্রমিক, মেডিক্যাল স্টাফ ও পাকিস্তানী কর্মীরা। প্রায় ৩০ জনকে নিয়ে বারসীন ক্যাম্প থেকে প্লান্ট অভিমুখে যাচ্ছিল বাসটি, সকাল ৭.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে গ্যাস লিকেজের জেরে বিস্ফোরণ হয়, এরপর বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গিরিখাতে পড়ে যায়। পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা বাবার আওয়ান এই ঘটনাকে "হামলা" আখ্যা দিয়েছেন। বাসে হামলার ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে চিন।

উত্তর কাশ্মীরে সেনার ট্রাকে পিষে মহিলার মৃত্যু, পুঞ্চে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে আহত ১৬

শ্রীনগর ও জম্মু, ১৪ জুলাই (হি.স.): উত্তর কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলায় সেনাবাহিনীর ট্রাকের চাকায় পিষে মৃত্যু হল একজন মহিলার। বুধবার দুপুর ১.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বান্দিপোরা জেলার নাদিহাল গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বুধবার দুপুরে ওই এলাকা থেকে যাচ্ছিল সেনাবাহিনীর একটি কনভয়। সেই সময় গুলি জানি নামে একজন মহিলাকে পিষে দিয়ে চলে যায় একটি ট্রাক। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আরাগাম গ্রামের বাসিন্দা ওই মহিলার। এই দুর্ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ও ট্রাকটি আটক করা হয়েছে। অন্যদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে কমবেশি আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৬ জন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পুঞ্চ জেলার খানেতার এলাকায়। বুধবার পুঞ্চ শহর থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে জম্মু-পুঞ্চ হাইওয়ের উপর কানিয়ান অঞ্চলের খানেতার এলাকায় একটি ট্রাক ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় বাসের চালক-সহ ১৬ জন আহত হয়েছেন। প্রত্যেককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুরভোট নিয়ে বামেদের দাবির সঙ্গে সহমত নন অধীর চৌধুরী

কলকাতা, ১৪ জুলাই(হি.স.) : সিপিএমের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট এখনও ভাঙেনি। বুধবার বিধান ভবনের সাংবাদিক বৈঠকে এমন মন্তব্য করেও পুরভোট নিয়ে বামেদের সঙ্গে সহমত হলেন না প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী।

মঙ্গলবারই বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে পুর ও নগরোন্নয়মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের কাছে দ্রুত পুরভোটের দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার যে স্মারকলিপি পুরমন্ত্রীর কাছে দেওয়া হয়েছে, সেখানে রাজ্যের ১২৫টি পুরসভার মধ্যে ৬টি কর্পোরেশন, ২টি নোটিফায়েড এরিয়া-সহ ১১২টি পুর অঞ্চলে দ্রুত ভোট করানোর দাবি জানিয়েছে বামফ্রন্ট। এ প্রসঙ্গে অধীর বলেন, """সব কিছুর আগে আমি বলব স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। মানুষের জীবন নিয়ে যাতে ছিনিমিনি খেলা না হয়। ভোট আসবে যাবে। ভোট হলেও দেশ থাকবে, ভোট না হলেও থাকবে। ভোট হলেও এ রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় থাকবে। কিন্তু মানুষের জীবন নিয়ে যেন কোনও ছিনিমিনি খেলা না হয়।""

শুধু পুরভোটই নয়, রাজ্যের সাতটি বিধানসভার উপনির্বাচনও বাকি রয়েছে। বৃহস্পতিবার উপনির্বাচনের দাবিতে তৃণমূলের এক প্রতিনিধিদল মুখ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরে যেতে পারে। বহরমপুরের সাংসদের কথায়, """গত বিধানসভা ভোটে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। আবার শুরু হয়েছে নতুন করে। সকলের কাছে অনুরোধ, এ ক্ষেত্রে যেন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ যেন অবশ্যই নেওয়া হয়। কোভিডের তৃতীয় ঢেউ আসতে চলেছে। আমি বলছি না, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞেরাই তেমন কথা বলছেন। বার বার সর্তক করছেন তাঁরা। ভোটের নামে যেন সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা না হয়।""পাশাপাশি অধীর বলেন, """২০১৬ ও ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে সিপিএমের সঙ্গে জোট হয়েছিল। এখন তা নিয়ে আলোচনা না হলেও, সেই জোট এখনও ভাঙেনি।"

রবিনসন স্ট্রিটের স্মৃতি এবার বাগবাজারে, বৃদ্ধের দেহ আগলে স্ত্রী ও মেয়ে

কলকাতা, ১৪ জুলাই (হি.স.): আবারও ফিরে এল রবিনসন স্ট্রিটের স্মৃতি। এবার ঘটনাস্থল উত্তর কলকাতার বাগবাজার চক্ররেল সংলগ্ন এলাকা। মৃত বৃদ্ধের পচাগলা দেহ আগলে বসেছিলেন স্ত্রী ও মেয়ে। মঙ্গলবার রাতে দুর্গন্ধ পেয়ে থানায় খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে পুলিশ গিয়ে ক্ষীরোদ মঞ্জিল নামের বাড়ি থেকে বৃদ্ধের পচাগলা দেহ উদ্ধার করেছে। মৃতের নাম দ্বিগ্বিজয় বসু। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, অসুস্থতার কারণে কয়েকদিন আগেই মৃত্যু হয়েছে বৃদ্ধের। মানসিকভাবে অসুস্থ কি-না জানতে, মৃতের স্ত্রী ও মেয়েকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে বাগবাজারের ওই বাড়িতে থাকতেন ৭০ বছরের বৃদ্ধ দ্বিগ্বিজয় বসু। বাড়ি থেকে বৃদ্ধকে রোজ বেরোতে দেখা যেত। তিনি দোকানপাট থেকে বাজারঘাট সবই করতেন। কিন্তু কয়েকদিন তাঁকে দেখা যাচ্ছিল না। হয়তো শরীর খারাপ হয়েছে ভেবে প্রথমে স্থানীয়রা বিশেষ খোঁজ নেননি। কিন্তু তারপরও কেটে যায় বেশ কয়েকটা দিন। বাড়িতে দ্বিগ্বিজয়ের স্ত্রী এবং মেয়েরও দেখা মিলছিল না। তখনই সন্দেহ হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। পচা গন্ধ পাচ্ছিলেন প্রতিবেশীরা। গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে বুঝতে পারেন, ওই বৃদ্ধের বাড়ি থেকেই এই পচা গন্ধ ভেসে আসছে। তখন বিপদ বুঝতে পেরে কালবিলম্ব না করে থানায় খবর দেন প্রতিবেশীরা। পুলিশ এসে দেখেন, বাড়ির ভেতর খাটের ওপর পড়ে রয়েছে ওই বৃদ্ধের কঙ্কালসার দেহ। শরীরে পচন ধরেছে। পাশেই বসে ছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং মেয়ে। পুলিশ সূত্রে খবর, দেহ দেখে মনে হচ্ছে অনেক দিন আগেই বৃদ্ধ মারা গিয়েছেন।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বাংলাদেশে ৭৫ হাজার ভারতীয় সিগারেটসহসহ যুবক গ্রেফতার

মনির হোসেন,ঢাকা, ১৪ জুলাই।। বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে ৭৫ হাজার ভারতীয় সিগারেটসহ সমন আলী (২৬) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। বুধবার (১৪ জুলাই) দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার মোবারকপুর ইউনিয়নে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার সুমন মনাকষা ইউনিয়নের ৫গাপালপুর গ্রামের মো. তৈফুর আলীর ছেলে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ র‍্যাব ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মির্জা সালাহদ্দিন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার মোবারকপুর ইউনিয়নের টোলবাড়ী গ্রামের জনৈক আজিজ আহম্মেদের বাড়ির সামনে অভিযান চালিয়ে ৭৫ হাজার ভারতীয় সিগারেটসহ মো. সুমন আলীকে আটক করা হয়। তিনি আরও বলেন, এ ঘটনায় মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে শিবগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করে তাদের পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে।

লালমনিরহাট সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত

মনির হোসেন,ঢাকা, ১৪ জুলাই।। বাংলাদেশের লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার ভেলাবাড়ি সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে সুবল চন্দ্র সাদ্দাম নামে এক বাংলাদেশি গরু ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন বুধবার ভোর আদিতমারী উপজেলার ভেলাবাড়ী ইউপির বাবুরহাট সীমান্তের ৯২১ নম্বর মেইন পিলারের কাছে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সুবল চন্দ্র ভেলাবাড়ী ইউপির ফলিমারী গ্রামের পেল্কু চন্দ্রের ছেলে। তিনি পেশায় একজন গরু ব্যবসায়ী। এলাকাবাসী জানান, বুধবার ভোর রাতে বাবুরহাট সীমান্তের ৯২১ নম্বর মেইন পিলারের পাশ দিয়ে সুবলসহ ৫-৬ জন গরু ব্যবসায়ী অবৈধভাবে ভারত থেকে গরু পারাপারের চেষ্টা করেন। এ সময় ভারতের কোচবিহার জেলার ৭৫ বিএসএফের কইমারী ক্যাম্পের টহলদল তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে। এ সময় অন্যরা পালিয়ে আসতে সক্ষম হলেও ঘটনাস্থলেই সুবলের মৃত্যু হয়। বুধবার সকালে সীমান্তের শূন্যরেখায় তার মরদেহ দেখতে পায় স্থানীয়রা। বর্তমানে মরদেহটি সেখানে পড়ে রয়েছে। আদিতমারী থানার ওসি ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পুলওয়ামা-এনকাউন্টারে নিকেশ লস্কর কমান্ডার, মৃত্যু দুই স্থানীয় সন্ত্রাসীর

শ্রীনগর, ১৪ জুলাই (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে পাকিস্তানী লস্কর-ই-তৈবা কমান্ডার আইজাজ ওরফে আবু হুরাইরা। এছাড়াও স্থানীয় দু''জন জঙ্গিও নিকেশ হয়েছে এনকাউন্টারে। নিহত একজন স্থানীয় জঙ্গির নাম-শাহনওয়াজ। পুলওয়ামা শহরের ঘটনা। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা প্রধান শহরে লুকিয়ে রয়েছে কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী।সেই খবর পাওয়ার পর মঙ্গলবার গভীর রাত থেকে অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। সারারাত চলতে থাকে অভিযান, বুধবার সকালে পুনরায় গুলির লড়াই শুরু হলে নিকেশ হয় ৩ জন সন্ত্রাসবাদী। কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার জানিয়েছেন, পুলওয়ামা-এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ৩ জন সন্ত্রাসবাদী। তাদের মধ্যে রয়েছে পাকিস্তানী লস্কর-ই-তৈবা কমান্ডার আইজাজ ওরফে আবু হুরাইরা ও দু''জন স্থানীয় সন্ত্রাসবাদী। আইজিপি জানিয়েছেন, শ্রীনগর ও পুলওয়ামাতে সক্রিয় ছিল পাকিস্তানী লস্কর-ই-তৈবা কমান্ডার আইজাজ। স্থানীয় একজন জঙ্গির নাম-শাহনওয়াজ।

উদ্বেগ বাড়াচ্ছে করোনা, সিডনিতে দু''সপ্তাহের জন্য বাড়ল লকডাউন

সিডনি, ১৪ জুলাই (হি.স.): আগামী দু''সপ্তাহ বাড়িতেই থাকতে হবে সিডনির ৫০ লক্ষ মানুষজনকে। কোভিডের ডেল্টা প্রজাতিকে রুখতে দু''সপ্তাহের জন্য লকডাউন লাগু হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম শহর সিডনিতে। বুধবার সিডনির প্রিমিয়ার গ্লাডিস বেরেজিকলিয়ান জানিয়েছেন, আরও অন্তত দু''সপ্তাহ লকডাউনের মধ্যেই থাকতে হবে সিডনির বাসিন্দাদের। অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম শহরে ইতিমধ্যেই আংশিক লকডাউনের তৃতীয় সপ্তাহ চলছে, কোভিডের ডেল্টা প্রজাতিকে রুখতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সিডনি। বিগত ২৪ ঘন্টায় সিডনিতে নতুন করে ৯৭ জন মারণ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, তার আগের দিন সংখ্যা ছিল ৮৯। সিডনির প্রিমিয়ার গ্লাডিস বেরেজিকলিয়ান জানিয়েছেন, 'এই কথা বলতে গিয়ে আমি ব্যথিত, কিন্তু আমাদের লকডাউনের মেয়াদ বাড়াতেই হচ্ছে, অন্ততপক্ষে আরও দু''সপ্তাহের জন্য।' ১৬ জুলাই সিডনিতে লকডাউন শেষ হওয়ার কথা ছিল, নতুন করে বাড়ানোর ফলে আগামী ৩০ জুলাই অবধি সিডনিতে লাগু থাকবে ভাইরাস লকডাউন।

জম্মু সীমান্তে ফের ড্রোন, বিএসএফ গুলি করতেই উধাও!

জম্মু, ১৪ জুলাই (হি.স.): জম্মুর আন্তর্জাতিক সীমান্তে ফের উড়তে দেখা গেল সন্দেহজনক ড্রোন। রাতের অন্ধকারে ড্রোন লক্ষ্য করে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালান সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র জওয়ানরা। এর পরেই পাকিস্তানের দিকে ফিরে যায় ওই ড্রোনটি। ১৩-১৪ জুলাই মধ্যরাতে জম্মুর আর্নিয়া সেক্টরে ড্রোন দেখা গিয়েছে বলে জানিয়েছে বিএসএফ।বিএসএফ জানিয়েছে, '১৩-১৪ জুলাই রাতে আর্নিয়া সেক্টরে লাল আলো দেখতে পান বিএসএফ জওয়ানরা। আলোটি কখনও জ্বলছিল, কখনও নিভছিল। তা দেখে জওয়ানরা সেই আলো লক্ষ্য করে গুলি চালান। এরপর সেটি ফিরে যায়। ওই এলাকায় আমরা তল্লাশি চালিয়েছি। কিন্তু কিছু পাওয়া যায়নি।'হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

শুধুই ভাষণ, ভ্যাকসিন নেই! : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (হি.স.): বিভিন্ন রাজ্যে টিকার ঘাটতি নিয়ে কেন্দ্রকে ফের আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। বুধবার টুইট করে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, 'শুধুই জুমলা (ভাষণ), ভ্যাকসিন নেই!' এদিন একটি মিডিয়া রিপোর্ট নিজের টুইটারে হ্যান্ডেলে আপলোড করেছেন রাহুল গান্ধী। ওই মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, দিল্লি-সহ বেশ কিছু রাজ্যে ভ্যাকসিনের ঘাটতি রয়েছে, কিন্তু কেন্দ্র তা অস্বীকার করেছে। ওই মিডিয়া রিপোর্টের প্রেক্ষিতে রাহুল এদিন টুইট করে লিখেছেন, 'শুধুই জুমলা (ভাষণ), ভ্যাকসিন নেই!' "কোথায় ভ্যাকসিন" এই হ্যাসট্যাগ ব্যবহার করে রাহুল টুইট করেছেন। প্রসঙ্গত, টিকাকরণ নিয়ে কেন্দ্রকে লাগাতার আক্রমণ শানাচ্ছে কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। বিরোধীদের অভিযোগ, টিকার ঘাটতির পাশাপাশি ধীরে ধীরে চলছে টিকাকরণ অভিযান।

যৌতুকের প্রতিবাদ, এক-দিনের অনশনে কেরলের রাজ্যপাল

তিরুবনন্তপুরম, ১৪ জুলাই (হি.স.): যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা ও মহিলাদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে একজন-দিনের অনশন শুরু করলেন কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান। বুধবার সকালে রাজভবনে অনশন কর্মসূচি শুরু করেছেন রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান। রাজ্যপালের অফিস থেকে জানানো হয়েছে, এদিনই বিকেল ৪.৩০ মিনিট থেকে ৬টা পর্যন্ত গান্ধী ভবনের প্রতিবাদে অংশ নেবেন রাজ্যপাল।সম্ভবত এই প্রথম দক্ষিণ ভারতের কোনও রাজ্যে একজন রাজ্যপাল সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণের জন্য অনশন করলেন। সকাল আটটা থেকে অনশন শুরু করেছেন রাজ্যপাল, চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। অনশন শেষ করার প্রাক্কালে গান্ধী ভবনে আয়োজিত প্রার্থনা বৈঠকে অংশ নেবেন কেরলের রাজ্যপাল। মঙ্গলবার সন্ধ্যাতেই ভিডিও বার্তায় রাজ্যপাল জানিয়েছিলেন, যৌতুক 'মারাত্মক অন্যায় ও নারীর মর্যাদাকে কলঙ্কিত করা'।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

অবাদি পশুর থাইলেরিয়াসিস রোগ ও প্রতিকার

থাইলেরিয়াসিস গবাদিপশুর রক্তবাহিত এক প্রকার প্রোটোজোয়াজনিত রোগ। এই জীবাণু গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়াকে আক্রান্ত করে। সাধারণত গ্রীস্মকালে থাইলেরিয়াসিস রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। থাইলেরিয়ার জীবাণু আক্রান্ত গরু থেকে সুস্থ গরুতে আঠালির মাধ্যমে এ রোগ সংক্রামিত হয়ে থাকে। গ্রীস্মকালে আঠালির প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সময়। এ কারণে গ্রীষ্মকাল আঠালি-র প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সময়। এ কারণে গ্রীস্মকালে গরু আঠালি দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং দ্রুত রোগ ছড়াতে সাহায্য করে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে থাইলেরিয়াসিস দেখা যায়। গণভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির প্রোটোজোয়া দ্বারা এ রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ রোগের ক্লিনিক্যাল লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর পশুর রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা খুব নিচে নেমে যায়। ফলে রোগটি নির্ণিত হওয়ার পর চিকিৎসা হলেও গরুকে সুস্থ করে তোলা প্রায়ই সম্ভব হয় না। তাছাড়া মাঠপর্যায়ে গরুর রক্ত পরিবহণ বাস্তবে সম্ভব হয়ে উঠে না। এ রোগের চিকিৎসার জন্য উন্নতমানের ওষুধের দাম খুব বেশি এবং তা সর্বত্র সহজে সব সময় পাওয়া যায় না। এ কারণে থাইলেরিয়াসিস অর্থনৈতিক ভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ রোগ সংকর ভারতের গরুতে বেশিদেখা যায়। সংকর জাতের একটি গাভীর দাম ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা। গবাদি পশুর খামারের ক্ষতিকর রোগগুলির মধ্যে থাইলেরিয়াসি একটি অন্যতম রোগ। আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই এ রোগ দেখা যায়। বিভিন্ন কারণে থাইলেরিয়া রোগ নির্ণয় করতে অনেক সময় লেগে যায়। খামারীদের কাছাকাছি এলাকায়প্রায়শ রোগ নির্ণয় কেন্দ্র থাকে না। থাইলেরিয়া রোগে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা মুল্যের গো সম্পদ নষ্ট হয়ে থাকে।

রোগের জীবনচক্র ঃ থাইলেরিয়া রোগের মাধ্যমিক পোষক হিসাবে কাজ করে প্রায় ছয় প্রজাতির আঠালি।

থাইলেরিয়া আক্রান্ত আঠালির লালা গ্রন্থির মধ্যে অবস্থিত রক্ত শোষণকালে সুস্থ গরুর দেহে প্রবেশ করে। পরে লসিকা গ্রন্থি ও প্লীহার লসিকা কোষকে আক্রান্ত করে ম্যাক্রোসাইজোন্ট বা ককস ব্রু বডি সৃষ্টি করে যা মাইক্রোসাইজোন্ট এ পরিণত হয়। এই মাইক্রোসাইজোন্ট লোহিত কণিকাকে আক্রান্ত করে পাইরোপ্লাজম সৃষ্টি করে। রক্ত শোষণের সময় এই পাইরোপ্লাজম আঠালির দেহে প্রবেশ করে। আঠালির দেহের মধ্যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়ে আঠালির লালা গ্রন্থিতে অবস্থান নেয় যা পর গবাদিপশুর রক্ত শোষণকালে প্রাণীর দেহেপ্রবেশ করে। আক্রান্ত আঠালি সুস্থ গরুকে কামড়ানোর ৭-১০ দিন পর পশুর দেহে তাপ দেখা দেয়।

রোগ লক্ষণ ঃ গরুর প্রবল জ্বর (১০৪-১০৭০ ফা), ক্ষুধামান্দ্য, রক্তশূন্যতা, চোখ দিয়ে জল ঝরা, রুমেনের গতি হ্রাস, লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া, রক্ত ও আম মিশ্রিত ডায়ারিয়া ও নাসিকা থেকে শ্লেষ্মা নির্গত হয়। এ সময় গরু শুকিয়ে যায় এবং কোনো এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় না। দুধ উৎপাদন একদম কমে যায়, গরু শুকিয়ে যায় এবং কোনো এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় না। দুধ উৎপাদন একদম কমে যায়, গরু শুয়ে থাকতে বেশি পছন্দ করে, হাঁপায় এবং ধীরে ধীরে গরুর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে হঠাৎ করে গরুর শরীরের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। সাধারণত আক্রান্ত হবার ১৮-২৪ দিন পর প্রাণী মারা যায়। থাইলেরিয়ায় আক্রান্ত প্রাণী চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলে কিছুটা প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে তবে প্রাণীটি এ রোগের বাহকহিসেবে কাজ করে।

রোগ নির্ণয় ঃ রোগের লক্ষণ, ইতিহাস এবং চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রাথমিকভাবে এই রোগ নির্ণয় করা যায়। ল্যাবরেটরিতে আক্রান্ত প্রাণীর রক্ত জেনন্স স্টেইন করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পাইরোপ্লাজম দেখে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়।চিকিৎসা ঃ রোগ নির্ণয়ে বেশি দেরি হলে চিকিৎসায় তেমন উপকার হয় না। দ্রুত রোগ নির্ণয় করে মাত্রামত ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। সহায়ক চিকিৎসা হিসাবে ভিটামিন ই১২ ইনজেকশন ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে। সম্ভব হলে রক্ত সংযোজন করতে হবে যা দুরূহ ব্যাপার। আক্রান্ত প্রাণীর শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাওয়াতে হবে। পশুকে ছায়াযুক্ত আরামদায়ক পরিবেশে রাখতে হবে। প্রচুর ঠান্ডা জলপান করতে দিতে হবে।

প্রতিরোধ ঃ ডেইরী খামারীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে থাইলেরিয়া রোগ সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। যে কোন মূল্যে পশুর খামারকে উকুন, আঠালি ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখতে হবে। গোয়াল ঘর ও এর চতুর্দিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। প্রতি ৪ মাস অন্তর গাভীকে আঠালিপ্রতিরোধক ইনজেকশন প্রয়োগ করে আঠালিমুক্ত রাখতে হবে। গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে দুই বার গোয়াল ঘরে আঠালিনাশক ওষুধ মাত্রামত স্প্রে করলে গোয়াল ঘর আঠালি মুক্ত থাকে। আক্রান্ত এলাকার সন্দেহজনক সকল গবাদিপশুকে ইত্যাদি প্রতিশেধক হিসাবে মাত্রামত প্রয়োগ করা উচিত।

সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন কাঁচা সব্জি ও ফল খান

রান্না করা ফল বা সবজির চেয়ে কাঁচা ফল ও সবজি খাওয়া অনেক বেশি পুষ্টিকর। সব সবজি যে কাঁচা খেতে হবে এমন নয়। তবে প্রতিদিনের ডায়েট চার্টে কিছু কিছু কাঁচা সবজি বা ফল রাখুন। যেসব খাবারে বেশি এনজাইম থাকে যেমন পেঁপে, আনারস, বাঁধাকপি, মুলা, বিট, স্প্রাউটস এগুলো রান্না না করে কাঁচাই খান, বেশি উপকার পাবেন। জেনে নিন কেন কাঁচা সবজি খাওয়া জরুরি।কাঁচা ফল ও সবজিকে লাইফ ফুড বলা হয়। শরীর সুস্থ রাখতে ভিটামিন, মিনারেল, ফ্যাট, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেটের সুষম আহার প্রয়োজন। কারণ, আমরা সারাদিনে যা খাবার খাই, তা থেকেই কাজ করার শক্তি পাই। শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট আমরা খাবার থেকেই পেয়ে থাকি। তবে এনজাইমের সাহায্য ছাড়া খাবারে থাকা প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন ঠিকমতো হাড়, চুল, ত্বক, মাংসপেশীতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। আর কাঁচা ফল বা সবজিতে প্রচুর পরিমাণে এনজাইম থাকে, যা হজম শক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে। তাই রান্না করা ফল ও সবজির চেয়ে কাঁচা ফল বা সবজি খাওয়া বেশি উপকারী।খাবারে উপস্থিত এনজাইম ও নিউট্রিয়েন্ট তাপের সংস্পর্শে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। তাই ফল বা সবজি যখন রান্না করা হয়, তখন তাপের সংস্পর্শে সেই খাবারে উপস্থিত নিউট্রিয়েন্ট ও এনজাইম অনেকাংশেই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আপনি সেই একই সবজি বা ফল কাঁচা অবস্থায় খেলে যতটা প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেলস বা এনজাইম শরীরে যেত, যখন সেটাই রান্না করে খাবেন তার পুষ্টিগুণ অনেকাংশে কমে যাবে। শুধু তাই নয়, প্রসেসড খাবারে উপস্থিত প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেলের তুলনায় কাঁচা ফল ও সবজিতে উপস্থিত প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেলস শরীরে বেশি সহজে অ্যাবজর্ব হয়। তাই প্রতিদিন কিছু কাঁচা সবজি ও ফল খান। সুস্থ থাকবে শরীর।সর্বদাই যাত্রাপথে খাবারের ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকা উচিত। নতুন জায়গায় যাওয়ার সময় অতি উতসাহে ইচ্ছামতো খাওয়া উচিত নয়। তাহলে হয়তো পেটের সমস্যায় হোটেল রুম আর হাসপাতালেই আটকে থাকতে হবে। তাই ভ্রমণের সময় নিম্নলিখিত খাবারগুলি থেকে সতর্ক হোনপানীয়: যেকোনো ধরনের পানীয় এমনকি খাবার জল পানের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। পানীয়র বোতল অবশ্যই সিল করা কিনা দেখে নেবেন। রাস্তাঘাটে অনেক নকল পানীয় পাওয়া যায়। তাই একটু দেখেশুনে পান করবেন।আধ সিদ্ধ খাবার: মণে কাঁচা বা আধ সিদ্ধ যেকোনো খাবারই এড়িয়ে চলা উচিত। তা হোক মাংস, চিংড়ি বা সি ফুড। কারণ এতে আপনার শরীরে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ হতে পারে।ফ্রোজেন ফুড: বরফ জমা খাবারে ব্যাকটেরিয়ার আশঙ্কা থাকে। বিশেষত, জল বা অন্য কোনো কোমলপানীয় গ্রহণের সময় রাস্তা থেকে কেনা বরফ মেশানো উচিত নয়। কারণ এই বরফ দূষিত জল থেকে তৈরি হতে পারে। রাস্তা বা বাস-ট্রেন স্ট্যান্ড থেকে স্থানীয়ভাবে তৈরি খোলা আইসক্রিম খাওয়া উচিত নয়।ডিম: আমরা অনেকেই ভ্রমণের সময় আধ সিদ্ধ ডিম সঙ্গে নিই। বাস বা রেলস্টেশনেও ডিম পাওয়া যায়। অনেকের তো কাঁচা ডিম খাওয়ারও অভ্যাস আছে। কিন্তু যাত্রাপথে আধ সিদ্ধ বা কাঁচা ডিম না খাওয়াটাই ভালো।কাঁচা সবজি: যেকোনো ভ্রমণ গাইড খুললেই দেখবেন নতুন জায়গায় গিয়ে সালাদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ সবজিগুলো কেমন জল দিয়ে ধোয়া হয়েছে, সেগুলো তাজা না দীর্ঘদিন ফ্রিজে ছিল, সেটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাই বিদেশে গিয়ে সবজির সালাদ একটু ভেবেচিন্তে খেতে হবে। অনেক দেশে দূষিত পরিবেশে সবজি চাষ হয়, যা কাঁচা খাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। তাই যাত্রাপথে এবং নতুন জায়গায় গিয়ে সবজির সালাদ থেকে দূরে থাকুন। দরকার হলে রান্না করা গরম সবজি খান।রেস্টুরেন্ট এড়িয়ে চলুন: ভ্রমণে চলার পথে স্ট্রিট ফুড খাওয়াটা অধিকতর নিরাপদ। কারণ এটা আপনার সামনেই তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে মহাসড়কের পাশে বা বিভিন্ন স্টেশনে যেসব রেস্টুরেন্ট থাকে, সেখানে কীভাবে খাবার তৈরি হচ্ছে, তা আপনি জানেন না। তবে এর মানে রেস্টুরেন্টকে একেবারেই বর্জন করতে হবে, তা নয়। রেস্টুরেন্টে গেলে এমন সময় খাবেন, যখন লোক সমাগম বেশি থাকে।সস, আচার: সস, আচার বা চাটনি থেকে দূরে থাকাটা নিশ্চয়ই কষ্টকর। কিন্তু ভ্রমণে এগুলো থেকে দূরে থাকাই ভালো। রাস্তাঘাটের আচার বা সস তৈরিতে নোংরা জল বা অন্য উপাদান ব্যবহার করা হয়। রাস্তাঘাটে জল ও সবজি থেকে তৈরি খাবারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ এগুলো নোংরা জল এবং বাসি সবজি দিয়ে তৈরি।

আমের রোগবালাই, পোকামাকড় দমন

আম গাছে প্রচুর মুকুল আসলেও ফল না ধরার কারণ ও তার সমাধান আম গাছে প্রচুর মুকুলদেখাদিলেও আম ধরে না বা খুব কম ধরে, যা একটি গুরুতর সমস্যা। এর অনেক কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ শোষক বা হপার পোকার উপদ্রবের জন্য এটি হতে পারে। ফুল আসার পর পূর্ণাঙ্গ শোষক পোকা ও তার নিম্ফগুলো ফুলের রস টেনে নেয়। ফলে সময় ফুলগুলো একসময় শুকিয়ে ঝরে যায়। একটি হপার পোকা দৈনিক তার দেহের ওজনের ২০ গুণ পরিমাণ রস শোষণ করে খায় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত আঠালো রস মলদ্বার দিয়ে বের করে দেয়, যা মধুরস নামে পরিচিত। এ মধুরস নামে পরিচিত।এ মধুরস মুকুলের ফুল ও গাছের পাতায় জমা হতে থাকে য়ার ওপর এক প্রচার ছত্রাক জন্মায়। প্রতিকার হিসেবে আম বাগান সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে বিশেষ করে গাছের ডালপালা যদি ঘুব ঘন থাকে তবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ছাঁটাই করতে হবে, যাতে গাছের মধ্যে প্রচুর আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে। আমের মুকুল যখন ৮/১০ সেমি লম্বা হয় তখন একবার এবং আম মটর দানার মতো হলে আর একবার প্রতি লিটার জলে ১ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন অতবা কাবারিল ২ গ্রাম / লিটার মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। আমের হপার পোকার কারণে সুটিমোল্ড রোগের আক্রমণ অনেক সময় ঘটে, তাই সুটিমোল্ড দমনের জন্য প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম হারে সালফার জাতীয় ওষুধ ব্যবহার্য কীটনাশকের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ মেঘলা আকাশ ও কুয়াশা থাকার কারণে মুকুলে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দেয়। ফলে অতি দ্রুত মুকুলের গায়ে সাদা সাদা পাউডারের মতো দেখা দেয় এবং একপর্যায়ে প্রায় সব মুকুল কালো হয় ঝরে যায়। সালফারঘটিত ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম ভালোভাবে মিশিয়েস্প্রে করতে তা দমন করা যায়। তাছাড়া এনথ্রাকনোজও এ সময় দেখা দেয়। ফলে সমস্যা মুকুল কালো হয়ে ঝড়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ম্যানকোজের প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতেহবে। তৃতীয়তঃ গবেষণায় দেখা গেছে, আবহাওয়া, পোকামাকড় ও রোগ কোন কারণে এটি গটে না। আমের পুষ্পমঞ্জুরিতে এক লিঙ্গ ও উভলিঙ্গ ফুল কে সঙ্গে থাকে। ভাল ফলনের জন্য বেশি বেশি উভলিঙ্গ ফুলের দরকার। কিনা যে সব গাছে ১০ শতাংশের কম উভলিঙ্গ ফুল থাকে তারা স্বভাবতই স্বল্প ফলনশীল জাত। কাজেই ভাল ফলন, পেতে হলে এসব জাতের আম চাষ না করাই ভাল। চতুর্থতঃ গাছে ফুল ফোটার সময় কুয়াশা, মেঘলা আবহাওয়া বা বৃষ্টি থাকলে ফুলের পরাগ সংযোগ ব্যাহত হয় । যার ফলেপ্রচুর ফুল ফুটলেও সময় মতো পরাগ সংযোগ না হওয়ায় সেগুলো ঝরে যায় বা ফলন হয় না। তাছাড়াঅনেক সময় গাছে অস্বাভাবিক পুষ্পমঞ্জুরি দেখা যায়। এমন মুকুলেস্ত্রী ফুলেরসংখ্যা খুব কম। ফলে কদাচিৎ ফল উৎপন্ন হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেটি টিকে থাকে না। মুকুল ক্রমেই শুকিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গাছে থেকে যায়।এমন অবস্থায় আক্রান্ত মুকুল গাছ থেকে কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। আবার জমিতে ফসফেট, দস্তা ইত্যাদি খাদ্যের অভাব, ফল ধরার পর জমিতে রসের অভাব ইত্যাদি কারণেও অসময়ে ফুল ও ফল ঝরে যায়। এ কারণগুলো নিয়ন্ত্রণ করেও যদি ফল ঝরতে দেখা যায়, তাহলে 'প্লানোফিক্স' ২মিলি ৪.৫ লিটার জলে মিশিয়ে আম ফলের গুটি মটর দানার মতো হলে একবর আর মার্বেল আকৃতির হলে আর একবার স্প্রে করল ফল ঝরা বন্ধ হবে।

বেশি বয়সে হাঁটাহাঁটিতে যে ভুল করা যাবে না

যুক্তরাষ্ট্রের 'ফিজিও থেরাপিস্ট' ডেমিয়েন পওয়েল (পিটি) বলেন, "একজন সুস্থ, সবল তরুণ যখন হাঁটতে বের হয় তখন শরীরের নিচের অঙ্গের জোড়গুলো তাকে সমানভাবে শক্তি যোগায়। নিতম্বের জোড়, হাঁটু আর পায়ের পাতার জোড় সবই সমান পরিমাণ শক্তি সরবরাহ করে। তবে একজন বৃদ্ধ মানুষ যার বয়স ষাট কিংবা তারও বেশি, তিনি কিন্তু একই গতিতে হাঁটার শক্তি পান না।

বেস্টলাইফ অনলাইন ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "এর পেছনে প্রধান সমস্যা হলো 'অ্যাকিলিস টেনডন' আর বার্ধক্যের কারণে হারানো পেশি। ফলে যে গতিতেই একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি হাঁটুন না কেনো, ৭৪ শতাংশ শক্তি যোগায় নিতম্বের জোড়, ১৩ শতাংশ হাঁটু আর ১২ শতাংশ পায়ের পাতা।বয়সের সঙ্গে মানুষের হাঁটার গতি কমে, 'পশ্চার' বা দেহভঙ্গী ঠিক থাকে না। তাল হারিয়ে যেতে থাকে। তার সঙ্গে হাঁড়ের কোনো রোগ, হৃদরোগ, হাঁপানি কিংবা কোনো ব্যথা থাকলে হাঁটা আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

এজন্য বৃদ্ধদের হাঁটার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে।

সকালের যে খাবারগুলো ঝটপট তৈরি করে চটপট খেয়ে ফেলা যায়

তাই কোমরের বেড় কমাতে চাইলে এমন খাবার খেতে হবে যা পেট ফোলাভাব কমায় কিংবা ওজন কমাতে সহায়ক।

সরল কার্বোহাইড্রেট: 'মাফিন', কেক কিংবা 'গ্রানোলা বার' দিয়ে সকালের নাস্তা সেরে ফেলা খুবই সহজ। তবে তা থেকে ক্রমেই কোমর বাড়তে থাকাও তেমনই সহজ।

যুক্তরাষ্ট্রের 'ব্যালান্স ওয়ান সাপ্লিমেন্ট'য়ের সনদ স্বীকৃত পুষ্টিবিদ ট্রিস্টা বেস্ট বলেন, "সকালের নাস্তায় প্রক্রিয়াজাত কার্বোহাইড্রেট খাওয়ার অভ্যাস অনেক ঘরেই দেখা যায়। এই খাবারগুলো যে শষ্য থেকে তৈরি তা পরক্রিয়াজাত করা। আর তাতে কোনো পুষ্টি উপাদান অবশিষ্ট থাকে না বললেই চলে। বিশেষ করে 'আয়রন' আর বিভিন্ন ধরনের 'বি ভিটামিন' এগুলোতে থাকে না। ফলে এই খাবারগুলো ক্যালরি'তে ভরপুর থাকে, অনেকসময় তা হয় 'এম্পটি ক্যালরি'।"

ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "আর এগুলো প্রকিয়াজাত হওয়ার কারণে শরীর দ্রুত সেগুলো খরচ করে ফেলে কর্মশক্তির উৎস হিসেবে। ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায় এবং খাওয়ার পরপরই 'ইন্সুলিন' বেড়ে যায় দ্রুত।"

আরেক পুষ্টিবিদ জেইমি ফেইট বলেন, "এমন খাবারের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল দুধের সঙ্গে 'সিরিয়াল' যোগ করে খাওয়া। এই খাবার প্রায় আধা ঘণ্টাতেই শরীর খরচ করে ফেলে। ফলে কিছুক্ষণ পরই আবার ক্ষুধা লাগে। এতে কোমর বেড়ে যাওয়া আশঙ্কাও বাড়ে।"

উপায় কী?

ফেইট বলেন, "সকালের নাস্তায় এমন খাবার বেছে নিতে হবে যা বানানো ও খাওয়া সহজ হওয়ার পাশাপাশি তাতে থাকবে প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর চর্বি ও ভোজ্য আঁশ। এতে পেট ভরা থাকবে লম্বা সময়। আর প্রক্রিয়াজাত 'কার্বোহাইড্রেইট' যে প্রভাব ফেলে ঠিক তার উল্টোটা করে এই খাবারগুলো।

যুক্তরাষ্ট্রের পুষ্টিবিদ ড় জিনান বান্না বলেন, "জেলি মাখিয়ে পাউরুটি না খেয়ে সম্পূর্ণ শষ্য থেকে তৈরি রুটির সঙ্গে বাদামের মাখন বেছে নিতে হবে। সকালের নাস্তায় মিষ্টি কিছু খেতে চাইলে 'ফ্রুট স্প্রেড' বেছে নিতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে, তাতে থাকা চাই প্রোটিন, আঁশ ও স্বাস্থ্যকর চর্বি।"

চিনি কম: 'এ টেস্ট অফ হেল'য়ের পুষ্টিবিদ এবং 'টেস্টিং ডটকম'য়ের বিশেষজ্ঞ রিচি-লি হটজ বলছেন, "সকালের নাস্তার পদগুলোতে যদি চিনি বেশি থাকে তবে তা কোমরের পরিধি বাড়াতে সহায়তা করবে। আর এই খাবারগুলো রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়াবে, যা পরে আরও ক্ষুধা বাড়াবে এবং একসময় প্রয়োজনের চাইতে বেশি খাওয়া হয়ে যাবে অন্য বেলায়। তাই খাদ্যাভ্যাসের ভারসাম্য বজায় রাখার হিসাবটা সকালের নাস্তা থেকেই শুরু করতে হবে।"

একেবারে না খেলেও বিপদ: ওজন কমাতে গিয়ে সকালে নাস্তাকে একেবারেই বাদ দিতে চাইলে তাতে হিতে বিপরীতটা ঘটবে।

হটজ বলেন, "বিতর্ক থাকলেও অনেক বিশেষজ্ঞ দাবি করেন সকালের নাস্তা বাদ দিয়ে কোমর কমে না, উল্টো বাড়ে। কারণ সারারাত না খেয়ে থাকার পর সকালের নাস্তাও বাদ দিয়ে শরীরের বিপাকক্রিয়া দিনের শুরুতে সঠিকভাবে সক্রিয় হয় না। ফলে দিনের শুরুতেই শরীরের কর্মশক্তি কমে যায় এবং সারাদিন শুয়ে বসে দিন কাটাতে মন চায়। শারীরিক পরিশ্রমের অভাব থেকে ক্রমেই তখন পেট ও কোমর বাড়তে শুরু করে।" 'দ্য স্পোর্টস নিউট্রিশন প্লেবুক'য়ের রচয়িতা অ্যামি গিবসন বলেন, "দিনের শুরুতে সবচাইতে বড় যে ভুলটা করা সম্ভব তা হল সকালের নাস্তা বাদ দেওয়া। বেলা হয়ে আসার পর আপনার প্রচণ্ড ক্ষুধা পাবে। অনেকেই মনে করবেন একবেলা না খেয়ে ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা কমানো গেল। তবে ওই বাড়তি ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে অনেকেই অস্বাভাবিক মাত্রায় ক্যালরি গ্রহন করে ফেলেন।" এই পুষ্টিবিদের মতে ডিম, দুধ, পরিপূর্ণ শষ্যের রুটি, ওটমিল, বাদামের মাখন, টক দই, ফল ইত্যাদি হল আদর্শ সকালের নাস্তার উপকরণ

প্রোটিনের অভাব: সকালের নাস্তায় শুধু কার্বোহাইড্রেইট খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা যেভাবে তড়িৎ গতিতে বাড়ে, কয়েক ঘণ্টা পর সেই গতিতেই আবার কমতে থাকে।

রুটি আর কলা স্বাস্থ্যকর খাবার হলেও তা যদি সকালের নাস্তায় খান তবে দুপুরের খাবার খাওয়া হবে অতি মাত্রায়। কারণ আপনি তখন থাকবেন প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত।

যুব মোর্চার পক্ষ বনমালীপুর এলাকায় এক ছাত্রীকে মোবাইল দেন। বুধবার। ছবি ঃ নিজস্ব

অসম : নেশা-বিরোধী অভিযান এবং অপরাধ দমনে পুলিশকে মুক্তহস্ত ক্ষমতা, বিধানসভায় বিরোধীদের মুখে ঝামা মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১৪ জুলাই (হি.স.) : বিষ পান করতেও তৈরি। কোনও সমালোচনা তাঁকে টলাতে পারবে না। নীলকণ্ঠের মতো এই সব সমালোচনার বিষ পান করবেন। বক্তা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। রাজ্যে চলমান প্রচণ্ড নেশা-বিরোধী অভিযান এবং এনকাউন্টারের প্রতিবাদে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা যখন সোচ্চার, তখন আজ বুধবার বিধানসভায় তাঁর সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশনের তৃতীয় দিন জিরো আওয়ারে বিরোধীদের মুখে ঝামা ঘঁষে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ধারা এনকাউন্টার প্রসঙ্গে সরকারকে চেপে ধরে কাবু করতে চেয়েছিলেন বিরোধীরা। কিন্তু তাঁদের মুখে ঝামা ঘষে আজ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা একপ্রকার রুদ্ররূপ ধারণ করে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। এনকাউন্টার সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন কংগ্রেসি বিধায়ক শেরমান আলি। তিনি বলেছিলেন, অসম পুলিশ যেখানে-সেখানে এনকাউন্টারের নামে গুলি করে মানুষকে মারছে। এ নিয়ে বিধানসভায় তীব্র ভাষায় সরকারকে নাজেহাল করার প্রচেষ্টা করেছিলেন শেরমান। এদিকে অধিবেশন শুরুর আগে আজ সকালে বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের সামনে এই একই প্রসঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করেছিলেন রাইজর দল-এর একমাত্র বিধায়ক অখিল গগৈ।

গোটা বিষয়কে নিয়ে জিরো আওয়ারে তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে রুদ্ররূপ ধারণ করে গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, রাজ্যের পুলিশকে নেশা ও অপরাধ দমনে মুক্ত হস্ত দিয়েছেন তিনি। বলেন, আইনের বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে অবস্থান করে পুলিশকে এক্সট্রিম পন্থা অবলম্বন করতে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বলেন, 'মনে রাখতে হবে, এই সরকার শূন্য সহনশীল। কেউ (অভিযুক্ত) যদি গুলি করতে উদ্যত হয়, তা-হলে পুলিশ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। এর উত্তর পাবেই। আমি যতদিন এই আসনে থাকব, এ ধরনের কার্যকলাপ সহ্য করব না। পুলিশের ওপর হামলা হবে, আর পুলিশ হাত গুটিয়ে মার খাবে? তা হবে না। আমার বিভাগকে কোনও অবস্থায় দুর্বল হতে দেব না।' অপরাধী এবং নেশাদ্রব্য পাচারকারী এবং বিরোধীদের বিরুদ্ধে বিধানসভায় এভাবেই হুংকার দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

দৃঢ়তার সঙ্গে আরও বলেন, 'কেউ কেউ অসম পুলিশকে ট্রিগার হেপ্পি বলে হেয় করার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু তাদের জানা নেই। রাজ্য প্রতিদিন ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি টাকার কারবার চলে। আপনারা অসম পুলিশকে কাজ করতে উৎসাহ দিন', বলে বিরোধীদের প্রতি আহ্বান জনান মুখ্যমন্ত্রী।

কথার টানে অসমের নেশাদ্রব্যের সর্বনাশা প্রচলনের এক তথ্যও বিধানসভায় তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'বিরোধী সদস্যদের জানা উচিত, এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্যের প্রায় ১৩ লক্ষ ছেলেমেয়ে নেশাগ্রস্ত। তাদের পরিবার নিঃস্ব হওয়ার পথে। সমাজ একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে। আপনারা কি চান, অসমের যুবসমাজ এভাবে পঙ্গু হয়ে যাক?' তথ্য দিয়ে তিনি বলেন, 'আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, এই সরকারের কার্যকালে গত দুমাসে, ৫০ হাজার কোটি টাকার বেশি হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এই সময়কালে ২৭.৬৩১ কিলোগ্রাম হেরোইন, ১২.৮২৩ কিলোগ্রাম গাঁজা, ৪২ কিলোগ্রাম আফিং, ৭৮ হাজার শিশি নেশার কফ সিরাপ, ১৩,৬৩, ১৮৩টি ইয়াবা সহ অন্য ব্র্যান্ডের নেশার ট্যাবলেট, তিন কিলোগ্রাম মরফিন ইত্যাদি বহু মাদকদ্রব্যের পাশাপাশি ১৫ হাজার টাকার জাল নোট, নগদ সহ ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছেন আমার পুলিশ প্রশাসনের কর্মীরা।' এই সময়কালে গোটা রাজ্যে এ সংক্রান্ত ১,০২১টি মামলা রুজু হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে ১,০৯৭ জন অভিযুক্তকে, জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী শৈশবে একটি সিনেমা দেখেছিলেন 'উড়তা পাঞ্জাব'। অসমও এখন 'উড়তা অসম'-এ পরিণত হতে চলেছিল। বিপজ্জনক এই পরিস্থিতি থেকে অসমকে উদ্ধার করতে তিনি পণ নিয়েছেন, জোরের সঙ্গে বলেন বক্তা। বলেন, আগামী ১৭ এবং ১৮ তারিখ ওই সব জেলায় তিনি যাবেন, যেখানে বিপুল পরিমাণের নেশাদ্রব্য বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ওই দুদিন ওই সব জেলা সদরে বাজেয়াপ্তকৃত নেশাদ্রব্যগুলি তাঁর সামনে নষ্ট করা হবে। সংশ্লিষ্ট জেলার সব বিধায়ক এবং অভিভাবক মন্ত্রীদের ওই কার্যসূচিতে উপস্থিত থাকতে আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্যেই কংগ্রেসি বিধায়ক রকিবুল হুসেন বলেন, 'ড্রাগস-বিরোধী অভিযান যাতে মাঝপথে বন্ধ হয়ে না যায় তা নিশ্চিত করতে হবে। যারা ড্রাগস সেবন করে তারা আমাদেরই ছেলে-মেয়ে। তাই তাদের রিহাবিলেশন বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা দরকার। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এনকাউন্টার বেশি হচ্ছে। তা আত্মরক্ষা না প্রচার, তার বিচার হওয়ার উচিত।'

রকিবুলের বক্তব্যের কড়া জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'অপরাধীরা ওয়ার্কশপ গড়ার আগে ভালো-খারাপ বুঝতে পারলে আজ এই পরিস্থিতি হত না। পালানোর চেষ্টা করার দরুনই পুলিশকে গুলি চালাতে হচ্ছে। কথার টানে ড্রাগস পাচারের সঙ্গে একাংশ উগ্রপন্থী সংগঠন জড়িত বলে বক্তব্য পেশ করলেও আলফা-স্বাধীনকে ক্লিনচিট দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আলফা-স্বাধীন ড্রাগস কারবারের সঙ্গে জড়িত বলে তিনি কখনও বলেননি। কেউ যাতে এ ব্যাপারে ভুল ব্যাখ্যা না করে। আমি বলছি, আলফা-স্বাধীন ড্রাগস কারবার করে না। বরং ড্রাগস পাচারকারীর তথ্য ফোন করে পুলিশকে দেয় আলফা-স্বাধীনের সদস্যরা। এটা ভালো খবর। অসমিয়া মানুষজন এত নীচে যেতে পারে না', দাবি মুখ্যমন্ত্রীর।

ডিমা হাসাওয়ের মাহুরে এক কুইন্টালের বেশি গাঁজা সহ এক যুবক পুলিশের জালে

হাফলং (অসম), ১৪ জুলাই (হি.স.) : রাজ্যে করোনার সংক্রমণ অব্যাহত। এই পরিস্থিতিতে সমগ্র রাজ্য জুড়ে অসম পুলিশ ড্রাগস তথা নেশা জাতীয় সামগ্রীর বিরুদ্ধে অভিযান তীব্র করে তুলেছে। প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান চালিয়ে ড্রাগস উদ্ধার করছে পুলিশ। এবার ড্রাগস ও নেশা জাতীয় সামগ্রীর বিরুদ্ধে ডিমা হাসাও পুলিশও অভিযান তীব্রতর করে তুলেছে। সম্প্রতি হাফলং মহাদেবটিলার মুসলিম বস্তি থেকে ব্রাউন সুগার সহ ময়নুল হক নামের এক ড্রাগস পাচারকারীকে গ্রেফতার করার পর গতকাল মঙ্গলবার রাতে ডিমা হাসাও জেলার মাহুরে এক অভিযান চালিয়ে এক কুইন্টালের বেশি গাঁজা সহ এক যুবককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

ডিমা হাসাও পুলিশের অপরাধ শাখার এসআই মাইতি বসুমতারি জানিয়েছেন, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে পুলিশ মাহুর থানার অন্তর্গত টুংজে গ্রামে অভিযান চালিয়ে কেহুনামিয়াং নিউমে নামের এক যুবকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি ধৃত যুবকের কাছ থেকে ১০২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে। বর্তমানে ধৃত গাঁজা পাচারকারী যুবককে মাহুর থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু দিন ধরে চলছে ড্রাগসের রমরমা ব্যবসা। হাফলং শহরেই রয়েছে ড্রাগসের অবাধ কারবার। কিন্তু এতদিন পুলিশ এর বিরুদ্ধে কোনও অভিযান চালায়নি। অভিযোগ, পুলিশের নাকের ডগায় চলছিল ড্রাগস ও নেশা জাতীয় সামগ্রীর ব্যবসা। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা ড্রাগসের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার কথা ঘোষণা করে অসমকে ড্রাগস মুক্ত করার জন্য রাজ্যের পুলিশকে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর পর রাজ্যের পুলিশ ড্রাগসের বিরুদ্ধে অভিযান তীব্রতর করে তুলেছে। এমন-কি ড্রাগস পাচার থেকে শুরু করে ড্রাগসের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত অনেক অপরাধী এখন পুলিশের জালে। এর মধ্যে ড্রাগস পাচারের দায়ে গ্রেফতার হয়ে পুলিশের হেফাজত থেকে পালাতে গিয়ে কয়েকজন ড্রাগস কারবারি পুলিশের গুলিতে আহত ও নিহত হয়েছে।

অসমে গো-রক্ষা বিলের সমর্থন, রাজ্যে গো-মাংস বিক্রি বন্ধের দাবি শিলচরের মধুরবন্দ ইয়ুথ কাউন্সিলের

শিলচর (অসম), ১৪ জুলাই (হি.স.) : রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে গো-রক্ষা বিষয়ক আইন ২০২১ প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে সমগ্র অসমের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক সেই সময় উল্টোরথের দৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে শিলচর শহরে। কাছাড় জেলা সদর শিলচর শহর সংলগ্ন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল মধুরবন্দের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মধুরবন্দ ইয়ুথ কাউন্সিল গো-রক্ষা বিলকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে অসমে সম্পূর্ণভাবে গো-মাংসের প্রচলন বন্ধের জোরালো দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার কাছে এক স্মারকপত্র প্রেরণ করেছে।

আজ বুধবার কাছাড়ের জেলাশাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রেরিত স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, বিগত কয়েক দশক থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গো-মাংসের বেচাকেনা নিয়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তাই বিতর্কিত এই বিষয়ের যবনিকা টানতে অসমে সম্পূর্ণভাবে গো মাংস বিক্রি বন্ধের জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। গো রক্ষা বিষয়ক আইন ২০২১-এর পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সংগঠনের পক্ষে সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে মধুরবন্দ ইয়ুথ কাউন্সিল।

২০১২ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত মধুরবন্দ ইয়ুথ কাউন্সিল (এনজিও) অসম সোসাইটি রেজিস্ট্রারের অধীনে আরএস / সিএ / ২৪৩ / কে / ১৭৩ অব ২০১২-১৩ নম্বরে পঞ্জিয়নভুক্ত। এসআর অ্যাক্টের রেজিস্ট্রিকৃত এনজিও মধুরবন্দ ইয়ুথ কাউন্সিলের গো মাংস বেচাকেনা বন্ধের দাবির প্রেক্ষিতে আরও যুক্তি হচ্ছে, যেহেতু রাজ্যে গো মাংস নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবিরোধ দেখা দিয়েছে এবং সংবেদনশীল বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের হিন্দু মুসলিম উভয় ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ঐক্যে যাতে কোনও রকমের ফাটল না ধরে সেদিক বিবেচনাক্রমে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও একাত্মবোধ সুদৃঢ় করতে বিতর্কিত বিষয়ের অবসান ঘটাতে রাজ্যে গো-মাংসের বেচাকেনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করার দাবি জানানো হয়েছে মধুরবন্দ ইয়ুথ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে। স্মারকপত্রে স্বাক্ষর করেছেন সভাপতি রাজা লস্কর, সহ-সভাপতি আলি আহমেদ মজুমদার, সম্পাদক জসিম আহমেদ লস্কর, ফারুক আহমেদ মজুমদার, টিংকু মজুমদার, ইকবাল হোসেন চৌধুরী, মুক্তা হোসেন মজুমদার, আফসর হোসেন লস্কর, জাহির হোসেন, ইমরান হোসেন মজুমদার প্রমুখ।

হাইলাকান্দি জেলায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে স্মারকপত্র তিন সংগঠনের

হাইলাকান্দি (অসম), ১৪ জুলাই ২০২১ (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলায় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের দাবি দীর্ঘ বছরের। এবার একই দাবি উঠল হাইলাকান্দি জেলা থেকে। আর এই দাবির স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে স্মারকপত্র প্রদান করেছে জেলার কয়েকটি প্রথমসারির সংগঠন।

বরাক উপত্যকায় আরেকটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের কথা ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। করিমগঞ্জ জেলার রাতাবাড়ি বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচন হয়েছিল ২০১৯-এর শেষে। ওই উপ-নির্বাচনে দলীয় প্রচারে এসে সর্বানন্দ সনোয়াল সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা ঘোষণা করেছিলেন করিমগঞ্জ জেলায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপনের কথা। তবে এর বহু বছর আগে থেকেই করিমগঞ্জ জেলায় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের দাবি বার-কয়েক উত্থাপন করে আসছে বহু সংগঠন। ২০১৯ থেকে ২০২১-এর মাঝামাঝি, বহু জল গড়িয়েছে কুশিয়ারা-সিংলা-লঙ্গাই নদী দিয়ে। রাতাবাড়ির নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক বিজয় মালাকার ও পাথারকান্দির বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের মধ্যে রীতিমতো স্নায়ুযুদ্ধ চলছিল মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন নিয়ে। ২০১৯-এর উপ-নির্বাচনে জয়ী রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকার চাইছেন তাঁর বিধানসভা এলাকায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন হোক, আর পাথারকান্দির স্বদলীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের দাবি এটি তাঁর এলাকায় স্থাপন করা হোক। সে সময়ের শাসক বিজেপি-র দুই বিধায়কের টানাপোড়েনের মধ্যে সর্বানন্দ সনোয়াল সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানিয়ে দিয়েছিলেন, দুই বিধায়ক ঠিক করুন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কোথায় স্থাপন করা হবে। তবে ইতিমধ্যে করিমগঞ্জের জেলাশাসকের কাছে থেকে গত দু বছর আগে জেলার দোহালিয়া পাহাড়ে প্রস্তাবিত করিমগঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য জমি জরিপ পর্যন্ত করা হয়েছিল। সে সময় করিমগঞ্জের জেলাশাসক ছিলেন ফণীভূষণ রায়। ওইটুকুই। তবে করিমগঞ্জ জেলায় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের দাবিতে পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে আসছেন স্থানীয় দল-সংগঠন।

অন্যদিকে, হাইলাকান্দি জেলার সুশীল সমাজ সহ দল-সংগঠনও নানা দাবি-আন্দোলন চালিয়ে আসছেন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের দাবিতে। তবে প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল হাইলাকান্দি জেলায় নয়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলার সীমান্তে এশিয়ার বৃহত্তম জলাশয় শনবিলে (করিমগঞ্জ জেলা) প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের দাবিতে চলছিল গণ-আন্দোলন। হাইলাকান্দি জেলার সংগঠন সমূহের যুক্তি, শনবিলে বহু জমি রয়েছে, এখানে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন হলে হাইলাকান্দিবাসী উপকৃত হবেন। কারণ শনবিল হাইলাকান্দির একেবারেই সন্নিকটে। এই দাবি আদায়ে হাইলাকান্দি জেলায় কার্যত এখনও লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে সুশীল সমাজ ও সংগঠন।

এদিকে, ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে অসমে বিজেপি-র দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হওয়ার পর থেকেই এই দাবি আরও প্রকট হয়ে ওঠেছে। হিমন্ত সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে গত সোমবার থেকে। এই অধিবেশনে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করা হবে। আর এই বাজেটে করিমগঞ্জ জেলায় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল যাতে স্থান পায় এ নিয়ে ওই জেলায় দল-সংগঠন সহ সুশীল সমাজ চাপ সৃষ্টি করছে সরকারকে।

তবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, হাইলাকান্দি জেলার যে সব সংগঠন করিমগঞ্জ জেলার শনবিলে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের নানা যুক্তি দেখিয়ে দীর্ঘ বছর ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছিল এবং সময় সময় সরকারকে স্মারকপত্র দিয়ে এসেছিল, সে সব দল-সংগঠন এবার হাইলাকান্দি জেলায় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের জোরালো দাবি জানিয়েছে। হাইলাকান্দি জেলার অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম, নাগরিক অধিকার সুরক্ষা সমিতি, হাইলাকান্দি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি অগ্রণী সংগঠন করিমগঞ্জের শনবিল এলাকায় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের দাবি তুলেছিল। আর এই তিন সংগঠনই সেই দাবি থেকে কিছুটা সরে এসে এবার নিজের জেলা হাইলাকান্দিতে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের জোরালো দাবি জানিয়েছে।

এ ব্যাপারে এই তিন সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে স্মারকপত্র পাঠানো হয়েছে। হাইলাকান্দি জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির লক্ষ্যে জেলায় একটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের দাবি জানিয়েছেন ওই তিন সংগঠনের কর্মকর্তারা। স্মারকপত্রে তথ্য তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের 'নিতি' আয়োগের সমীক্ষায় হাইলাকান্দি দেশের ১১৫-তম অনুন্নত জেলা। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিতি আয়োগ হাইলাকান্দি জেলাকে 'উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা' হিসেবে ঘোষণা করেছে। ফলে পিছপড়া এই জেলায় উন্নত কোনও স্বাস্থ্য পরিষেবা নেই। জেলার মানুষ পার্শ্ববর্তী শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল। এই অবস্থায় চলতি বাজেটে হাইলাকান্দি জেলার জন্য একটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের জন্য অর্থ বরাদ্দের দাবি জানানো হয়েছে। হাইলাকান্দির একমাত্র শতশয্যা-বিশিষ্ট হাসপাতাল এসকে রায় অসামরিক হাসপাতালের বেহাল অবস্থার কথা বর্ণনা করে এই হাসপাতালে শূন্য পদে শীঘ্র চিকিৎসক নিয়োগের দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি এসকে রায় অসামরিক হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করে ট্রমা সেন্টার চালুর দাবিও জানানো হয়েছে স্মারকপত্রে।

এছাড়া, এসকে রায় অসামরিক হাসপাতালে মেডিসিন, অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ, রেডিওলজি, অ্যানেশস্থলজি, ইএনটি, চক্ষু, দন্ত, মহিলা ও প্রসূতি সহ সার্জারি বিভাগের দুজন করে চিকিৎসক নিয়োগের দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। প্রায় ৭ লক্ষ জনসংখ্যার হাইলাকান্দি জেলার একমাত্র এসকে রায় অসামরিক হাসপাতাল জনগণের চিকিৎসা পরিষেবার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়। ফলে জেলাবাসীর বৃহত্তর স্বার্থে হাইলাকান্দি জেলায় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের দাবি জানিয়েছে ওই তিন সংগঠন। মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তকে পাঠানো স্মারকপত্রে স্বাক্ষর করেছেন সিনিয়র সিটিজেন ফোরামের পক্ষে নারায়ণ দেবনাথ, মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভগবানদাস সারদা, নাগরিক অধিকার সুরক্ষা সমিতির সচিব রঞ্জিত ঘোষ।

বছরের পর বছর প্রতিশ্রুতি দিয়ে করিমগঞ্জে কেন মেডিক্যাল কলেজ হচ্ছে না, বিধানসভায় প্রশ্ন কমলাক্ষের

গুয়াহাটি, ১৪ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন নিয়ে বিধানসভায় সরব হলেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েও সরকার তা রক্ষা করেনি। ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রত্যেকটি বাজেটে করিমগঞ্জে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু সরকারি ঘোষণা শুধু বিধানসভার লাইব্রেরিতে রেকর্ডবন্দি হয়েই রয়ে গেছে। তা বাস্তবায়নে সরকার পক্ষ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি বলেও সরকারকে চেপে ধরেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ

করিমগঞ্জ জেলার সাধারণ জনগণের মতামত নিয়ে জাতীয় সড়কের পার্শ্ববর্তী কোনও স্থানে, বিশেষ করে জেলা সদরের সংলগ্ন এলাকায় প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের দাবি জানান তিনি। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বর্তমান সরকারের প্রস্তাবিত অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল নির্মাণাধীন থাকলেও, করিমগঞ্জের জন্য প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজের বাস্তবায়ন রহস্যজনক ভাবে আটকে রয়েছে। এ নিয়ে সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি।

করিমগঞ্জ জেলার চিকিৎসা পরিষেবার বাস্তব চিত্র তুলে ধরে বিধায়ক কমলাক্ষ বিধানসভায় বলেন, করিমগঞ্জ জেলাবাসী আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগেও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। চিকিৎসা পরিষেবায় জেলার একমাত্র ভরসাস্থল করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালের পরিকাঠামোগত অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সঙ্কটজনক কোনও রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলচর পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে আইসিইউ, ভেন্টিলশন, অক্সিজেন সহ জরুরিকালীন কোনও পরিষেবার সুবিধা নেই। বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বিধানসভায় এ-ও বলেন, শাসক দলের দুই বিধায়কের দড়ি টানাটানির জন্যই আজ পর্যন্ত মেডিক্যাল কলেজের জন্য নির্দিষ্ট জমির ব্যবস্থা হয়ে ওঠেনি। উন্নত চিকিৎসার জন্য করিমগঞ্জ জেলার সাধারণ জনগণের অকালে প্রাণ চলে গেলেও, সরকার পক্ষের এদিকে কোনও খেয়াল নেই বলে অভিযোগ তুলেন বিধায়ক কমলাক্ষ।

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত অসামরিক হাসপাতালে অস্থায়ীভাবে কাজ চালানোর দাবি জানান তিনি। বিধানসভার অধ্যক্ষের মাধ্যমে সরকারের কাছে তথ্য তুলে ধরে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, যে স্থানে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন হবে, এর আশপাশে ৩০০ বেডের একটি হাসপাতাল থাকা খুবই প্রয়োজন। সেই হাসপাতালটি দু-বছরের পুরোনো হতে হবে। করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে সাড়ে ৩০০ বেডের ব্যবস্থা রয়েছে। এই হাসপাতালটির বয়স পঞ্চাশ বছর। সেই সঙ্গে ডক্টরস হস্টেল, নার্স হস্টেল, এএনএম-জিএনএম বিল্ডিং সহ নানান সুবিধাও রয়েছে। তাই আপাতত করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে মেডিক্যাল কলেজের কাজ শুরু করতে সরকারের কাছে দাবি জানান বিধায়ক কমলাক্ষ।

পাশাপাশি, অতিসত্বর একটি বিশেষজ্ঞ দল পাঠিয়ে জাতীয় সড়কের পার্শ্ববর্তী কোনও স্থান নির্ধারণ করারও দাবি জানান বিধায়ক। তবে অবশ্যই এ ব্যাপারে জেলাবাসীর মতামতকেও যেন গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেদিকেও নজর রাখতে রাজ্য সরকারের প্রতি আবেদন রাখেন বিধায়ক। তিনি শিলচর মেডিক্যাল কলেজেরও বাস্তব চিত্র বিধানসভায় তাঁর ভাষণে তুলে ধরেছেন। বলেন, নামে মাত্রই শিলচর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালও আজ পর্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। সেখানে নেই কার্ডিওলোজি, নিওরোলোজি সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এতে বরাক উপত্যকা সহ প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরা ও মিজোরামের রোগীদের দুর্দশার সীমা নেই। তাই করিমগঞ্জে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন হলে বরাক সহ প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরার জনগণও উপকৃত হবেন, বলেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

ইংল্যান্ডের কাছে সিরিজ হারায় ক্ষুব্ধ সমর্থকরা, মিসবা, ওয়াকারের পদত্যাগের দাবি

ইসলামাবাদ, ১৪ জুলাই(হি.স.) : দ্বিতীয় সারির ইংল্যান্ড দলের কাছেও একদিনের সিরিজে হোয়াইট ওয়াশ হয়ে গিয়েছে পাকিস্তান। দলের পারফরম্যান্স নিয়ে বেজায় ক্ষুব্ধ সমর্থকরা। কোচ মিসবা উল-হক এবং সহকারি কোচ ওয়াকার ইউনিসের ছাঁটাইয়ের দাবি তুলেছেন তাঁরা।

প্রথম দু"টি ম্যাচে কার্যত আত্মসমর্পণের পর তৃতীয় ম্যাচে ৩০০-র উপর রান তুলেছিল পাকিস্তান। কিন্তু জেমস ভিন্সের শতরান এবং লুইস গ্রেগরির ইনিংসের সৌজন্যে ম্যাচ দু"ওভার বাকি থাকতেই জিতে নেয় ইংল্যান্ড। এর পরেই সমর্থকরা পাকিস্তানের ক্রিকেটার এবং কোচদের সমালোচনা শুরু করেছেন। তারা কটাক্ষ করে বলছেন, "আবার কি তা হলে পাকিস্তান জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে?" আরও এক জন বলেছেন, "এখন তো বাংলাদেশও আমাদের থেকে ভাল খেলছে। ওদের বিরুদ্ধেও জিততে পারব না। এই বিপর্যয়ের পিছনে দায়ী মিসবা এবং ওয়াকারই।" অধিনায়ক বাবরের প্রশংসা করলেও নেটাগরিকদের মতে, পাকিস্তানের জার্সি পরার অধিকার নেই বাকিদের।

১৫ থেকে ২২ জুলাই সাময়িক আনলক বাংলাদেশে

ঢাকা, ১৪ জুলাই (হি. স.) : মূলত শ্রমজীবী মানুষের কথা ভেবে ঈদুল আজহারের আগে ব্যবসার সুযোগ দিতে ১৫ জুলাই থেকে সাময়িক আনলক হচ্ছে বাংলাদেশ। ফের ২৩ জুলাই থেকে কঠোর বিধিনিষেধ চালু করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ বিষয়ে বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, দোকানপাট, শপিং মল সব খোলা থাকবে এই ৭ দিন। চালু থাকবে গণপরিবহণও। তবে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের কঠোর ভাবে করোনাবিধি মেনে চলতে হবে। কিন্তু এই সাময়িক আনলকেও একাধিক ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ বলবৎ রাখছে হাসিনা প্রশাসন। পর্যটনকেন্দ্র, রিসর্ট, কমিউনিটি সেন্টার ও বিনোদনকেন্দ্র বন্ধই থাকছে। পাশাপাশি জনসমাবেশ হবে এমন সামাজিক অনুষ্ঠান, যেমন জন্মদিন, পিকনিক-সহ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ থাকছে। বিবৃতি দিয়ে বুধবার একথা জানিয়েছে হাসিনা প্রশাসন। বাংলাদেশে জুন মাসের শেষের দিক থেকেই সংক্রমণ রুখতে বিধিনিষেধ কায়েম হয়েছিল। তারপর করোনা সংক্রমণের বাড়বাড়ন্তের জেরে ১ জুলাই থেকে বাংলাদেশে কঠোর লকডাউন চলছে। প্রথমে ৭ জুলাই পর্যন্ত লকডাউন জারি থাকার কথা ছিল। কিন্তু সংক্রমণ বাগে না আসায় ১৪ জুলাই পর্যন্ত তা বর্ধিত করে হাসিনা প্রশাসন। মূলত শ্রমজীবী মানুষের কথা ভেবেই ১৫ থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত লকডাউন শিথিল হচ্ছে সে দেশে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

সোনামুড়ায় কংগ্রেসের র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৪ জুলাই।। সাড়া দেশের সাথে পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিবাদে সোনামুড়ায় জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে এক প্রতিবাদী সাইকেল রেলির আয়োজন করা হয। আজ সকাল থেকেই সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাইকেলে চেপে সোনামুড়া কংগ্রেস ভবনের সামনে এসে জোড়ো হয় কংগ্রেস কর্মীরা। যদিও সোনামুড়া বাজারের সাইকেল রেলির কথা ছিলো কিন্তু কোভিড ১৯ এর কারণে তা হতে দেয়নি প্রশাশস। এইদিন প্রতিবাদী রেলিতে অংশগ্রহণ করেন প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিয়া বিজেপি সরকারের আমলে এই ভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহ পেট্রোল ডিজেল, রান্নার গ্যাসের এই ভাবে লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির তিব্র প্রতিবাদী জানায়। অন্য দিকে রেলিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এবং সাংবাদিকদের এক সাক্ষাৎকারে বিল্লাল মিয়া বলেন সোনামুড়া থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছে এই কারণে ধন্যবাদ দেওয়া যায়।

রাজ্যের পৃথক স্থানে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি/ বক্সনগর, ১৪ জুলাই।। আবারও গৃহস্থের ঘরে নিশিকুটুম্বদের হানা। একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে নগদ ৫০ হাজার টাকা সহ সাড়ে চার ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে গেল চোরের দল। ঘটনা কদমতলা থানাধীন উত্তর হুরুয়া এলাকায়। পুলিশের একটি চুরির মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে নেমে পড়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন উত্তর হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা গৌতম দত্ত পিতা গপিকা দত্তের বাড়িতে গতকাল গভীর রাতে চোরের দল সাফাই অভিযান চালায়।জানা গেছে গৃহস্থ গৌতম দত্ত স্বপরিবারে আলগাপুরস্বীত তার বোনের বাড়িতে বিপদনাশিনী পূজা উপলক্ষে গতকাল বিকেল বেলা বেড়াতে যান। তারপর বোনের বাড়িতে গতকাল রাত্রি যাপন করেন গৃহস্থ গৌতম দত্ত। কিন্তু আজ সকালবেলা পাশের বাড়ির লোকজন গৌতম দত্তের ঘরের পেছনের দরজা খোলা অবস্থায় দেখে তাদেরকে ফোন করেন। তড়িঘড়ি গৃহস্থ বাড়িতে এসে দেখতে পান, তাদের অনুপস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চোরের দল ঘরে ঢুকে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেছে। গৃহস্থ দেখতে পান তার রান্না ঘরের জানালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে নগদ ৫০ হাজার হাজার টাকা সহ সাড়ে চার ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে গেছে চোরের দল। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানায়। কদমতলা থানার পুলিশ ডগ স্কোয়াড নিয়ে অকুস্থলে ছুটে আসে। অকুস্থলে এসে সরেজমিন পরিদর্শন করে একটি চুরির মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করার খবর নেই। পাশাপাশি গোটা উত্তর হুরুয়া এলাকা জুড়ে তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে।

এদিকে, ক্সনগরের বাঘবের এলাকায় এক বাড়িতে দুঃসাসিক চুরি।বক্সনগর প্রতিনিধি :--১৪ জুলাই গতকাল বাগবের এক নম্বর ওর্য়াডের বাসিন্দা চন্দন সরকারের বাড়িতে নাতির সূর্য দর্শন অনষ্ঠানে ছিল।বাড়ীর মধ্যে আত্মীয় সজন আনন্দে মশগুল।অনুষঠান শেষে বাড়ির মালিক সহ সবাই ক্লান্ত শরীরে নিদ্রা আছন্ন।গভীর রাতের অন্ধকারে চুরের দল হাত ছাপাই করিয়া নবজাত শিশুর আধ ভুড়ি স্বর্নের গলার চেইন,চববিশ ইঞ্চি টেলিভিশন,বাচচার নতুন কাপড় চোপড় এবং নগদ এক হাজার দুই শত টাকা নিয়ে চুরের দল গা ঢাকা দেয়।সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠে দেখে পুরো ঘর লন্ড ভন্ড অবস্থা পড়ে রয়েছে জিনিস প্রএ। তাতেই বাড়ির মালিকও হতাশা গ্রন্থ এবং ভাবছেন বাড়ির মধ্যে এত গুলো লোকজন ছিল কিন্তু কেউ ঢের পযর্ন পেল না কিভাবে দুঃ সাহসিকতার মধ্যেই চুরির গঠনা টি করল।কলমচৌড়া থানা এলাকার মধ্যে চুরি ছিনতাই দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।প্রতি সপ্তাহে গোটা বক্সনগর এলাকায় কম করেও দুই তিন টি চুরির ঘটনা গঠছে।জনগন আতঙ্কগ্রস্ত হয় প ড়ছে।চুরি হওয়ার ঘটনা কলমচৌড়া থানার আধিকারিকের দৃষ্টি গোচরে নেওয়া হয়েছে , অথচ পুলিশের ভূমিকা নিয়ে জনমনে বিরোপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে।বাড়ীর মালিক উনার প্রতিক্রিয়া জানান যে এলাকার মধ্যে নেশার খোর বাড়ছে তাদের ধারাই এই কু কর্ম অপরাধ বাড়ছে। তবুও প্রশাসন সটিক তদন্তে এগিয়ে আসলে ও চুরের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার মাধ্যমে চুরির ঘটনা বন্ধ করতে পারবে।

করোনা পজিটিভ পরিবারে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ চড়িলামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ জুলাই।। ভলান্টিয়ার হেলথ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে রাজিব কলোনিতে করোনা পজিটিভ পরিবারে খাদ্য বিতরণ। বুধবার চড়িলাম ব্লকের আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজিব কলোনি ইস্কুলে ত্রিপুরা ভলেন্টিয়ার হেলথ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে করোণা পজিটিভ পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ভলেন্টিয়ার হেলথ এসোসিয়েশনের বোর্ড অফ ডাইরেকটার, ডক্টর শ্রীলেখা রায় আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সত্যম সরকার। অনুষ্ঠানে আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার করোনা পজিটিভ পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী সহ মাক্স তুলে দেন সিপাহীজলা জেলাশাসক এছাড়াও জেলাশাসকের পরামর্শক্রমে সিপাহীজলা জেলার তিনটি ব্লকে কোভিড টিকাকরণ নিয়ে প্রচার এর গাড়ির সূচনা করলেন জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি। আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজিব কলোনি এলাকায় করোণা আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন মিঠুন দেব উনার পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সিপাহীজলা জেলাশাসক বিশ্বশ্রী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন কোভিড এর পরিস্থিতি মাক্স সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই চলার জন্য জনগণের কাছে আহ্বান রাখেন। রাজিব কলোনি জেবি স্কুলে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই কথাগুলি বলেন সিপাহী জলা জেলাশাসক বিশ্বশ্রী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

স্বামীর অকাল প্রয়াণে দিশেহারা নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ জুলাই।। স্বামীর অকাল প্রয়াণে দিশেহারা নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যা। স্বামীর অন্তিম ক্রিয়া সম্পন্ন করার আর্থিক ক্ষমতা নেই। অসহায় এই নারীর নাম জয়ন্তী নমঃ। তিনি গোলাঘাটি বিধানসভার জারুলবাচাই গ্রাম পঞ্চায়েতের শাসক দলের মেম্বার। তাঁর স্বামী দিনমজুরি করে সংসার প্রতিপালন করতেন। অভাব পরিবারটির নিত্য সঙ্গী। হতদরিদ্র পরিবারের মহিলা জনপ্রতিনিধি হয়ে কাজ করছে নিষ্ঠার সঙ্গে। গত সপ্তাহে ঘটে বিপর্যয়। হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় জয়ন্তী স্বামীর। তাদের সংসারে ছোট দুই মেয়ে রয়েছে। একমাত্র রোজগেরে মানুষটির অকাল মৃত্যুতে পরিবারটি মহা বিপদে পড়েছে। স্বামীর শ্রাদ্ধ করবেন কি করে ভেবে কুল পাচ্ছে না। এই অসহায় নেত্রীর পাশে দাঁড়াননি কেউ। দল বা সরকারের কোন প্রতিনিধি খোঁজ নেননি। আগামীকাল শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। এর আগে একমাত্র সদ্য জন্মানো গোলাঘাটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে। বুধবার সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল অসহায় স্বামীহারা জয়ন্তী নমঃকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। এবং আগামীদিনে পরিবারটির পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন।

তেলিয়ামুড়ায় ভয়ংকর নির্যাতনের শিকার বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ জুলাই।। এক মায়ের বুকে দুই সন্তানের জন্য জায়গা হলেও আজ দুই সন্তানের বুকে এক মায়ের জন্য সামান্য জায়গাটুকু হলো না। এমনই এক নিদারুণ ও অশ্রুভরা মুহূর্তের করুণ ছবি উঠে আসলো আমাদের তেলিয়ামুড়া শহরের রাজনগর এলাকা থেকে। স্বামী-ভিটেমাটি হাড়িয়ে নিজের দুই ছেলে ও ছেলের বউদের কাছ থেকে বঞ্চিত হয়ে পাশ্ববর্তী পুতুল সরকার নামে এক মহিলার কাছে নিজের সামান্য একটি ব্যাঙ্কের পাসবুক ও নথিপত্র রাখা-কে কেন্দ্র করে আজ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭ টা নাগাদ নিকটতম আত্মীয় পুতুল সরকার নামে জৈনক মহিলা আচমকা কিল ঘুষি ও লাঠি দিয়ে বেধরক মারধোর করে ৭২ বছর বয়সী রসবালা সরকার নামে ওই মহিলাকে। বর্তমানে ওই মহিলা আশঙ্কাজনক অবস্থায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, নিজের ছেলেদের কাছ থেকে সামান্য ভাত-কাপড়-বাসস্থান না পেয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেই কাটাতে হচ্ছে শেষ জীবন এক ৭২ বছর বয়সী মহিলাকে। জানা যায় ওই মহিলার নাম রসবালা সরকার। 'মা' শব্দটি যে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র অমূল্য সম্পদ। আজ যার 'মা' নেই সেই একমাত্র উপলব্ধি করতে পারে এই সুন্দর আলোকিত পৃথিবীটা 'মা' হীন তাঁর কাছে কতটা অন্ধকারাচ্ছন্ন।

আর অন্যদিকে যাদের 'মা' জীবিত অবস্থায় শেষ বয়সে ছেলের সামান্য ভালোবাসা ও ছেলের কাছে সামান্য জায়গার অভাবে সমাজের দ্বারে-দ্বারে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ঘুরতে হয় সেই মায়েদের তো ভাগ্যটাই কতোটা খারাপ- সেটা মূলতঃ ভাষায় প্রকাশহীন। তবে, সভ্য সমাজে সাদা পোষাকে বসবাসরত সেই ধরনের ছেলেদের 'কুলাঙ্গার' ছেলে বললেও সেটা অনেকটাই কম হয়ে যায়। যে 'মা' নিজের দুই ছেলেকে দশ-মাসত্তদশ-দিন গর্ভে ধারণ করে অসহ্য যন্ত্রণা কষ্ট সহ্য করে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন, আর আজ সেই 'মা'কেই দুই ছেলে থাকা সত্ত্বেও সামান্য দু''মুঠো ভাতের জন্য সভ্য সমাজে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হচ্ছে। শুধু তাই নয় একসময় ছেলে ও নিকটতম আত্মীয়ের কাছ থেকে শারীরিক আঘাত পেতে পেতে আজ তিনি মানসিকভাবে খুবই ভেঙ্গে পড়েছেন। উল্লেখ্য, আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৭ টা নাগাদ ৭২ বছর বয়সী রসবালা সরকার তেলিয়ামুড়ার রাজনগরের নিকটতম আত্মীয় জৈনক পুতুল সরকারের বাড়িতে যায় সঞ্চিত রাখা নিজের নথিপত্র ও ব্যাঙ্কের পাস বুক আনতে।

কিন্তু সেখানে আচমকাই ওই বৃদ্ধ মহিলাকে নথিপত্র দিতে অস্বীকার করে পুতুল সরকার। শুরু হয় কথা কাটাকাটি। পরবর্তীতে পুতুল সরকার মুহুর্তের মধ্যেই ছেলের বউ''র অন্য একটি স্বর্ণের চেইন সংক্রান্ত পারিবারিক বিষয়কে কেন্দ্র করে আচমকা ৭২ বছর বয়সী মহিলা রসবালা সরকারকে চর-ঘুষি মারে ও লাঠি দিয়ে বৃদ্ধার শরীরে আঘাত করে। লাঠির আঘাত এতটাই তীব্রতর হয় বৃদ্ধা হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরবর্তীতে এলাকার স্থানীয় শাসক বিজেপি দলের কর্মীরা তড়িঘড়ি করে একটি টমটম দিয়ে ওই মহিলাকে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। যদিও উল্লেখ্য, মহিলার শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। যদিও মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকের নির্দেশে এখনও পর্যন্ত ওই ৭২ বছর বয়সী মহিলা তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। এইদিকে স্থানীয় শাসক দলের কর্মীদের পক্ষ থেকে এই বর্বরোচিত ঘটনার জন্য তেলিয়ামুড়া থানায় রাজনগরের মহিলা পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। যদিও পরবর্তীতে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এই ঘটনার জের ধরে পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে। এইদিকে ওই বৃদ্ধা মহিলার দুই ছেলে থাকা সত্ত্বেও একজন 'মা' কিভাবে আজও সমাজে ওই দুই ছেলে ও ছেলের বউ''র কাছে দিনের পর দিন লাঞ্ছিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে তা নিয়ে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সচেতন মহলে একপ্রকার ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে !!

পাইপ লাইন

● প্রথম পাতার পর

করতে সক্ষম হয়েছে।জ্বালানী তেল পাচারে ব্যবহৃত একটি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য,ধর্মনগর দূর্গাপুরে বিগত বাম আমল থেকে চলে আসা ধর্মনগর তেল মাফিয়াদের তেল চুরি রাম আমলেও যে অব্যাহত রয়েছে। পুলিশি অভিযানের পর আবরও তা জনসম্মুখে উঠে এল। তবে এবার পুলিশি তৎপরতার কারনে তেল মাফিয়ারা আর মাথা চারা দিয়ে উঠতে পারবে না বলে আশা প্রকাশ করেছেন জেলা পুলিশ সুপার। রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার পর রেল ট্যাংকারে আসা জ্বালানী ইন্ডিয়ান ওয়েলের ঢিপুতে পাইপলাইনের মাধ্যমে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে তেল চুরি রুখতে তেল মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহনের হুশিয়ারি দেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাপরই ধর্মনগর থানার পুলিশ এক প্রকার যুদ্ধ ঘোষণা করে এই তেল মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। তাতে একের পর এক সাফল্য আসতে শুরু করেছে। গত কিছুদিন ধরে আবারও ধর্মনগর দূর্গাপুর এলাকায় অবৈধ তেলের কারবার ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠতে শুরু করেছে।

সোমবার এবং মঙ্গলবার রাতে পুলিশের পৃথক পৃথক ২টি অভিযানে প্রচুর জ্বালানী উদ্ধার হয়েছে। সোমবার গভীর রাতে ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে পুলিশ ধর্মনগর দূর্গাপুর এলাকার মাজিবুর রহমান ওরফে বাদলের বাড়িতে অভিযান চালায়।পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল এই বাড়িতে একটি গোদাম তৈরি করে প্রচুর অবৈধ জ্বালানী মজুত রাখা হয়েছে। ধর্মনগর থানার পুলিশ গভীর রাতে অভীযান চালিয়ে গোদাম ঘর গুলোর তালা ভেঙ্গে প্রচুর জ্বালানী উদ্ধার করে।কিন্তু এদিন কাউকে আটক করতে পারে নি পুলিশ। মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ১০ টা নাগাদ একই ভাবে পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে দূর্গাপুর ইন্ডিয়ান ওয়েল ডিপু সংলগ্ন ২- ১টি বাড়িতে প্রচুর অবৈধ জ্বালানী মজুত রয়েছে।সাথে সাথে পুলিশ সংশ্লিষ্ট স্থানে অভিযান চালায়। পুলিশের অভিযানের আচ করতে পেরে চোরাকারবারিরা পালিয়ে গেলেও দুলু মিয়া নামে এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। এদিন পুলিশ প্রচুর জ্বালানী উদ্ধার করে। সাথে তেল পাচারে ব্যবহৃত একটি ভ্যান গাড়ি আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী। এছাড়াও অভিযানে ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কান্তা জাহংগির,ধর্মনগর থানার ওসি মিলন দত্ত ,এস আই রতন রবি দাস ,এস আই সপন সিনহা, এস আই দয়াল চাকমা, সহ বিশাল পুলিশ এবং টি এস আর বাহিনী।

অনুষ্ঠিত

● আটের পাতার পর

মোর্চার সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকগণ, জেলার বিভিন্ন সেলের কনভেনর ও কো-কনভেনরগণ, উদয়পুর পুর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারপার্সন, জেলার পঞ্চায়েত সমিতিগুলোর চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারপার্সনগণ, গোমতি জেলা পরিষদের জেলা সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে জেলার সাতটি মন্ডলের মন্ডল সভাপতিগণ নিজ নিজ মন্ডলের আগামী কার্যকারিণী বৈঠকের দিনক্ষণ জানিয়ে দেন। সভায় স্বাগত ভাষণ ও ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য পেশ করেন জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায়। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

বাধা নেই

● প্রথম পাতার পর

এছাড়া, সোনামুড়ায় সীমান্ত সমস্যা সমাধানেও কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে। স্থলবন্দর আধুনিকিকরণে আগরতলা এবং সোনামুড়ায় বিজিবি আপত্তি জানিয়ে রেখেছে। ফলে, কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। তাঁর বক্তব্য, দুই দেশের কুটনৈতিক স্তরে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমধান সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে কিছুটা অপেক্ষা করতেই হবে।

এদিকে, আজ ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার তরফে ৫০০ পিপিই কিট ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে মুখ্য সচিবের তুলে দিয়েছেন চেয়ারম্যান আদিত্য মিশ্র। এদিন মুখ্য সচিবের সাথে তিনি ত্রিপুরায় নির্মানাধীন স্থলবন্দর নিয়ে আলোচনা করেছেন।

রাজ্যপাল

● প্রথম পাতার পর

হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন।

তাঁর নাম ত্রিপুরার রাজ্যপাল হিসেবে ঘোষণার পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক টুইট বার্তায় বলেছিলেন, সত্যদেব নারায়ণ আর্য-কে ত্রিপুরার রাজ্যপাল হিসাবে নিযুক্ত করার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তাঁর জ্ঞানসম্পন্ন ও যোগ্য দিকনির্দেশনায় ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের ৩৭ লক্ষ মানুষের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

আজ শপথ গ্রহণ শেষে নয়া রাজ্যপাল সকলের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার সদস্যদের সাথে পরিচিত হন। মুখ্য সচিব কুমার অলক তাঁকে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পালকে মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়ে বিদ্রোহী শিবিরে আঘাত আনার ছক কষা হয়ে গেছে। তাই, তিনিও আজ দিল্লি গেছেন। তবে বিশ্বস্ত সুত্রে দাবি, এ যাত্রায় মন্ত্রিসভায় রদবদলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সম্ভাবনা মাত্র ১০ শতাংশ। কিন্ত, ওই সম্ভাবনাকে ফুতারে উড়িয়েও দেওয়া যাচ্ছে না।

তবে, তিপ্রা মথার চেয়ারম্যান তথা এদিসির নতুন কার্যকারী সদস্য প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মনের আজকেই মুখ্যমন্ত্রীর সাথে একই বিমানে দিল্লি যাওয়ার পেছনে কোন রাজনৈতিক সমীকরণ লুকিয়ে রয়েছে, টা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। প্রদ্যুতের ঘনিষ্টমহলের দাবি, নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্যা সিন্ধিয়ার সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে দিল্লি গেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে একই বিমানে যাওয়া নেহাতই কাকতালীয়।

রাহুল গান্ধী

● প্রথম পাতার পর

করেছে। ওই মিডিয়া রিপোর্টের প্রেক্ষিতে রাহুল এদিন টুইট করে লিখেছেন, 'শুধুই জুমলা (ভাষণ), ভ্যাকসিন নেই!' "কোথায় ভ্যাকসিন" এই হ্যাসট্যাগ ব্যবহার করে রাহুল টুইট করেছেন। প্রসঙ্গত, টিকাকরণ নিয়ে কেন্দ্রকে লাগাতার আক্রমণ শানাচ্ছে কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। বিরোধীদের অভিযোগ, টিকার ঘাটতির পাশাপাশি ধীরে ধীরে চলছে টিকাকরণ অভিযান।

নম্বর চালু

● প্রথম পাতার পর

তাঁর দাবি, ৪৫ ঊর্ধদের টিকাকরণে দেশের শীর্ষে রয়েছে ত্রিপুরা। ১৮ ঊর্ধদের টিকাকরণেও প্রথম সারির রাজ্যগুলির মধ্যে আমাদের রাজ্য অন্যতম। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, এই হেল্পলাইন চালু হওয়ার ফলে রাজ্যে টিকাকরণ আরও বৃদ্ধি পাবে।

উত্তর তকমা

● আটের পাতার পর

থাকা ওজন মাপার ডিজিটাল পাল্লি, ৩ বান্ডেল সিগারেট ও কয়েক বান্ডেল বিড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় নিশিকুটম্বুর দল। এ ব্যাপারে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় জনগণ দাবি জানিয়েছেন। এখন দেখার বিষয় নিশিকুটম্বের দলকে আটক করতে কতটুকু সক্ষম হয়।

একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

বছরের পয়লা এপ্রিল থেকে ২০২৬এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত বিচার বিভাগের পরিকাঠামোগত সুবিধা উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পে মোট ৯ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হবে। বিচার বিভাগ একটি অনলাইন নজরদারি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলবে। এই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ইসরো প্রযুক্তিগতভাবে সহায়তা প্রদান করবে। এছাড়াও 'ন্যায় বিকাশ-২.০' ওয়েব পোর্টালের উন্নতি সাধন এবং সিএসএস প্রকল্পগুলির অগ্রগতি বিষয়ে মোবাইল অ্যাপের সাহায্যে নজরদারি চালানো হবে। এই প্রকল্প সারা দেশে জেলা ও নিম্ন আদালতের বিচারক/বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের জন্য একটি সুসজ্জিত আদালত কক্ষ, আবাসিক প্রাঙ্গনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানে সাহায্য করবে। এমনকি ডিজিটাল কম্পিউটার কক্ষ স্থাপন করা হবে। গ্রাম ন্যায়ালয়ের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় ন্যায় বিচার পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা জাতীয় আয়ুষ মিশন ২০২১-এর পয়লা এপ্রিল থেকে ২০২৬-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এই কর্মসূচি রূপায়ণে খরচ ধরা হয়েছে ৪,৬০৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। এরমধ্যে, কেন্দ্রীয় সরকার ৩ হাজার কোটি টাকা এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি ১,৬০৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় ভার বহণ করবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১৪-র ১৫ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট জাতীয় আয়ুষ মিশনের সূচনা হয়। ভারতে আয়ুর্বেদ, সিদ্ধা, সোয়া রিগপা, ইউনানি এবং হোমিওপ্যাথি (আদ্যাক্ষর মিলিয়ে আয়ুষ)-র মত পরম্পরাগত চিকিৎসা পদ্ধতির এক অতুলনীয় ঐতিহ্য রয়েছে। পরম্পরাগত এই চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং উপশমের ক্ষেত্রে জ্ঞান ভান্ডার। ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিগুলির সাধারণ মানুষের কাছে কার্যকরিতার দিক থেকে বিপুল চাহিদা ও স্বীকৃতি উভয়ই রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এই চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি অত্যন্ত ব্যয় সাশ্রয়ী এবং কার্যকর উপশমের ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনাময়। কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রক জাতীয় স্তরে কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট আয়ুষ মিশন রূপায়ণ করছে। আয়ুষ হাসপাতাল ও রোগ নির্ণয়কারী কেন্দ্রগুলির মানোন্নয়ন ঘটিয়ে আয়ুষ পরিষেবাকে সর্বজনীন করে তুলতে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সমুদায়িক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং জেলা হাসপাতালগুলির মানোন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে, যাতে সেখানে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির পরিকাঠামো গড়ে তোলা যায়। আয়ুষ হাসপাতালগুলির মানোন্নয়ন ঘটিয়ে সেখানে আয়ুষ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো হচ্ছে, যাতে ১২,৫০০টি আয়ুষ স্বাস্থ্য ও রোগী কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায়। এর ফলে, সাধারণ মানুষের চিকিৎসা খাতে ব্যয় সাশ্রয় হবে। দেশে আয়ুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রয়াসে সাহায্য করতে জাতীয় আয়ুষ মিশনের মাধ্যমে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যন্ত ও দূরবর্তী এলাকাগুলিতে আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতির আরও প্রসারে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

জাতীয় আয়ুষ মিশনে নিম্ন লিখিত পরিনাম আশা করা হচ্ছে - আয়ুষ পরিষেবা দেওয়া হয়ে থাকে এমন চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির মানোন্নয়ন ঘটিয়ে আরও গুণগত মানের পরিষেবা সুনিশ্চিত করা। সেই সঙ্গে আয়ুষ ওযুধপত্রের যোগান বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষিত মানব সম্পদের ঘাটতি মেটানো। সর্বাধুনিক আয়ুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িয়ে আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতির প্রসার ঘটানো। আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিয়ে সংক্রামক/অ-সংক্রামক রোগ-ব্যাধির প্রকোপ কমানো।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী''র পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘ ভাতা এবং পেনশনভোগীদের জন্য ডিয়ারনেস রিলিফ ১৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৮ শতাংশ করার ক্ষেত্রে অনুমোদন দিয়েছে। এর ফলে মহার্ঘ ভাতা ও ডিয়ারনেস রিলিফ ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেল। চলতি বছরের পয়লা জুলাই থেকে মূল মাইনে/পেনশনের ওপর এটি কার্যকর হবে। করোনা অতিমারী আবহে গত বছরের পয়লা জানুয়ারি, পয়লা জুলাই এবং এ বছরের পয়লা জানুয়ারি- প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘ ভাতা এবং পেনশনভোগীদের জন্য ডিয়ারনেস রিলিফ বৃদ্ধি করা হয় নি। তাই এখন সরকার ,কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘ ভাতা এবং পেনশনভোগীদের জন্য ডিয়ারনেস রিলিফ ১৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৮ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।তবে গত বছরের পয়লা জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত যে মহার্ঘ ভাতা ও ডিয়ারনেস রিলিফ বকেয়া ছিল, তা এই বদ্ধিত ১১ শতাংশের মধ্যে আনুপাতিক হারে বাড়ানো হয়েছে।

খাদ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

নায্যমূল্যের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকরি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে সম্ভাব্য নতুন নায্যমূল্যের দোকানের তালিকা সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকের কাছে পাঠানো হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, এর ফলে রাজ্যের প্রায় ৮১৬ জন লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে এবং পিডিএস পরিসেবা আরও সহজলভ্য হবে। শারীরিকভাবে অক্ষম বা ৬০ বছর উর্দ ১ বা ২ সসদ্য বিশিষ্ট রাজ্যের প্রায় ৩৯ হাজার পরিবারকে বাড়িতে রেশন পরিসেবা পৌঁছে দেবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ জন্য বিভিন্ন এস এইচ জি এবং কোপারিটিভ সংস্থাকে কাজে লাগানো হবে এবং এই বিশেষ ধরণের পরিবারগুলির চিহ্নিতকরণের কাজ ইতিমধ্যেই রাজ ব্যাপী শুরু করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারত সরকারের বিশেষ ছাড়যুক্ত প্রকল্পের আওতায় সকল রেশনকার্ডধারী পরিবারকে কার্ডপিছু ১ কেজি হারে বাজারের প্রায় অর্ধেকমূল্যে মসুর ডাল সরবরাহ করে আসছে। কিন্তু এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে রাজ্যে পিডিএসের অধীনে মসুর ডালের বিতরণ বিগত কিছু মাস বন্ধ আছে। তবে রাজ্যের সাধারণ মানুষের পুষ্টির কথা বিবেচনা করে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে খোলা বাজার থেকে ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে মসুর ডাল ক্রয় করে তা প্রতি কেজি ২৫ টাকা ভর্তুকিযুক্ত মূল্যে রাজ্যের ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতাধীন রেশনকার্ডধারী পরিবারকে রেশন দোকানের মাধ্যমে বিতরণ করবে। এই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই ই টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সাপ্লাইয়ার বাছাইয়ের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে আগামী আগষ্ট মাসে রাজ্যের সমস্ত রেশন দোকানে মসুর ডাল উপলব্ধ হবে।

তিনি জানান, বর্তমানে রাজ্যের পিডিএস ভোক্তাদের ব্যবহৃত রেশনকার্ডগুলি ২০১০ সালে প্রদান করা হয়েছিল। রাজ্যের পিডিএস ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাইজড করার লক্ষ্যে বর্তমানে ব্যবহৃত পুরোনো কার্ডের পরিবর্তে রাজ্য সরকার স্মার্ট রেশনকার্ড দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে এবং এর বাস্তবায়ণের লক্ষ্যে রাজ্যের সকল রেশনকার্ডধারী ভোক্তাদের তাদের পারিবারিক রেশনকার্ডের প্রতিলিপি প্রদান করা হবে এবং সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে যেন রেশনকার্ড সম্পর্কিত পারিবারিক তথ্য সঠিক ভাবে প্রদান করে সংশ্লিষ্ট রেশন দোকানে সময় মতো জমা করেন। রাজ্যের কৃষকদের তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্যের সঠিক মূল্য প্রদান করে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকার অন্যান্যবারের মত ৮ জুন থেকে কৃষকদের কাছ থেকে প্রতি কেজি ১৮ টাকা ৬৮ পয়সা সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। যা আগামী ২০ জুলাই, ২০২১ পর্যন্ত চলবে। এই মরসুমে মোট ২০,০০০ মেট্রিকটন ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১২ হাজার ২৭৮ মেট্রিক টন ধান রাজ্যের ৭,১২৬ জন কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে এবং এই বাবদ রাজ্যের কোষাগার থেকে সহায়ক মূল্য হিসাবে প্রায় ২২ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা কৃষকদের সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক একাউন্টে প্রদান করা হচ্ছে।

খাদ্য মন্ত্রীর দাবি, করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে বাজারের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে খাদ্য দপ্তর, লিগেল মেট্রোলজি এবং মহকুমা প্রশাসনের সহযোগিতায় টাস্কফোর্স গঠন করেছে এবং প্রতিনিয়ত এই টাস্কফর্সের মাধ্যমে বাজারগুলিতে পরিদর্শন চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলস্বরূপ এখনও দ্রব্যমূল্য নাগালের মধ্যে রয়েছে।

াঙ্গন

কোভিডের কারণে এবার অলিম্পিকে পদকজয়ীদের জন্য জারি নয়া নিয়ম

টোকিও, ১৪ জুলাই(হি.স.) : কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেই আগামী ২৩ জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে বিশ্বের সবথেকে বড় প্রতিযোগিতা অলিম্পিকস। যদিও দর্শক প্রবেশেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এবার পদক দেওয়ার ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ আরোপ করল আন্তর্জাতিক অলিম্পিকস কমিটি। প্রথমত, অলিম্পিক পদকপ্রাপ্তদের পদক অনুষ্ঠানের সময় মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকা গণ্যমান্য ব্যক্তিরা পদক প্রদান করবেন না। পরিবর্তে, তিনটি পদক অ্যাথলিটদের কাছে একটি ট্রেতে উপস্থাপন করা হবে এবং তারপরে সেগুলি খালি স্ট্যান্ডের সামনে তাদের নিজেদের গলায় ঝুলিয়ে নিতে হবে। কোনও হ্যান্ডশেক বা আলিঙ্গনও করা যাবে না।

বুধবার আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) সভাপতি টমাস বাখ বলেছেন, 'মেডেলগুলি অ্যাথলিটদের গলায় দেওয়া হবে না। পদকগুলি অ্যাথলিটদের একটি ট্রেতে উপস্থাপন করা হবে এবং অ্যাথলিটরা সেখান থেকে নিজেরায় পদক গ্রহণ করবে'। বাখ আরও জানান, 'এটি নিশ্চিত করা হবে যে ব্যক্তি যে পদকটি ট্রেতে রাখবেন তিনি সেটিকে জীবাণুমুক্ত গ্লাভসের সাহায্যে ট্রেতে রাখবেন। উপস্থাপক এবং ক্রীড়াবিদদের মাস্ক পড়া বাধ্যতামূলক। অনুষ্ঠানের সময় কোনও হ্যান্ডশেক এবং আলিঙ্গন করা যাবে না।'

বুধবার জাপানের টোকিওতে ১,১৪৯ জন রেকর্ড সংখ্যক করোনা সংক্রমিত ব্যক্তির খোঁজ মিলেছে। যা গত ৬ মাসে সর্বোচ্চ। উল্লেখ্য, এই মাসের শুরুর দিকে জাপান সরকার কর্তৃক আরোপিত জরুরি অবস্থার অধীনে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে। অলিম্পিকস জাপানে প্রচুর জনসমর্থন হারিয়েছে কারণ এই আশঙ্কায় যে সংক্রমণের প্রবণতা বাড়িয়ে তুলবে। এমনকি কোনও দর্শকদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। শুধু তাই নয় সমস্ত গেমসের জন্য কঠোর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা রাখা রয়েছে।

এবারের কোপা আমেরিকা টুর্নামেন্ট সেরা একাদশে নেই দি মারিয়া

ব্রাসিলিয়া, ১৪ জুলাই(হি.স.) : এবারের কোপা আমেরিকা টুর্নামেন্টে সেরা একাদশে আধিপত্য চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা ও রানার্স আপ ব্রাজিল দলের ফুটবলারদের। তবে একাদশে জায়গা হয়নি ফাইনালে ব্যবধান গড়ে দেওয়া আনহেল দি মারিয়ার।

কোপা আমেরিকার আয়োজক কনমেবল-র পক্ষ থেকে টুর্নামেন্ট সেরা একাদশ ঘোষণা করে। একাদশে সর্বোচ্চ চারজন আর্জেন্টাইন, ব্রাজিলের আছেন তিনজন। একাদশের গোলরক্ষক আর্জেন্টিনার এমিলিয়ানো মার্তিনেস। চ্যাম্পিয়ন দল থেকে একাদশে সুযোগ পাওয়া বাকি তিনজন হলেন, ডিফেন্ডার ক্রিস্তিয়ান রোমেরো, মিডফিল্ডার রদ্রিগো দে পল ও ফরোয়ার্ড লিওনেল মেসি। একাদশে সুযোগ পেয়েছেন একুয়েডরের লেফট ব্যাক পেরভিস এস্তুপিনান, পেরুর মিডফিল্ডার ইয়োশিমার ইয়োতুন ও চিলির রাইট ব্যাক মাউরিসিও ইসলা।

কোপা আমেরিকার সেরা একাদশ:

গোলরক্ষক: এমিলিয়ানো মার্তিনেস (আর্জেন্টিনা)

ডিফেন্ডার: ক্রিস্তিয়ান রোমেরো (আর্জেন্টিনা), মার্কিনিয়োস (ব্রাজিল), পেরভিস এস্তুপিনান (একুয়েডর) ও মাউরিসিও ইসলা (চিলি)

মিডফিল্ডার: রদ্রিগো দে পল (আর্জেন্টিনা), কাসেমিরো (ব্রাজিল) ও ইয়োশিমার ইয়োতুন (পেরু)

ফরোয়ার্ড: লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা), নেইমার (ব্রাজিল) ও লুইস দিয়াস (কলম্বিয়া)।

"রোনাল্ডো মূর্খ, অসুস্থ" ! রিয়াল মাদ্রিদ সভাপতির বিস্ফোরক অডিও ফাঁস

মাদ্রিদ: এসব কী বললেন তিনি! কেনই বা বললেন! তবে যা বললেন তা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হবে এবার। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মতো মহাতারকাকে তিনি মূর্খ, অসুস্থ বলে বসলেন। তিনি মানে রিয়াল মাদ্রিদের প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ। রাউল এবং ইকের ক্যাসিয়াসের পর এবার তাঁর নিশানার রোনাল্ডো। গত কয়েকদিন ধরে স্প্যানিশ মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রে পেরেজ। তাঁর পুরনো সব অডিও বেরিয়ে আসছে। আর পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিতর্ক। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম একটি পুরনো অডিও ক্লিপস প্রকাশ করেছে। সেই অডিওতে অজ্ঞাতপরিচয় কাউকে রোনাল্ডো সম্পর্কে যা নয় তাই বলছেন পেরেজ।

২০১২ সালের সেই ভিডিও। সেখানে পেরেজ বলছেন, রোনাল্ডো মূর্খ, অসুস্থ। ও কি স্বাভাবিক বলে তোমাদের মনে হয়! ও স্বাভাবিক আচরণ করে না। স্বাভাবিক নয় বলেই এসব কাণ্ড করে বেড়ায়। ও যে একটা আস্ত বোকা সেটা সারা বিশ্ব প্রমাণ পেয়েছে। অন্য কেউ হলে এমন বোকার মতো কাজ করত না। রোনাল্ডোকে নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ প্রেসিডেন্টের এমন মন্তব্য রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছে। কেন রোনাল্ডোকে তিনি এভাবে আক্রমণ করেছিলেন! রোনাল্ডো এমন কী কাজ করেছিলেন! শুধু রোনাল্ডোই নন, পেরেজের নিশানায় রয়েছেন হোসে মোরিনহোও। তিনি রিয়ালের কোচ থাকাকালীন খেলেছিলেন রোনাল্ডো। পেরেজ আবার মোরিনহোকে পাগল বলেছেন সেই অডিওতে। একজন তারকা ফুটবলার, আরেকজন জনপ্রিয় কোচ। রোনাল্ডো ও মোরনহোকে এভাবে যা নয় তাই কেন বলেছিলেন পেরেজ! তার উত্তর অবশ্য এখনও জানা যায়নি। অডিও টেপ প্রকাশের পর থেকে বেজায় অস্বস্তিতে পড়েছেন পেরেজ। তিনি ইতিমধ্যে আইনি পথে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন। পেরেজ জানিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে এসব রটানো হচ্ছে। যদিও তিনি একবারও এটা বলেননি যে সেই অডিও ক্লিপিংস মিথ্যে। রোনাল্ডোর এজেন্ট জর্জ মেন্দেসকেও ছাড়েননি পেরেজ। আর তাঁকে আক্রমণ করতে গিয়েই মোরিনহোকেও যা নয় তাই বলেছেন রিয়ালের প্রেসিডেন্ট। পরিস্থিতি এখন সব দিক থেকে পেরেজের প্রতিকূলে। অনেকে আবার বলছেন, পেরেজ চাপের মুকে পদ থেকে ইস্তফা দিতে পারেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বিরাট কোহলীকে ফের পেছনে ফেলে দিলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই(হি.স.) : দ্বিতীয় সারির ইংল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে হারলেও আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে নিজের জায়গা ধরে রাখলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম। দুই নম্বরেই থাকলেন বিরাট কোহলী। বাবর ভারত অধিনায়কের থেকে ১৬ পয়েন্ট এগিয়ে রয়েছেন।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ হারতে হলেও তৃতীয় একদিনের ম্যাচে ১৫৮ রানের দারুণ ইনিংস খেলেন বাবর। আর তার জেরেই আট রেটিং পয়েন্ট পেয়ে যান। ৮৭৩ পয়েন্ট নিয়ে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন তিনি। ৮৫৭ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে রয়েছেন বিরাট। ৮২৫ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে আছেন রোহিত শর্মা।

বোলারদের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান ধরে রেখেছেন যশপ্রীত বুমরা। শীর্ষে রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের ট্রেন্ট বোল্ট। ৭৩৭ পয়েন্ট পেয়েছেন তিনি। বুমরা পেয়েছেন ৬৯০ পয়েন্ট।

আর অলরাউন্ডারদের তালিকায় ৩৮৭পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন শাকিব আল হাসান। ২৪৫ পয়েন্ট তালিকায় নবম স্থানে রয়েছেন রবীন্দ্র জাডেজা।

দেশে ফিরছেন মুশফিকুর, জিম্বাবোয়ে সফর নিয়ে চিন্তা বাড়ল বাংলাদেশের

হারারে, ১৪ জুলাই(হি.স.) : জিম্বাবোয়ে সফরে বাংলাদেশ দলে পাওয়া যাবে না মুশফিকুর রহিমকে। পারিবারিক কারণে দেশে ফিরে আসছেন তিনি। বুধবারই তিনি ঢাকা ফেরার বিমান ধরেন বলে জানা গিয়েছে।

আগামী ১৬ জুলাই থেকে একদিনের সিরিজে মুখোমুখি হবে জিম্বাবোয়ে এবং বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) তরফে জানানো হয়, "মুশফিকুরের পারিবারিক কারণকে সম্মান জানায় বোর্ড।" গত সপ্তাহে বাংলাদেশের হয়ে এক মাত্র টেস্টে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। তবে হাতে চোট পাওয়ায় বেশির ভাগ সময় মাঠের বাইরে থাকতে হয় তাঁকে।'

টি-২০ দল থেকে আগেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন মুশফিকুর। এবার এক দিনের সিরিজ থেকেও সরে গেলেন তিনি। জিম্বাবোয়ের পর ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে বাংলাদেশ।

অস্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশ ক্রিকেটের চুক্তি অনুযায়ী দুই দলের ক্রিকেটারদের ১০ দিন নিভৃতবাসে থেকে জৈব সুরক্ষা বলয়ে ঢুকতে হবে। বাংলাদেশ বোর্ড তাই চেয়েছিল মুশফিকুরকে জিম্বাবোয়েতেই জৈব বলয়ের মধ্যে রেখে দিতে। যাতে অস্ট্রেলিয়া সফরে কোনও অসুবিধা না হয়। তবে তা আর সম্ভব হচ্ছে না।

রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে ফরাসি জাতীয় দলের কোচের দৌড়ে এগিয়ে জিদান

সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে পেনাল্টিতে হেরে এবারের ইউরোর প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে বিশ্বজয়ী ফ্রান্সকে। হতাশাজনক পরাজয়ের একাধিক প্রশ্ন উঠেছে কোচ দিদিয়ের দেশঁ-এর দিকে লক্ষ্য করে। এরই মধ্যে তাঁর প্রবল দাবিদার হিসাবে পরবর্তী ফ্রান্স কোচের ভূমিকায় বারবার নাম উঠে আসছে তাঁরই প্রাক্তন সতীর্থ জিনেদিন জিদানের। গত মরশুমের শেষেই রিয়াল মাদ্রিদকে দ্বিতীয়বারের জন বিদায় জানিয়েছেন জিদান। প্পুন্ত্বখ-র রিপোর্ট অনুযায়ী ফ্রান্স দলের কোচ হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছেন কিংবদন্তি ফুটবলার ও কোচ জিদানই। জুভেন্তাস তাঁদের পরবর্তী কোচ হিসাবে জিদানকে নিয়োগ করতে চেয়েছিল, তবে জিদান সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেন। এছাড়াও একাধিক অফার থাকলেও একাধিক রিপোর্টে দাবি করা হয় জিদান কোন ক্লাবের দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক নন।

পরিবর্তে জাতীয় দলের কোচ হতেই তিনি আগ্রহী। তাঁর ইচ্ছার ব্যাপারে রিয়াল মাদ্রিদ সভাপতিও জানান। রিয়ালের দায়িত্ব ছাড়ার পর ক্লাব সভাপতি ফ্লোরেটিনো পেরেজ জানান, "আমি রীতিমতো যুদ্ধ করে ওকে রিয়ালে রেখে দিতে চেয়েছিলাম। তবে ফ্রান্স দলের কোচ হওয়া ওর স্বপ্ন এবং ও নিশ্চয়ই নিজের স্বপ্নপূরণ করতে সমর্থ হবে।" ক্লাবে ফুটবলে জিদানের সাফল্য ঈর্ষণীয়। পাশপাশি রিয়ালের মতে দলে তারকাদের সামলাতে সিদ্ধহস্ত তিনি। ফলে ফ্রান্স দলের তারকাদের সামলাতেও তাঁর কোনরকম সমস্যা হবে না। যদিও ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি দেশঁকেই আসন্ন বিশ্বকাপে কোচ হিসাবে রেখে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন, তবে জিদানের কোচ হওয়ার বিষয়ে কানাঘুষো বাড়ছে। জিদানের পাশপাশি কোচ হওয়ার দৌড়ে রয়েছে লরা ব্লঁ, আর্সেন ওয়েঙ্গার এবং থিয়রি অরিঁ ও।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ইতিহাস গড়ল আয়ারল্যান্ড

কেপটাউন, ১৪ জুলাই(হি.স.) : দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দিল আয়ারল্যান্ড। ৪৩ রানে প্রোটিয়াদের হারিয়ে ইতিহাস গড়ে ফেলল আইরিশরা। এই প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাল তারা। তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ তে এগিয়ে রইল আয়ারল্যান্ড।

টসে জিতে আয়ারল্যান্ডকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায় প্রোটিয়ারা। অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বালবির্নির শতরানের উপর ভর করে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ২৯০ রান করে আয়ারল্যান্ড। ১১৭ বলে ১০২ রান করেন অ্যান্ডি। মারেন ১০টি চার ও দু'টি ছক্কা। ম্যাচের সেরা হন তিনিই। অর্ধশত রান করেন হ্যারি টেকটর (৭৯)। ভাল ব্যাটিং করেছেন জর্জ ডকরেল (৪৫), অ্যান্ডি ম্যাকব্রায়ান (৩০) ও পল স্টার্লিং (২৭)। দু'টি করে উইকেট পান অ্যান্ডি ফেলুকাওয়ো ও কাগিসো রাবাডা। একটি করে উইকেট তুলে নেন কেশব মহারাজ ও তাব্রেজ শামসি।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৪৮.৩ ওভারে ২৪৭ রানেই শেষ হয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস। ওপেন করতে এসে ৮৪ রান করেন জানেমন মালান। ভ্যান ডার দাসেন করেন ৪৯ রান। ডেভিড মিলার ২৪ রান যোগ করলেও বাকিরা ব্যর্থ হন। দু'টি করে উইকেট পান মার্ক এডের, জসুয়া লিটিল ও অ্যান্ডি ম্যাকব্রায়েন।

ওয়েম্বলির ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করল উয়েফা

লন্ডন, ১৪ জুলাই(হি.স.) : ইউরো ফাইনালে ওয়েম্বলিতে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে উয়েফা। বিনা টিকিটের বেশ কিছু ইংল্যান্ড সমর্থক জোর করে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। পুলিশের উপরেও হামলা হয়। যে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। উয়েফা জানিয়েছে, মাঠ এবং মাঠের বাইরে সমর্থকদের আচরণ নিয়ে তদন্ত হচ্ছে।

এদিকে টাইব্রেকারে গোল না করতে পারার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন ইংল্যান্ডের স্ট্রাইকার মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত ধরনের বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, জীবনে কখনও ত্বকের রঙের জন্য দুঃখপ্রকাশ করবেন না। অস্বীকার করবেন না, নিজের উৎসের কথা। অথচ করোনা অতিমারির মধ্যে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের শিশুদের বিনামূল্যে স্কুলে খাবার সরবরাহের জন্য।

তিনি বার্তায় বলেন, "পেনাল্টি কেন নষ্ট করলাম তা নিয়ে সমালোচনা হোক। অবশ্যই বলটা গোলের ভিতরে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু কেউ যদি আমি কে, কোথা থেকে এসেছি ধরনের প্রসঙ্গ তোলে, তা হলে কোনও ভাবেই কারও কাছে ক্ষমা চাইতে পারব না।"

Dated, Agartala, the........./........./ 2021

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (SNIQ)

A SNIQ has been invited by the Medical Superintendent, AGMC & GBP Hospital, Agartala from reputed firms/authorized distributors/ suppliers/dealers/retailers for ***"Rate for Carrying Charges & Loading-Unloading of Rice from FCI Godown, Agartala to AGMC & GBP Hospital, Agartaia"*** to and fro.
The last date of submission of quotations is up to **14:00 hours on 29.07.2021.** The specifics of the SNIQ may be seen at the AGMC Website www.agmc.gov.in and also may be seen at Notice Board, Office of the Medical Superintendent, AGMC & GBP Hospital, Agartala and can also be collected in person from the Office of the Medical Superintendent, AGMC & GBP Hospital, Agartala **(S & P Section)** on any working days from **12.07.2021 to 28.07.2021** between 11.00 am and 4.00 pm.

Sd/- Illegible
Medical Superintendent
AGMC & GBP Hospital, Agartala

ICA-C-1353/21

Notice inviting e- tender
PNIe-T- 20/EE/RD/BSGD/SPJ/2021-22/ 1107 dt. 12/07/2021
The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to **3.00 P.M. on 26/07/2021** for the following works: 1) Construction of Charilam Gallary under Sepahijala District, Tripura during the financial year 2020-21. SH: Construction of Viewer's Shpti.(PWD SoR 2020) (Est. Cost- Rs. 28,65,292.00) (2nd Call). Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. **Pre-Bid Conference: Date: 19.07.2021 Time: 11.00 AM** in the chamber of the Executive Engineer, RD Bishramganj Division. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.
Note: - **NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER.**

(Er. Kajal Dey)
ExecutiV& Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

ICA-C-1343/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 13/EE/MCD/ PWD(R&B)/2021-22, Dated:-12-07-2021
On behalf of the 'Governor of Tripura' The **Executive Engineer, Medical College Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura** invites **percentage rate e-tender** from the eligible bidders up to **3.00 PM on 19-07-2021** for the works:-
1. DNIT NO:-07/EE/MCD/PWD(R&B)/2021-22.(2nd Call)
2. DNIT NO:-08/EE/MCD/PWD(R&B)/2021-22. (2nd Call)
3. DNIT NO:-09/EE/MCD/PWD(R&B)/2021-22. (2nd Call)
4. DNIT NO:-10/EE/MCD/PWD(R&B)/2021-22. (2nd Call)
For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 9436131244/9862781261. Any subsequent corrigendurii will be avalilable in the website only.

Executive Engineer
Medical College Division, PWD(R&B)
Kunjaban, Agartala.

ICA-C-1349/2021-22

বিভিন্ন দাবীতে বুধবার আগরতলায় এসইউসিআইয়ের ধর্ণা আন্দোলন। ছবি নিজস্ব।

৬২৪ বেড়ে ৪.১১ লক্ষাধিক মৃত্যু দৈনিক সংক্রমণ ফের বাড়ল দেশে

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (হি.স.): ভারতে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা, মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৪.১১-লক্ষের গন্ডি ছাড়িয়ে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে মৃত্যু হয়েছে ৬২৪ জনের। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮,৭৯২ জন, এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৪১,০০০ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৭.২৮ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪,২৯,৯৪৬ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮,৭৯২ জন, সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে গিয়ে ৪,২৯,৯৪৬-এ পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ২,৮৩২ জন, ফলে এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ১.৩৯ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে ৩৮.৭৬-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৩৮,৭৬,৯৭,৯৩৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে মাত্র ৩৭,১৪,৪৪১ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬২৪ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,১১,৪০৮ জন (১.৩৩ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৯,১৫,৫০১। নতুন করে ৩৮,৭৯২ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,০৯,৪৬,০৭৪।

ভারতে সুস্থতার সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪১ হাজার জন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,০১,০৪,৭২০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.২৮ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৩৮ কোটি ৭৬ লক্ষ ৯৭ হাজার ৯৩৫ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ৪৩.৫৯-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৩ জুলাই সারা দিনে ভারতে ১৯,১৫,৫০১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৪৩,৫৯,৭৩,৬৩৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৯,১৫,৫০১ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮ হাজার ৭৯২ জন।

ভারতে ফের কমে গেল সক্রিয় রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ২,৮৩২ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪,২৯,৯৪৬ জন (১.৩৯ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪১ হাজার জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৪,১১,৪০৮ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩৩ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৬২৪ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩,০১,০৪,৭২০ জন (৯৭.২৮ শতাংশ)।

রাজ্যের বিখ্যাত গন্ধরাজ লেবু পাড়ি দিল জার্মানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। ত্রিপুরার বিখ্যাত গন্ধরাজ লেবু এবার পাড়ি দিল সদূর জার্মানিতে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই ওই লেবু সুনাম কুড়িয়েছে। এবার পরীক্ষামূলকভাবে ৫০০টি গন্ধরাজ লেবু জার্মানি পাঠানো হয়েছে। সাথে গেছে ৫০০টি কাগজি লেবু এবং ১ মেট্রিক টন কাঁঠাল। ত্রিপুরার ওই কৃষিজ পণ্য গুয়াহাটি হয়ে জার্মানি যাবে। চাহিদা বাড়লে ত্রিপুরার চাষীদের কপাল খুলে যাবে।

এ-বিষয়ে উদ্যান পালন দফতরের অধিকর্তা ড় ফণী ভূষণ জমাতিয়া বলেন, ত্রিপুরা থেকে ইতিপূর্বে কাঠাল লন্ডন, সৌদি আরব পাঠানো হয়েছে। এবার জার্মানিতে পরীক্ষামূলক লেবু ও কাঠাল পাঠানো হয়েছে। তিনি জানান, ধলাই জেলায় বিলাসছড়া থেকে ত্রিপুরার বিখ্যাত গন্ধরাজ লেবু ও কাগজি লেবু সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া সিপাহীজলা জেলায় বক্সনগরের কুলুবাড়ি এলাকা থেকে কাঁঠাল সংগ্রহ করা হয়েছে।

তাঁর কথায়, ৫০০টি গন্ধরাজ ও ৫০০টি কাগজি লেবু এবং ১ মেট্রিক টন কাঁঠাল আজ গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। কার্গোর উপলব্ধি অনুযায়ী ওই পণ্য জার্মানির জন্য রওয়ানা দেবে। তাতে, আশা করা যাচ্ছে আগামীকাল কিংবা আগামী পরশু ওই পণ্য জার্মানির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার কৃষিজ পণ্য দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজার দখলে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ড় ফণী ভূষণ জমাতিয়ার মতে, চাহিদা বাড়লে কৃষকরা অধিক মূল্য পাবেন। তাতে তাদের মুনাফাও অধিক হবে।

উত্তর তকমা গ্রামে গবাদি পশু চুরি অভিযোগে আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৪ জুলাই।। উত্তর তাকমা পঞ্চায়েতের শচীন্দ্র পাড়ায় গরু চোর সন্দেহে এক যুবককে আটক করছে এলাকাবাসী। তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার এর উত্তর তাকমা ছড়া এলাকায় চুরির ঘটনা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, গত কাল রাত্রি বেলায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত উত্তর তাকমা পঞ্চায়েতের শচীন্দ্র পাড়ার বাসিন্দা কৃষ্ণ চন্দ্র নোয়াতিয়ার ২ টি গরু চুরি হয়। পরবর্তী সময় এলাকাবাসী ঐ এলাকায় সন্দেহ জনক অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে থাকা এক যুবককে আটক করেন। যুবককে আটক করে তার কাছ থেকে কিছু সংখ্যক নেশাসামগ্রী উদ্ধার করা হয়। পরবর্তী সময় খবর দেওয়া হয় মনপাথর ফাঁড়িতে। ঘটনার খবর পেয়ে ফাঁড়ি কর্মরত আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে যুবকটিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

অপরদিকে একই রাতে পতিছড়ি ড্রপগেইট বাজারে প্রদীপ পালের মুদি দোকানে চুরি সংগঠীত করলো নিশিকুটম্বের দল। দোকান মালিকের অভিযোগ রাত্রি বেলায় দোকানের ছাউনি কেটে দোকানে প্রবেশ করে চুরি সংগঠিত করছে নিশিকুটম্বের দল। বুধবার সকালবেলায় দোকানে গিয়ে ওজন মাপার ডিজিটাল পাল্লি খুঁজে পাচ্ছেন না দেখে সন্দেহ জাগে। দেখতে পান দোকানের উপরে টিনের ছাউনি ভগ্নদশায় রয়েছে। নিশিকুটম্বের দল দোকান থেকে কি কি জিনিষ নিয়েছে সঠিকভাবে বলতে পারছেনা দোকানের মালিক। তবে দোকানে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৮ জুলাই সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন জোশি ১৯ থেকে শুরু বাদল অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (হি.স.): আগামী ১৮ জুলাই সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশি। ১৮ জুলাই, রবিবার বেলা এগারোটা নাগাদ সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়েছে। ওই দিনই ফ্লোর লিডারদের সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। পরবর্তী দিন ১৯ জুলাই (সোমবার) থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন।

আগামী ১৯ জুলাই থেকেই শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন, চলবে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত। বাদল অধিবেশন-পর্বে মোট ১৯ বার বসবে লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন। সংসদের উভয়কক্ষের অবিবেশন চলবে বেলা এগারোটা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। গত বছরের মতো এ বছরও কোভিড বিধি মেনেই অধিবেশনের আয়োজন করা হচ্ছে। এই বাদল অধিবেশন সপ্তদশ লোকসভার ষষ্ঠতম অধিবেশন। অন্য দিকে, এই অধিবেশন সংসদের উচ্চকক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভার ২৫৪তম অধিবেশন হতে চলেছে। বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে ১৮ জুলাই সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশি। ওই দিন ফ্লোর লিডারদের সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা।

আগামী ১৯ জুলাই শুরু হবে সংসদের বাদল অধিবেশন। তার একদিন আগে ১৮ জুলাই সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী এই বৈঠকের কথা জানিয়েছেন। ওইদিন সকাল ১১টার সময় বৈঠক ডাকা হয়েছে। কেবল সর্বদলীয় বৈঠকই নয়, ওইদিন বিজেপির সংসদীয় এগজিকিউটিভ বৈঠকও ডাকা হয়েছে।

কমলপুরে ভাড়া বাড়িতে রহস্যজনক মৃত্যু হল এক সরকারী কর্মচারীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। কমলপুর শহরে এস ডি এম অফিসের থেকে ঢিল ছুড়া দূরত্বে এক ভাড়া বাড়িতে রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে মহকুমাশাসক অফিসের এক কর্মচারীর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।কমলপুর মহকুমা শাসক অফিস থেকে ঢিল ছুড়ার দূরত্বে এক ভাড়া বাড়িতে রহস্যজনক ভাবে ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু হল মহকুমা শাসক অফিসের এস্টাব্লিশমেন্ট সেকশনের বড়বাবু জীতেশ দেববর্মার (৪০)। তিনি কমলপুরে কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান শান্তি ভূষন ভৌমিকের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

বুধবার সকালে উনার পার্শবর্তী ভাড়াটিয়া তথা মহকুমা শাসক অফিসের কর্মী সমরেশ দেববর্মা উনাকে ডাকাডাকি করে অফিসে চলে যান। এর পর মহকুমা শাসককে জানিয়ে কয়েকজন কর্মী সহ ডিসিএম উনার ভাড়া বাড়িতে উপস্থিত হন। বহুবার ডাকাডাকি এবং ফোন কল করার পরও জীতেশ বাবু উত্তর না দেওয়ায় দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করা হয়। দেখা যায় উনার নিথর দেহ পরে আছে বিছানায়। খবর যায় পুলিশে। এ বিষয়ে উনার পার্শবর্তী ভাড়াটিয়া সমরেশ দেববর্মা জানান, কিভাবে এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে তা কিছুই বুঝতে পারছেন না।মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।উনার বাড়ির লোকজন আসার পর মৃতদেহের ময়না তদন্ত সহ বাকী কাজ সম্পন্ন করা হবে বলে জানানো হয় মহকুমা শাসকের অফিস থেকে।

ত্রিপুরা-অসম সীমান্তে চুড়াইবাড়ি পুলিশের অভিযানে উদ্ধার ৩৬ লক্ষ টাকার গাঁজা, আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৪ জুলাই।। অসমের করিমগঞ্জ জেলার সীমান্তবর্তী উত্তর ত্রিপুরার চুড়াইবাড়ি থানার নেশা বিরোধী অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ গাঁজা। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে এক ব্যক্তিকে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আজ বুধবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুড়াইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাসের নেতৃত্বে অসম সীমান্তে ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে নাকাচেকিং শুরু করেছিল পুলিশ। বেলা প্রায় ১২টা নাগাদ টিআর ০৬ ১৮০৭ নম্বরের একটি মিনি ট্রাক আটকে তাতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণের নিষিদ্ধ গাঁজা উদ্ধার করেছে অভিযানকারী পুলিশের দল। ওসি জয়ন্ত দাস জানান, আগরতলার গুলচক্কর এলাকা থেকে গাঁজাগুলি বোঝাই করে দক্ষিণ অসমের বদরপুরে যাচ্ছিল মিনি ট্রাকটি। ট্রাকে তালিশি চালিয়ে ৩৬ প্যাকেটে ৩৬০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলির বাজারমূল্য কমপক্ষে ৩৬ লক্ষ টাকা হবে। এর সাথে আটক করা হয়েছে ট্রাকের চালককে। ধৃত ট্রাক চালককে আগরতলার বাধারঘাট দুর্গাপাড়ার জনৈক পরেশ দাসের ছেলে উৎপল দাস (৩৭) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে, জানান ওসি।

তিনি জানান, ঘটনার খবর পেয়ে উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কান্তা জাহাঙ্গিরকে সঙ্গে নিয়ে চুড়াইবাড়িতে আসেন। বর্তমানে গাঁজা সহ ট্রাকচালক চুড়াইবাড়ি থানার হেফাজতে রয়েছে। ধৃত উৎপল দাসের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে। আগামীকাল তাকে ধর্মনগরে জেলা বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হবে।

রাজ্যে তিন লক্ষ সোলার ষ্টাডি লাইট প্রদান করা হয়েছে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৪ই জুলাই।। রাজ্যের গ্রামীন ও পাহাড়ি এলাকার ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার সুবিধার্থে ত্রিপুরা রিনিউএবল এনার্জি ডেভেলাপমেন্ট এজেন্সি-র (ট্রেডা) মাধ্যমে রাজ্য সরকার ৩ লক্ষ সোলার ষ্টাডি লাইট ইতিমধ্যেই বিতরন করা হয়েছে। নতুন করে আরও ৩ লক্ষ ষ্টাডি লাইট এজেন্সি-র মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার সুবিধার্থে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা ঝড়-বৃষ্টির দিনে বৈদ্যুতিক গোলযোগের সময় বিশেষ ভাবে উপকৃত হচ্ছে মহাকরনে বুধবার উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন এ কথা জানান।

শ্রী দেববর্মন জানান গ্রামীন ও পাহাড়ি এলাকা গুলোতে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর খুব কম সময়ের মধ্যে ১২ হাজার সোলার স্ট্রিট লাইট লাগানো হয়েছে। চলতি বছরের মধ্যে আরও ১৫ হাজার সোলার স্ট্রিট লাইট লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ষ্ট্রিট লাইট লাগানোর ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রত্যন্ত ও দূর্গম এলাকায় অবস্থিত ব্লক গুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বেছে নেওয়া হয়েছে ।

শ্রী দেববর্মন আরও জানান, কৃষকদের চাষবাসের সুবিধার্থে পি এম কুসুম স্কিমের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ৩০০ টির বেশি সোলার ইরিগেশান পাম্প বসানো হয়েছে। এতে কৃষিকাজের জন্য কৃষকরা জলের সমস্যা থেকে পরিত্রান পেয়েছেন। রাজ্য সরকার আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আরও ২৬০০ টি সোলার ইরিগেশন পাম্প বসানোর কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে। প্রশ্নোত্তরে শ্রী দেববর্মন জানান পি এম কুসুম স্কিমে আড়াই লক্ষ টাকার ১ অশ্ব ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার ইরিগেশান পাম্প কৃষকদের মাত্র আড়াই হাজার টাকায় দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি খনন কাজের জন্য রাজ্য সরকার পক্ষ থেকে আরও ১ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রদান করা হচ্ছে। শ্রী দেববর্মন জানান রাজ্য সরকার গ্রামীন মানুষের রান্নার কাজের সুবিধার্থে যাদের ন্যূনতম ২ টি গরু আছে তাদেরকে মোট ৩৪ হাজার ৫০০ টাকা ভর্তুকিতে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট প্রদান করা হচ্ছে।

রাজ্যসভায় বিজেপির দলনেতা হলেন প্রাক্তন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই(হি.স.) : রাজ্যসভায় বিজেপির দলনেতা নির্বাচিত হলেন প্রাক্তন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। মন্ত্রিসভার রদবদলের পর থেকেই এই পদে প্রাক্তন রেলমন্ত্রীর নাম নিয়ে আলোচিত হয়। শেষপর্যন্ত পীযুষ গোয়েলের নামেই ছাড়পত্র দিল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। আসলে বিজেপির রাজ্যসভার প্রাক্তন দলনেতা থাওয়ারচন্দ গেহলট মন্ত্রিসভার রদবদলের আগে আগেই পদত্যাগ করেছেন। তাঁকে রাজ্যসভা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে কর্ণাটকের রাজ্যপাল পদে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। গত ১১ জুলাই রাজ্যপাল পদে শপথ নিয়েছেন তিনি।

থাওয়ারচন্দ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার পাশাপাশিই রাজ্যসভার দলনেতা ছিলেন। মন্ত্রকে তাঁর শূন্যস্থান ইতিমধ্যেই পূরণ করেছে গেরুয়া শিবির। বাকি ছিল রাজ্যসভার দলনেতার পদ।

কিরণমালা এসপিও ক্যাম্পে পক্ষকাল ধরে বিদ্যুৎ নেই, দুর্ভোগ চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৪ জুলাই।। কল্যাণপুরের কিরণমালা এসপিও ক্যাম্পে পক্ষকাল ধরে বিদ্যুৎ নেই। এক অসহনীয় পরিস্থিতিতে ডিউটি করতে হচ্ছে এসপিও জওয়ানদের। বারবার বিষয়টি বিদ্যুৎ নি গম এবং আরক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের জানানো সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ।

কল্যাণপুর থানাধীন কিরণমালা এস.পি. ও ক্যাম্পে বিগত পনেরো দিন ধরে বিদ্যুৎ ছিন্ন হয়ে আছে। ওই ক্যাম্পের কর্মরত এস. পি. ও জওয়ানরা বিদ্যুৎ সমস্যার বিষয়টি স্থানীয় বিদ্যুৎ দপ্তর এবং কল্যান পুর থানাকেও জানিয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় বিদ্যুৎ দপ্তর এবং আরক্ষা দপ্তর অর্থাৎ দুই দপ্তরের উদাসীনতায় এস. পি. ও ক্যাম্পের জওয়ানরা বর্তমানে অন্ধকার দশায় বিরাজমান। জানা গেছে, এই জায়গায় একটি ট্রান্সফর্মার ছিল। বর্তমানে সেটি বিকল হয়ে আছে। তবে তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ নিগমের এক আধিকারিক জানান, এস. পি. ও জওয়ানরা বন্য দাঁতাল হাতির সন্ত্রাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ওই ট্রান্সফর্মার থেকে হুক লাইনের মাধ্যমে ক্যাম্পের চতুর্দিকে ফেন্সিং দেয়। এই ফেন্সিং দেওয়াতেই নাকি ট্রান্সফরমারটি বিকল হয়ে যায়। যদিও তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ নিগম এস. পি. ও ক্যাম্পে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে। তবে কবে নাগাদ এস. পি. ও ক্যাম্পের জওয়ানরা বিদ্যুৎ পরিষেবা পাবে সেটা এস.পি.ও জওয়ানরাও জানে না।

পক্ষকাল ধরে বিদ্যুৎ না থাকায় বর্তমানে কিরণমালা এস. পি. ও ক্যাম্পের জওয়ানরা এক অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। অবিলম্বে ক্যাম্পের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সচল করার জন্য দাবি উঠেছে।

বিজেপির গোমতী জেলা কমিটির কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ জুলাই।। আজ বুধবার সকাল দশটায় উদয়পুর রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা পার্টির গোমতী জেলা কমিটির কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বিজেপি গোমতি জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায়। দলীয় পতাকা উত্তোলন, রাষ্ট্রগীত পরিবেশন, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, ভারতমাতা, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন জেলা সভাপতি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বৈঠকের শুরুতে গত এক বছরে জেলার প্রয়াত কার্যকর্তাদের স্মৃতিতে শোক প্রস্তাব পাঠ করে তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শোক প্রস্তাব পেশ করেন জেলা কমিটির অফিস সম্পাদক ত্রিদিব দাস।সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন জেলা কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রী জিতেন্দ্র মজুমদার।বিজেপি জোট সরকারের বিগত তিন বছরের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি তথা ৩০ বাগমা কেন্দ্রের বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া। রাজনৈতিক প্রস্তাব পেশ করেন জেলা কমিটির অন্যতম সহ-সভানেত্রী সবিতা নাগ।'সেবা হি সংগঠন' কর্মসূচির ওপর আলোচনা করেন জেলা কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত পোদ্দার।জেলার আগামী দিনের কর্মসূচির বিবরণ পেশ করেন জেলা কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক শ্রী উত্তম দে।বক্তব্য রাখেন বিধায়কদ্বয় যথাক্রমে বিপ্লব ঘোষ ও রঞ্জিত দাস। জেলার অন্তর্গত ৭ টি মন্ডল সভাপতিগণ বিগত এক বৎসরের নিজ নিজ মন্ডলের কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পেশ করেন। জেলার সাত মোর্চার সভাপতি গণ তাদের কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পেশ করেন।বৈঠকে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত। তিনি বক্তব্যে জেলায় সংগঠনকে মজবুত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি দল ও সরকারের সমন্বয় এবং সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণ মূলক কর্মসূচিগুলিকে মানুষের দরবারে পৌঁছে দিতে আহ্বান জানান।সাংগঠনিক বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির অন্যতম সম্পাদক তথা জেলা প্রভারি রতন ঘোষ।বৈঠকে জেলা কমিটির পদাধিকারী ও সদস্য সদস্যাবৃন্দ, জেলার বিধায়কগণ, গোমতী জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি, জেলার প্রদেশ কমিটির সদস্য সদস্যাবৃন্দ, জেলার সাতটি মন্ডলের সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকগণ, জেলার সাতটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রান্ট ইন এইড স্কুল টিচারদের এক প্রতিনিধিদল শিক্ষা অধিকর্তার কাছে বিভিন্ন দাবী পেশ করেছেন বুধবার। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।